শ্রীমনোরঞ্জন দাস
"শ্রীকৃষ্ণ কুটীর"
১৪৩, সেবাকুঞ্জ মহল্লা
পোঃ আঃ—বৃন্দাবন
জেলা—মথুরা (উত্তর প্রদেশ)

শ্রীমনোরঞ্জন দাস

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীব্রজধাম
ও
শ্রীকৃষ্ণমন্ত্রোপাসনা

[শ্রীগোবর্দ্ধন-বাস্তব্য **শ্রীশ্রী ১০৮ সিদ্ধ কৃষ্ণদাস বাবাজী মহারাজ-কর্তৃক** তদীয় শিষ্য **শ্রীশ্রী ১০৮ সিদ্ধ মধুসূদন দাস বাবাজী মহাশয়ের নিকট লিখিত** পত্র—শ্রীমদ্রাধাগোবিন্দদেব সেবাধিপতি—শ্রীহরিদাস গোস্বামী চরণানুজীবি—শ্রীরাধাকৃষ্ণদাসোদীরিতা ভক্তি **'সাধন দীপিকা'** গ্রন্থের শ্রীনবদ্বীপ-ধাম শ্রীহরিবোল কুটীর নিবাসী নিত্যধাম-গত শ্রীহরিদাস বাবাজী মহাশয় সংস্করণের শেষ পৃষ্ঠাদ্বয় (সিদ্ধবাবার স্বহস্ত লিখিত পত্রের কতকাংশ ব্লক সহ) দ্রষ্টব্য।]

শ্রীশ্রীমদ্রাধাগোবিন্দদেব-শ্রীমচ্চরণারবিন্দ-বিগল-চিন্মকরন্দ-মধুর রসানন্দিত চিত্তচঞ্চরীকেষু শ্রীমদ্ভাগবতপ্রবর—শ্রীশ্রীমধুসূদন দাসাভিধেষু শ্রীকৃষ্ণদাসেন কৃতানন্তপ্রণতিততয়ঃ সন্তু—

অপরঞ্চ উদন্তস্ত ভাষয়া—আপনি পত্র লিখিয়াছিলেন—তা'তে অনেক প্রশ্ন আছে, তাহা বক্রমতে লিখিয়া পাঠাব। **মন্ত্রময়ী উপাসনা হ্রদবৎ,** স্বারসিকী স্রোতোবৎ। কালিন্দীর হ্রদ হয়, হ্রদের কালিন্দী নয়। তেমনি স্বারসিকীর অন্তর্ভূত মন্ত্রময়ী হয়। তথাপি দুই প্রকাশ নিত্য হয়। স্বারসিকী লীলা সবাই করে না। তা'র মন্ত্র-জপ-ধ্যান-পুজাবশ্যক যোগপীঠ হয়। যিনি স্বারসিকী লীলা স্মরণ্ করেন, তিনি রাধাকুণ্ডে মিল করান। বনবিহার করিতে করিতে বৃন্দাবন-যোগপীঠে যাইয়া বসেন, সেখানে দুই প্রকাশ এক হইয়া যায়, তা'তে

মন্ত্রজপাদি সকল হয়। এইমতে কৃষ্ণভাবনামৃতে লিখিয়াছেন. কিম্বা যেখানে মিলন হয়, সেই যোগপীঠ হয়। আর শ্রীনন্দ শ্রীযশোদাদি পরিকর সব ভগবৎ প্রসাদ থান। ইতি। আর সকল কথা সাক্ষাৎ হইলে কহিব। কিম্বা লিখিয়া এই মত পাঠাব। ইতি—

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভা সভাজন-ভাজন **শ্রীশ্রীল শ্রীজীব গোস্বামিপাদ** শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে (১৫৩ অনু)—"**শ্রীকৃষ্ণলীলা দ্বিধা—অপ্রকটরূপা প্রকটরূপা** চ, প্রাপঞ্চিকলোকাপ্রকটত্বাৎ তৎপ্রকটত্বাচ্চ। তত্রাপ্রকটা—'যত্রাসৌ সংস্থিতঃ কৃষ্ণস্ত্রিভিঃ শক্ত্যা সমাহিতঃ। রামানিরুদ্ধপ্রদ্যুম্নৈ রুক্মিণ্যা সহিতো বিভুঃ॥' ইতি মথুরাতত্ত্ব-প্রতিপাদক শ্রীগোপাল-তাপন্যাদৌ (উঃ ৪০); 'চিন্তামণিপ্রকর-সদ্মসু' ইত্যাদি বৃন্দাবনতত্ত্ব-প্রতিপাদক-ব্রহ্মসংহিতাদৌ (৫।২৯) চ প্রকটলীলাতঃ কিঞ্চিদ্ বিলক্ষণত্বেন দৃষ্টা, প্রাপঞ্চিকলোকৈস্তদ্ বস্তুভিশ্চামিশ্রা কালবদাদিমধ্যা-বসান-পরিচ্ছেদ-রহিতস্বপ্রবাহা, যাদবেন্দ্রত্ব-ব্রজনবযুবরাজত্বাদ্যুচিতা, অহরহর্মহা-সভোপবেশ-গোচারণবিনোদাদিলক্ষণা, প্রকটলোকবস্তু-সংবলিতা তদীয় জন্মাদি-লক্ষণা।

তত্রাপ্রকটা দ্বিধা—মন্ত্রোপাসনাময়ী, স্বারসিকী চ। তত্র **প্রথমা**, যথা—তত্তদেকতরস্থানাদি-নিয়ত স্থিতিকা, তত্তন্মন্ত্রধ্যানময়ী।" ইতি।

যথা বৃহদ্ধ্যান-রত্নাভিষেকাদি প্রস্তাবঃ ক্রমদীপিকায়াং (৩.১-৩৬); যথা বা শ্রীগৌতমীয় তন্ত্রে (৪।১৭)—

'অথ ধ্যানং প্রবক্ষ্যামি সর্ব্বপাপ-প্রণাশনম্।
পীতাম্বরধরং কৃষ্ণং পুণ্ডরীকনিভেক্ষণম্'॥ ইত্যাদি

যথা বা (ব্রঃ সং ৫।৩০ ৩১)—

'বেণুং ক্বণন্তমরবিন্দদলায়তাক্ষং
বর্হাবতংসমসিতাম্বুদ-সুন্দরাঙ্গম্।
কন্দর্পকোটি কমনীয়বিশেষশোভং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥

আলোল-চন্দ্রক-লসদ্বনমাল্য-বংশী-
রত্নাঙ্গদপ্রণয়কেলিকলাবিলাসম্।
শ্যামং ত্রিভঙ্গললিতং নিয়ত প্রকাশং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥'

তথা—'হোমস্তু পূর্ব্ববৎ কার্য্যো গোবিন্দ-প্রীতয়ে ততঃ' ইত্যাগুনন্তরং—

'গোবিন্দং মনসা ধ্যায়েদ্‌গবাং মধ্যে স্থিতং শুভম্ ॥
বর্হাপীড়ক সংযুক্তং বেণুবাদন তৎপরম্।
গোপীজনৈঃ পরিবৃতং বন্যপুষ্পাবতংসকম্' ॥ ইতি

বৌধায়নকর্ম্মবিপাক প্রায়শ্চিত্ত-স্মৃতৌ।

তদ্বহোবাচ,—'হৈরণ্যো গোপবেশমভ্রাভং তরুণং কল্পদ্রুমাশ্রিতম্। তদিহ শ্লোকা ভবন্তি—

'সৎপুণ্ডরীকনয়নং মেঘাভং বৈদ্যুতাম্বরং।
দ্বিভুজং মৌনমুদ্রাঢ্যং বনমালিনমীশ্বরং ॥
গোপগোপী-গবাবীতং সুরদ্রুমতলাশ্রয়ং।
দিব্যালঙ্কারণোপেতং রত্নমণ্ডপমধ্যগং ॥
কালিন্দীজলকল্লোল-সঙ্গিমারুত-সেবিতং।
চিন্তয়েচ্চেতসা কৃষ্ণং মুক্তোভবতি সংসৃতেঃ ॥'

ইতি গোপালতাপন্যাং (পূর্ব্ব ৮-১০);

'গোবিন্দং সচ্চিদানন্দবিগ্রহম্' ইত্যাদি চ (পূর্ব ৩৮)। অথ স্বারসিকী চ যথোদাহৃতমেব;

'বৎসৈর্বৎসতরীভিশ্চ সদা ক্রীড়তি মাধবঃ।
বৃন্দাবনান্তরগতঃ সরামো বালকৈর্বৃতঃ ॥' ইত্যাদি চ।

অত্র চ-কারাৎ শ্রীগোপেন্দ্রাদয়োঽপি গৃহ্যন্তে। রাম-শব্দেন রোহিণ্যাপি; তথা তেনৈব 'ক্রীড়তি' ইত্যাদিনা ব্রজাগমনশয়নাদিলীলাপি। ক্রীড়াশব্দস্য বিহারার্থ-

ষাৎ বিহারস্য নানাস্থানানুসরণরূপত্বাদেকস্থাননিষ্ঠায়া **মন্ত্রোপাসনাদিময্যা** ভিদ্যতেঽসৌ যথাবসর বিবিধ স্বেচ্ছাময়ী **স্বারসিকী**।

এবং ব্রহ্মসংহিতায়াং (৫।২৯)—'চিন্তামণিপ্রকরসদ্মসু কল্পবৃক্ষলক্ষাবৃতেষু সুরভীরভি ইত্যাদি, 'গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি' ইতি, (ব্র, সং ৫।৫৬) 'কথা গানং নাট্যং গমনমপি' ইত্যত্রাপ্যনুসন্ধেয়ম্। তদেতৎ সর্বং মূলপ্রমাণেঽপি দৃশ্যতে; তত্র প্রকটরূপা বিস্পষ্টৈব।

অথাপ্রকটায়াং মন্ত্রোপাসনাময়ীমাহ,—'মাং কেশবো গদয়া প্রাতরব্যাদ্‌গোবিন্দ আসঙ্গবমাত্তবেণুঃ' ইতি;

টীকা চ—আত্তবেণুরিতি বিশেষণেন গোবিন্দঃ শ্রীবৃন্দাবনদেব এব; তৎসহ পাঠাৎ কেশবোঽপি মথুরানাথ এব।

তৌ হি শ্রীবৃন্দাবন-মথুরয়োঃ প্রসিদ্ধ-মহাযোগপীঠয়োস্তত্তন্নাম্নৈব সহিতৌ প্রসিদ্ধৌ। তৌ চ তত্র তত্র প্রাপঞ্চিকলোক-দৃষ্ট্যা শ্রীমৎ প্রতিমাকারেণ ভাতঃ; স্বজনদৃষ্ট্যা সাক্ষাদ্রূপেণৈব চ। তত্রোত্তররূপং ব্রহ্মসংহিতায়াং গোবিন্দস্তবাদৌ প্রসিদ্ধম্। অতএবাত্রাপি সাক্ষাদ্রূপবৃন্দ-প্রকরণে এবৈতৌ পঠিতৌ। ততশ্চ নারায়ণ-বর্মাখ্য-মন্ত্রোপাস্য-দেবতাত্বেন শ্রীগোপালতাপন্যাদি-প্রসিদ্ধ-সতন্ত্রমন্ত্রাস্তরোপাস্য-দেবতাত্বেন মন্ত্রোপাসনাময্যামিদমুদাহৃতম্।

তথা হি ললিতমাধবে (৭।৩৩)—'রাধিকা কৃষ্ণ-মুখেন্দুমবলোক্য—'হন্ত হন্ত পিব ভরাক্রকণ্ঠিদাএ (?) মম মুদ্ধত্তণং, জং গোইন্দস্স পড়িমং জেব্ব গোইন্দং মণ্ণেমি।' তথা রাধিকা—

'পুরো ধিন্বন্ ঘ্রাণং পরিমিলতি সোঽয়ং পরিমলো
ঘনশ্যামা সেয়ং দ্যুতিবিততিরাকর্ষতি দৃশৌ।
স্বরঃ সোঽয়ং ধীরস্তরলয়তি কর্ণৌ মম বলা-
দহো গোবিন্দস্য প্রকৃতিমুপলব্ধা প্রতিকৃতিঃ॥'

স্কান্দে— 'দোলায়মানং গোবিন্দং মঞ্চস্থং মধুসূদনম্।
রথে চ বামনং দৃষ্ট্বা পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে॥'

(দ্বারকায়াং শ্রীপুরুষোত্তমে চ)। এতৎপদ্যদ্বয়ে গোবিন্দশব্দস্ত সর্ব্বপ্রকাশমূল-ভূতস্য শ্রীবৃন্দাবননাথস্য গোবিন্দস্য প্রকাশাপেক্ষয়া। স চ 'প্রকাশস্ত ন ভেদেষু গণ্যতে স হি ন পৃথক' ইতি। (—লঘুভাগ ১।১৮)।

'দক্ষিণাভিমুখং দেবং দোলারূঢ়ং সুরেশ্বরং।
সকৃদ্‌দৃষ্ট্বা তু গোবিন্দং মুচ্যতে ব্রহ্মহত্যায়াঃ॥
বর্ত্তমানং চ যৎ পাপং যদ্‌ভূতং যদ্‌ভবিষ্যতি।
তৎ সর্বং নির্দহত্যাশু গোবিন্দানলকীর্ত্তনাৎ॥
গোবিন্দেতি যথা প্রোক্তং ভক্ত্যা বা ভক্তিবর্জ্জিতং।
দহতে সর্বপাপানি যুগান্তাগ্নিরিবোত্থিতঃ॥
গোবিন্দনাম্না যঃ কশ্চিন্নরো ভবতি ভূতলে।
কীর্ত্তনে তস্য পাপস্য ভেদং যাতি সহস্রধা॥
তস্মাস্তি কর্মজং লোকে বাঙ্‌মানসমেব বা।
যন্ন ক্ষপয়তে পাপং কলৌ গোবিন্দ-কীর্ত্তনম্॥'
'কিং তত্র বেদাগমশাস্ত্রবিস্তরৈ-
স্তীর্থৈরনেকৈরপি কিং প্রয়োজনম্?
যদ্যাননেনেচ্ছসি মোক্ষ কারণং
গোবিন্দ গোবিন্দ ইতি স্ফুটং রট॥'

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে, আদি ৮ম পঃ; ৫ম পঃ)—

'বৃন্দাবনে কল্পবৃক্ষ সুবর্ণ-সদন।
মহাযোগপীঠ তাহা রত্নসিংহাসন॥
তাতে বসি' আছেন সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন।
শ্রীগোবিন্দদেব সাক্ষাৎ মন্মথমদন॥
যাঁর ধ্যান নিজলোকে করে পদ্মাসন।
অষ্টাদশাক্ষরমন্ত্রে করে উপাসন॥

সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন, ইথে নাহি আন।
যে অজ্ঞজন করে প্রতিমা হেন জ্ঞান॥
সেই অপরাধে তার নাহিক নিস্তার।
ঘোর নরকেতে পচে, কি বলিব আর॥'

ব্রহ্মবৈবর্ত্তে'—প্রাপ্যাপি দুর্লভতরং মানুষ্যং বিবুধেপ্সিতম্॥
যৈরাশ্রিতো ন গোবিন্দস্তৈরাত্মা বঞ্চিতশ্চিরম্॥
দ্রষ্টুং ন যোগ্যা বক্তুং বা ত্রিষু লোকেষু তেঽধমাঃ।
শ্রীগোবিন্দপাদদ্বন্দ্বে বিমুখা যে ভবন্তি হি॥'

অসৌ রসিকশেখরো গোবিন্দদেবঃ কদাচিদৃতু-ভেদেন স্বসেবাকালে যথোচিত ভোজনাদি নিমিত্তায় স্বাধিকার-নিযুক্তেন কেনাপি সহগোপকিশোররূপেণ রাত্রৌ স্বপ্নস্ফূর্ত্ত্যা সাক্ষাদ্রূপেণ বা কথোপকথনং কুরুতে। এতচ্চ লোকপরম্পরয়া শ্রূয়তে, কিন্তু অতীব রহস্যত্বাৎ আচার্য্যবচনাদ্যনুরোধাচ্চ প্রকাশ্য ন লিখ্যতে ইত্যাদি।

উপরোক্ত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-ধৃত অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্রের উপাস্য যিনি সেই স্বজাতীয়-বিজাতীয়-স্বগত-ভেদ রহিত-অদ্বয়জ্ঞান-তত্ত্ব ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণই এই মন্ত্ররাজকে সর্ব্বপ্রথমে লোকপিতামহ শ্রীব্রহ্মাজীকে তত্ত্বসহ প্রদান করেন। সেই অনাদিরাদি তত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণই নিত্য-শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীমদনমোহন, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীগোপীনাথরূপে সর্বদা বিরাজিত আছেন।

অথ মন্ত্রময্যাং সদাচারবিধির্লিখ্যতে। মন্ত্রময়ী দ্বিধা। তত্র শ্রীভাগবতাদি-বর্ণিত জন্ম-কর্ম-গোচারণাদিলীলা একবিধা; সা তু স্মরণমঙ্গল-শ্রীগোবিন্দ-লীলামৃতাদ্যনুসারেণ কর্ত্তব্যা। দ্বিতীয়া তু অর্চায়মানবিশেষমৌনমুদ্রাঢ্য শ্রীবিগ্রহ-বিশেষ সেবা। সা চ সর্ব্বস্মৃতিসম্মতা শ্রীহরিভক্তিবিলাসে (৩য়, ৮ম বিঃ) লিখিতাস্তি। তদনুসারেণ প্রেমযুক্তয়া ভক্ত্যা কর্ত্তব্যা। তস্মাৎ কিঞ্চিৎ প্রকাশ্য লিখ্যতে;—ব্রাহ্মমুহূর্ত্তাদুত্থায় পূজকাদয়ঃ সর্বে পার্ষদাঃ সেবানামাপরাধ রহিতা ভগবৎ পরিচর্য্যাং বিনা প্রসাদান্নমপ্যস্বীকুর্ব্বন্তঃ, কিং পুনর্ভগবদ্দ্রব্যং স্বেচ্ছয়া

বলাৎকারেণ বা। বিধিবৎ গুর্ব্বাদি প্রণাম-দন্তধাবন-যথোচিত স্নানাদিবিধিং কৃত্বা স্ব-সেবায়াং সাবধানাঃ শ্রীমন্দিরে প্রবিশন্তি। পূজকস্তু বিধিবৎ ঘণ্টাদি-বাদ্যং কৃত্বা প্রভোঃ শ্রীমদীশ্বর্য্যাশ্চ প্রবোধনং কারয়েৎ। গ্রীষ্ম-শীতবর্ষাদ্যনুসারেণ দেবাদিদুর্ল্লভ-সেবাং (যথা সাধকঃ সিদ্ধরূপেণ মানসীং লীলাং দণ্ডাত্মিকাং ভাবয়েৎ, তথা তেনৈব গুরু-পরম্পরয়া রাগানুগা-মতেন মৌন-মুদ্রাঢ্যাং; দণ্ডাত্মিকা লীলা সেবা চৈকা, নাম্না ভেদঃ পৃথগ্ভবেৎ; অতস্তয়োরৈক্যবুদ্ধ্যা সেবনং চ)। (সাধন-দীপিকা ২য় কক্ষা ২৪-২৫ পৃঃ)

অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্রময়ী উপাসনা

শ্রীব্রহ্মসংহিতায় বলিতেছেন—

এবং সর্ব্বাত্মসম্বন্ধং নাভ্যাং পদ্মং হরেরভূৎ।
তত্র ব্রহ্মাভবদ্ভূয়শ্চতুর্ব্বেদী চতুর্ম্মুখঃ॥ ২২॥
স জাতো ভগবচ্ছক্ত্যা তৎকালং কিল চোদিতঃ।
সিসৃক্ষায়াং মতিং চক্রে পূর্ব্বসংস্কার-সংস্কৃতাম্॥
দদর্শ কেবলং ধ্বান্তং নান্যৎ কিমপি সর্ব্বতঃ॥ ২৩॥
উবাচ পুরতস্তস্মৈ তস্য দিব্যা সরস্বতী।
কাম কৃষ্ণায় গোবিন্দ ঙে গোপীজন ইত্যপি।
বল্লভায় প্রিয়া বহ্নেরয়ং তে দাস্যতি প্রিয়ম্॥ ২৪॥*

বঙ্গার্থ—এই প্রকারে শ্রীহরির নাভিদেশে সকল আত্মার সহিত সম্বন্ধ বিশিষ্ট পদ্ম আবির্ভূত হয়। সেই পদ্মে পুনরায় হিরণ্যগর্ভের ভোগবিগ্রহ স্বরূপ চতুর্ব্বেদ-

---

* '১ ক্লীং ২ কৃষ্ণায় ৩ গোবিন্দায় ৪ গোপীজন-বল্লভায় ৫ স্বাহা'— পঞ্চপদী অষ্টাদশাক্ষরীয় শ্রীগোপালমন্ত্ররাজ এইরূপে বিরাজিত আছেন।

কর্ত্তা চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা উৎপন্ন হন ॥ ২২ । ব্রহ্মা জন্মগ্রহণ করিয়া তৎকালে ভগবৎ-শক্তি কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া, পূর্ব্বসৃষ্টির সংস্কার বশতঃ সৃষ্টির জন্য ইচ্ছা করেন ; কিন্তু তিনি তৎকালে সর্ব্বত্র অন্ধকার অবলোকন করেন, অন্য কিছু দেখিতে পান নাই ॥ ২৩ ॥ সেই কালে শ্রীভগবান্ ব্রহ্মার অগ্রে দৈব বাণীতে, **“প্রথম কাম-বীজ তাহার পর কৃষ্ণায়, তদন্তে চতুর্থ্যন্ত গোবিন্দ শব্দ, তৎপর গোপী-জন-বল্লভায়, তদন্তে বহ্নিপ্রিয়া অর্থাৎ স্বাহা সমন্বিত অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্র তোমার প্রিয় বিধান করিবে”*** ইহা জানিইয়াছিলেন ॥ ২৪ ॥

টীকায়—শ্রীজীবগোস্বামিপাদ বলিতেছেন,—অথ তস্য সমষ্টি-জীবাধিষ্ঠানং গুহা-প্রবিষ্টাৎ পুরুষাদদ্ভুতমিত্যাহ এবমিতি। ততঃ সমষ্টিদেহাভিমানিনস্তস্য হিরণ্যগর্ভব্রহ্মণস্তস্মাদ্ভোগবিগ্রহোৎপত্তিমাহ—তত্রেতি ॥ ২২ ॥

অথ তস্য চতুর্ম্মুখস্য চেষ্টামাহ—স জাত ইতি সার্দ্ধেন ; স্পষ্টম্ ॥ ২৩ ॥

অথ তস্মিন্ পূর্ব্বোপাসনাভাগ্যলব্ধাং ভগবৎকৃপামাহোবাচেতি সার্দ্ধেন ; স্পষ্টম্ ॥ ২৪ ॥

শ্রীগোপালতাপনী উপনিষদে এই পঞ্চপদী অষ্টাদশাক্ষর শ্রীগোপাল-মন্ত্ররাজ সম্বন্ধে বলিতেছেন—

‘রস্যং পুনারসনং জলভূমীন্দুসংপাতকামাদি কৃষ্ণায়েত্যেকং পদং গোবিন্দায়েতি দ্বিতীয়ং গোপীজনেতি তৃতীয়ং বল্লভায়েতি তুরীয়ং (চতুর্থং) স্বাহেতি পঞ্চমমিতি ॥ ১১ ॥’

‘পঞ্চপদীং জপন পঞ্চাঙ্গ দ্যাবাভূমী সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ সাগ্নী তদ্রূপতয়া ব্রহ্ম সংপদ্যতে-ব্রহ্ম সংপদ্যতে ইতি ॥ ১২ ॥

‘তদেষ শ্লোকঃ। ‘ক্লীমিত্যেতদাদাবাদায় কৃষ্ণায়েতি গোবিন্দায়েতি চ গোপী-জন-বল্লভায় বৃহদ্ভানব্যা সকৃদুচ্চরেৎ। যা গতি স্তস্যাস্তি মংক্ষু নান্যা গতিঃ স্যাদিতি ॥ ১৩ ॥’*। ‘ক্লীং কৃষ্ণায় গোবিন্দায় গোপীজন-বল্লভায় স্বাহা’

* শ্রীবিশ্বনাথ **টীকায়**—‘কিং রসনমিত্যস্যোত্তরমাহ—রস্যমুচ্চার্য্যং জপ্যং ইত্যর্থঃ। পুনারসনমিতি পুনঃ পুনঃ জপ এব রসনমিত্যর্থঃ। জলং তদ্বাচি-

ককারঃ, ভূমিস্তদ্বীজং লকারঃ, অগ্নিবাচী ঈঃ ঈকারঃ, ইন্দুরনুস্বারঃ তেষাং মিলনং যত্র তৎ ক্লীমিতি কামঃ কামবীজং তদাদি, ততশ্চ জলীকৃতাঃ প্রেম্না দ্রবরূপীকৃতাস্তদ্‌বিশিষ্টা যে ভক্তজনাস্তৈরা শোভা যস্য স চাসাবিন্দুরাহ্লাদকশ্চ কৃষ্ণ ইতি বীজার্থ উক্তো ভবতি। পঞ্চ অঙ্গানি হৃদয়াদীনি তত্তৎস্থানে ন্যস্যানি যস্য তদ্ যথা স্যাত্তথা। পঞ্চপদং মন্ত্রমিমং জপন্ ব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণং সম্পদ্যতে সম্যকতয়া প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ। দ্যাবেতি—দ্যৌভূসূর্য্যচন্দ্রাগ্ন্যাদীন্ তদ্রূপতয়াভাবয়ন্ পঞ্চানামেষামেব পদানাং ক্রমেনৈতেপঞ্চ বিভূতয়ো ভাব্যা ইত্যর্থঃ॥ ১১-১২॥'

'জপপরিপাটীং দর্শয়তি—ক্লীমিত্যেতদাদাবাদায় উচ্চার্য্য কৃষ্ণায়েতি চতুর্থ্যন্তপদেন যোগোঃ যস্য তৎ। বৃহদ্‌ভানুর্মহাপ্রকাশঃ পরমেশ্বরো বহ্নির্বা তদীয়য়া স্বাহয়া সহিতং মংক্ষু তস্যৈব গতিরস্তি কৃষ্ণপ্রাপ্তিরূপা পূর্ব্বোক্তা নান্যা, নত্বন্যেত্যর্থঃ॥ ১৩॥'

'ক্লীং কৃষ্ণায় গোবিন্দায় গোপীজন-বল্লভায় স্বাহা।'

বেদত্রয়ী ও ত্রয়ীগায়ত্রী সম্বন্ধে

(১—শ্রীব্রহ্মগায়ত্রী, ২—শ্রীগোপাল মন্ত্র (অষ্টাদশাক্ষরীয়), ৩—শ্রীকামগায়ত্রী ২৪॥০ অক্ষরীয়)।*

তপ ত্বং তপ এতেন তব সিদ্ধির্ভবিষ্যতি॥ ২৫॥
অথ তেপে স সুচিরং প্রীণন্ গোবিন্দমব্যয়ম্।
শ্বেতদ্বীপপতিং কৃষ্ণং গোলোকস্থং পরাৎপরম্॥
প্রকৃত্যা গুণরূপিণ্যা রূপিণ্যা পর্য্যুপাসিতম্।
সহস্রদলসম্পদ্মে কোটিকিঞ্জল্ক বৃংহিতে॥
ভূমিশ্চিন্তামণিস্তত্র কর্ণিকারে মহাসনে।
সমাসীনং চিদানন্দং জ্যোতীরূপং সনাতনম্॥

শব্দব্রহ্মময়ং বেণুং বাদয়ন্তং মুখাম্বুজে।
বিলাসিনীগণবৃতং স্বৈঃ স্বৈরংশৈরভিষ্টুতম্ ॥ ২৬ ॥
অথ বেণুনিনাদস্য ত্রয়ী*মূর্ত্তিমতী গতিঃ।
স্ফুরন্তী প্রবিবেশাশু মুখাব্জানি স্বয়ম্ভুবঃ ॥
গায়ত্রীং গায়তস্তস্মাদধিগত্য সরোজজঃ।
সংস্কৃতশ্চাদিগুরুণা দ্বিজতামগমত্ততঃ ॥ ২৭ ॥
ত্রয্যা প্রবুদ্ধোঽথ বিধির্বিজ্ঞাততত্ত্বসাগরঃ।
তুষ্টাব বেদসারেণ স্তোত্রেণানেন কেশবম্ ॥ ২৮ ॥

বঙ্গার্থ—তুমি এই মন্ত্রের দ্বারা তপস্যা কর ; তোমার সিদ্ধি হইবে ॥ ২৫ ॥ অনন্তর সেই ব্রহ্মা শ্বেতদ্বীপপতি, পরাৎপর, অব্যয়, গোলোকস্থ গোবিন্দাখ্য শ্রীকৃষ্ণের প্রীতির নিমিত্ত বহুকাল যাবৎ তপস্যা করিয়াছিলেন। শ্রীগোলোকের বহিঃস্থিতা সত্ত্বরজস্তমোময়ী মূর্ত্তিধারিণী প্রকৃতিদেবী ধ্যানাদির দ্বারা সেই শ্রীগোবিন্দের উপাসনা করিয়া থাকেন। চিন্তামণিময়ভূমি-বিশিষ্ট সেই গোলোকে সহস্রদল সম্পন্ন কোটিকিঞ্জল্কে পরিশোভিত কর্ণিকাররূপ মহাসনে, চিদানন্দময় জ্যোতীরূপ, নিত্যবিগ্রহ, শ্রীগোবিন্দ উপবিষ্ট আছেন এবং বদনাম্বুজে শব্দব্রহ্মময় বেণু বাদন করিতেছেন। তিনি নিজ প্রেয়সীবৃন্দে পরিবেষ্টিত। গোলোকের আবরণস্থ নিজ পরিকরবৃন্দ তাঁহার স্তুতি করিতেছেন ॥ ২৬ ॥ অনন্তর বেণু-ধ্বনির দ্বারা প্রকটিত বেদমাতা গায়ত্রী পরিপাটীরূপে স্ফুরিত হইয়া সয়ম্ভু ব্রহ্মার (অষ্ট কর্ণ দ্বারা) মুখাম্বুজে শীঘ্র প্রবেশ করিয়াছিলেন। **কমলযোনি ব্রহ্মা আদিগুরু শ্রীকৃষ্ণের নিকট গায়ত্রী-মন্ত্রলাভে সংস্কৃত হইয়া দ্বিজত্ব প্রাপ্ত হইলেন ॥ ২৭ ॥**

তারপর বিধাতা গায়ত্রীমন্ত্রে জ্ঞানলাভ করিয়া তত্ত্ব সমূহ অবগত হইলেন। পশ্চাৎ বেদের রহস্য পরিপূর্ণ এই স্তোত্রের দ্বারা শ্রীকেশবের স্তুতি করিয়াছিলেন ॥ ২৮ ॥ অতঃপর ব্রহ্মা শ্রীগোবিন্দের স্তব করিয়াছেন।

টীকায়—শ্রীজীবপাদ বলিতেছেন,—এতদেব 'স্পর্শেষু যৎষোড়শমেকবিংশমি'তি তৃতীয় স্কন্ধানুসারেণ বোধয়তি—তপ স্বমিত্যর্দ্ধেন ; স্পষ্টম্ ॥ ২৫ ॥

স তু তেন মন্ত্রেণ স্বকামনাবিশেষানুসারাৎ সৃষ্টিকৃচ্ছক্তিবিশিষ্টতয়া বক্ষ্যমান-স্তবানুসারাৎ গোকুলাখ্য পীঠগততয়া শ্রীগোবিন্দমুপাসিতবানিত্যাহ,—অথ তেপে ইত্যাদি চতুর্ভিঃ। গুণরূপিণ্যা সত্ত্বরজস্তমোগুণময্যা রূপিণ্যা মূর্ত্তিমত্যা পর্য্যুপাসিতং পরিত স্তদ্গোকুলাদ্বহিঃস্থিতয়োপাসিতং ধ্যানাদিনার্চ্চিতং—"মায়া পরেত্যভিমুখে চ বিলজ্জমানা" ইতি, "বলিমুদ্বহন্ত্য অজয়ানিমিষা" ইতি চ শ্রীভাগবতাৎ। অংশৈস্তদাবরণস্থৈঃ পরিকরৈঃ ॥ ২৬ ॥

তদেবং দীক্ষাতঃ পরস্তাদেব তস্য ধ্রুবস্যেব দ্বিজত্ব সংস্কারস্তদারাধিতাত্তন্মন্ত্রাধি-দেবাজ্জাত ইত্যাহ,—অথ বেণেতি দ্বয়েন। ত্রয়ী মূর্ত্তির্গায়ত্রী বেদমাতৃত্বাৎ। দ্বিতীয়-পক্ষে তস্যা এব ব্যক্তিভাবিত্বাচ্চ তন্ময়ী গতিঃ পরিপাটী। মুখাজ্জানি প্রবিবে-শত্যষ্টঃ কর্ণৈঃ প্রবিবেশেত্যর্থঃ ॥ আদিগুরুণা শ্রীকৃষ্ণেন ॥ ২৭ ॥

ততশ্চ ত্রয়ীমপি তস্মাৎ প্রাপ্য তমেব তুষ্টাবেত্যাহত্রয্যেতি। [কেশানংশূন্ বয়তি বিস্তারয়তীতি কেশবস্তং। "অংশবো যে প্রকাশন্তে মম তে কেশসংজ্ঞিতাঃ। সর্ব্বজ্ঞাঃ কেশবং তস্মাদ্ মামাহুর্ম্মুনিসত্তমাঃ ॥" ইতি সহস্রনামভাষ্যোত্থাপিত-কেশবনিরুক্তৌ ভারতবচনাৎ] ॥ ২৮ ॥

'গায়ত্রী' সম্বন্ধে 'তত্ত্বসন্দর্ভে' শ্রীজীবগোস্বামিপাদের বিচার

যৎখলু সর্ব্বং পুরাণজাতমাবির্ভাব্য ব্রহ্মসূত্রঞ্চ প্রণীয়াপ্যপরিতুষ্টেন তেন ভগবতা নিজসূত্রাণামকৃত্রিমভাষ্যভূতং সমাধিলব্ধমাবির্ভাবিতং, যস্মিন্নেব সর্ব্বশাস্ত্রসমন্বয়ো দৃশ্যতে, **সর্ব্ববেদার্থ সূত্রলক্ষণাং গায়ত্রীমধিকৃত্য** প্রবর্ত্তিত ত্বাৎ॥ তথাহি তস্য স্বরূপং মাৎস্যে—

যত্রাধিকৃত্য গায়ত্রীং বর্ণ্যতে ধর্ম্মবিস্তরঃ। বৃত্রাসুরবধোপেতং তদ্ভাগবত-মিষ্যতে। লিখিত্বা তচ্চ যো দদ্যাদ্ধেমসিংহ সমন্বিতং। প্রৌষ্ঠপদ্যাং পৌর্ণমাস্যাং স যাতি পরমাং গতিং ॥

অষ্টাদশ-সহস্রাণি পুরাণং তৎ প্রকীর্ত্তিতমিতি। অত্র গায়ত্রী শব্দেন তৎ সূচকতদব্যভিচারিধীমহিপদ সম্বলিততদর্থ এবেষ্যতে। সর্ব্বেষাং মন্ত্রানামাদি-রূপায়াস্তস্যাঃ সাক্ষাৎ কথনার্হত্বাৎ। তদর্থতাচ জন্মাদ্যস্য যতঃ, তেনে ব্রহ্ম হৃদেতি সর্ব্বলোকাশ্রয়ত্ববুদ্ধিবৃত্তিপ্রেরকত্বাদিসাম্যাদ্ধর্ম্মবিস্তর ইত্যত্র ধর্মশব্দঃ পরমধর্ম্মপরঃ। ধর্ম্ম প্রোজ্ঝিতকৈতবোহত্র পরম ইতি তত্রৈব প্রতিজ্ঞাতত্বাৎ। স চ ভগবদ্ধ্যানাদি-লক্ষণ এবেতি পরস্তাদ্ব্যক্তীভবিষ্যতি॥ ১৯॥ এবং স্কান্দে প্রভাসখণ্ডে চ। যত্রাধিকৃত্য গায়ত্রীমিত্যাদি। সারস্বতস্য কল্পস্য মধ্যে যে স্যুর্নরামরাঃ। তদ্বৃত্তা-ন্তোদ্ভবং লোকে তচ্চ ভাগবতং স্মৃতং॥

লিখিত্বা তচ্চেত্যাদি। অষ্টাদশসহস্রানি পুরাণং তৎ প্রকীর্ত্তিতমিতি। তদেবমগ্নিপুরাণেচ বচনানি বর্ত্তন্তে টীকাকৃদ্ভিঃ প্রমাণীকৃতে পুরাণান্তরেচ। গ্রন্থো-হষ্টাদশসাহস্রো দ্বাদশস্কন্ধ সম্মিতঃ। হয়গ্রীবব্রহ্মবিদ্যা যত্র বৃত্রবধস্তথা। গায়ত্র্যাচ সমারম্ভস্তদ্বৈ ভাগবতং বিদুঃ।

অত্র হয়গ্রীবব্রহ্মবিদ্যেতি বৃত্রবধসাহচর্য্যেণ নারায়ণবর্ম্মৈবোচ্যতে। হয়-গ্রীব শব্দেন হ্যত্রাশ্বশিরা দধীচিরেব উচ্যতে। তেনৈব প্রবর্ত্তিতা নারায়ণ বর্মাখ্যা ব্রহ্মবিদ্যা॥ তস্যাশ্বশিরস্ত্বঞ্চ স্পষ্টে। যদ্বা অশ্বশিরো নামেত্যত্র প্রসিদ্ধং নারায়ণ বর্ম্মণো ব্রহ্মবিদ্যাত্বঞ্চ। এতচ্ছ্রুত্বা তথোবাচ দধ্যঙ্ঙাথর্ব্বণস্তয়োঃ। প্রবর্গ্যং ব্রহ্ম-বিদ্যাঞ্চ সংকৃতোহসত্যশঙ্কিতঃ॥ ইতি টীকোত্থাপিতবচনেন চেতি শ্রীভাগবতস্য শ্রীভগবৎ প্রিয়ত্বেন ভাগবতাভীষ্টত্বেনচ পরমসাত্ত্বিকত্বং॥

যথা পাদ্মে অম্বরীষং প্রতি গৌতম প্রশ্নঃ —

পুরাণং ত্বং ভাগবতং পঠ্যসে পুরতো হরেঃ। চরিতং দৈত্যরাজস্য প্রহ্লাদস্যচ ভূপতে। তত্রৈব ব্যঞ্জুলীমাহাত্ম্যে তস্য তস্মিন্নুপদেশঃ। রাত্রৌতু জাগরঃ কার্য্যঃ শ্রোতব্যা বৈষ্ণবী কথা। গীতা নামসহস্রঞ্চ পুরাণং শুকভাষিতং। পঠিতব্যং প্রযত্নেন হরেঃ সন্তোষকারণং॥ তত্রৈবান্যত্র। অম্বরীষ শুকপ্রোক্তং নিত্যং ভাগবতং শৃণু। পঠস্ব স্বমুখেনাপি যদীচ্ছসি ভবক্ষয়ং॥

স্কান্দে প্রহ্লাদসংহিতায়াং দ্বারকামাহাত্ম্যে—শ্রীমদ্ভাগবতং ভক্ত্যা পঠতে হরি-

সন্নিধৌ ! জাগরে তৎপদং যাতি কুলবৃন্দসমন্বিতঃ ॥ ২০ ॥ গারুড়ে চ পূর্ণঃ সোঽয়মতিশয়ঃ। অর্থোঽয়ং ব্রহ্মসূত্রাণাং ভারতার্থবিনির্ণয়ঃ। গায়ত্রীভাষ্যরূপোঽসৌ বেদার্থপরিবৃংহিতঃ। পুরাণানাং সামরূপঃ সাক্ষাদ্ভগবতোদিতঃ। দ্বাদশস্কন্ধযুক্তোঽয়ং শতবিচ্ছেদসংযুতঃ। গ্রন্থোঽষ্টাদশসাহস্রঃ শ্রীমদ্ভাগবতাভিধ ইতি॥ ব্রহ্মসূত্রাণামর্থস্তেষামকৃত্রিমভাষ্যভূত ইত্যর্থঃ।

পূর্ব্বং সূক্ষ্মত্বেন মনস্যাবির্ভূতং তদেব সংক্ষিপ্য সূত্রত্বেন পুনঃ প্রকটিতং। পশ্চাদ্বিস্তীর্ণত্বেন সাক্ষাৎ শ্রীভাগবতরূপমিতি। তস্মাত্তদ্ভাষ্যভূতে স্বতঃসিদ্ধে তস্মিন্ সত্যর্ব্বাচীনমন্যদন্যদ্ভাষ্যং স্বস্বকপোলকল্পিতং তদনুগতমেবাদরণীয়মিতি গম্যতে।

ভারতার্থবিনির্ণয়ঃ— নির্ণয়ঃ সর্বশাস্ত্রাণাংভারতং পরিকীর্ত্তিতং। ভারতং সর্ববেদাশ্চ তুলামারোপিতা পুরা। দেবৈর্ব্রহ্মাদিভিঃ সর্বৈর্ঋষিভিশ্চ সমন্বিতৈঃ। ব্যাসস্যৈবাজ্ঞয়া তত্রত্বরিচ্যত ভারতং। মহত্ত্বাদ্ভারবত্ত্বাচ্চ মহাভারতমুচ্যতে। ইত্যাদ্যুক্ত লক্ষণস্য ভারতস্যার্থবিনির্ণয়ো যত্র সঃ। শ্রীভাগবত্যেব তাৎপর্য্যং তস্যাপি তদুক্তং মোক্ষধর্মে নারায়ণীয়ে শ্রীবেদব্যাসং প্রতি জনমেজয়েন। ইদং শতসহস্রাদ্ধি ভারতাখ্যানবিস্তরাৎ। আমথ্যমতিমন্থেন জ্ঞানোদধিমনুত্তমং। নবনীতং যথা দধ্নো মলয়াচ্চন্দনং যথা। আরণ্যং সর্ব্ববেদেভ্য ঔষধীভ্যোঽমৃতং যথা। সমুদ্ধৃতমিদং ব্রহ্মন্ কথামৃতমিদং তথা। তপোনিধে ত্বয়োক্তং হি নারায়ণ কথাশ্রয়মিতি ॥ ২১ ॥ তথাচ তৃতীয়ে ॥ মুনিবিবক্ষুর্ভগবদ্‌গুণানাং সখাপি তে ভারতমাহ কৃষ্ণঃ। যস্মিন্ নৃণাং গ্রাম্যসুখানুবাদৈর্মতিগৃহীতানু হরেঃ কথায়ামিতি ॥

হেমাদ্রের্ব্রতখণ্ডে—স্ত্রীশূদ্রদ্বিজবন্ধুনাং ত্রয়ী ন শ্রুতিগোচরা। কর্মশ্রেয়সি মূঢ়ানাং শ্রেয় এবং ভবেদিহ। ইতি ভারতমাখ্যানং কৃপয়া মুনিনা কৃতং। ইতি বাক্যং শ্রীভাগবতীয়ত্বেনোথাপ্য ভারতস্য বেদার্থতুল্যত্বেন নির্ণয়ঃ কৃত ইতি তন্মতানুসারেণ ত্বেবং ব্যাখ্যেয়ং। ভারতার্থস্য বিনির্ণয়ো বেদার্থতুল্যত্বেন বিশিষ্য নির্ণয়ো যত্রেতি। যস্মাদেবং ভগবৎপরস্তস্মাদেব যত্রাধিকৃত্য গায়ত্রীমিতি কৃতলক্ষণং শ্রীমদ্ভাগবতনামা গ্রন্থঃ শ্রীভগবৎপরায়া গায়ত্র্যা ভাষ্যরূপোঽসৌ।

তদুক্তং যত্রাধিকৃত্য গায়ত্রীমিত্যাদি। তথৈবহি অগ্নিপুরাণে। তস্য ব্যাখ্যানে বিস্তরেণ প্রতিপাদিতঃ। তত্র তদীয় ব্যাখ্যাদিগ্দর্শনং যথা। তজ্জ্যোতিঃ পরমং-ব্রহ্ম ভর্গস্তেজো যতঃ স্মৃতঃ। ইত্যারভ্য পুনরাহ।

তজ্জ্যোতির্ভগবান্ বিষ্ণুর্জগজ্জন্মাদিকারণং। শিবংকেচিৎ পঠন্তিস্ম শক্তি-রূপং বদন্তি চ। কেচিৎ সূর্য্যং কেচিদগ্নিং দৈবতাগ্ন্যগ্নিহোত্রিণঃ। অগ্ন্যাদিরূপী বিষ্ণুর্হি বেদাদৌ ব্রহ্ম গীয়তে ইতি। তত্র জন্মাদ্যস্যেত্যস্য ব্যাখ্যানঞ্চ তথা দর্শয়িষ্যতে। কস্মৈযেন বিভাষিতোঽয়মিত্যুপসংহারবাক্যে চ তচ্ছুদ্ধমিত্যাদি সমানমেবা-গ্নিপুরাণে তদ্ব্যাখ্যানং। নিত্যং শুদ্ধং পরং ব্রহ্ম নিত্যভর্গমধীশ্বরং। অহং জ্যোতিঃ পরং ব্রহ্ম ধ্যায়েমহি বিমুক্তয়ে। ইতি। তত্রাহং ব্রহ্মেতি নাদেবো দেবমর্চ্চয়েদিতি ন্যায়েন। যোগ্যত্বায় স্বস্য তাদৃকত্বভাবনা দর্শিতা। ধ্যায়েমেত্যহং তাবৎ ধ্যায়েয়ং সর্ব্বে চ বয়ং ধ্যায়েমেত্যর্থঃ। তদেতন্মতেতু মন্ত্রেঽপি ভর্গশব্দোঽয়মদন্ত এব স্যাৎ। সুপাংসুলুগিত্যাদিনা ছান্দসসূত্রেণ তু দ্বিতীয়ৈকবচনস্যামঃ সুভাবো-জ্ঞেয়ঃ।

যত্তু দ্বাদশে। ওঁ নমস্তে ইত্যাদি গদ্যেষু তদর্থত্বেন সূর্য্যঃ স্তুতঃ তৎ পরমাত্ম-দৃষ্ট্যৈব নতু স্বাতন্ত্র্যেণেত্যদোষঃ। যথৈবাগ্রে শ্রীশৌনকবাক্যং। ব্রূহি নঃ শ্রদ্দ-ধানানাং ব্যূহংসূর্য্যাত্মনো হরেরিতি। নচাস্য ভর্গস্য সূর্য্যমণ্ডলমাত্রাধিষ্ঠানত্বং। মন্ত্রে বরেণ্য শব্দেনাত্র চ গ্রন্থে পর শব্দেন পরমৈশ্বর্য্য পর্য্যন্ততায়া দর্শিতত্বাৎ। তদেব-মগ্নিপুরাণেঽপ্যুক্তং। ধ্যানেন পুরুষোঽয়ঞ্চ দ্রষ্টব্যঃ সূর্য্যমণ্ডলে। সত্যং সদা-শিবং ব্রহ্ম তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদমিতি। ত্রিলোকীজনানামুপাসনার্থং প্রলয়ে অবিনাশিনি সূর্য্যমণ্ডলে চান্তর্যামিতয়া প্রাদুর্ভূতোঽয়ং পুরুষো ধ্যানেন দ্রষ্টব্য উপাসিতব্যঃ। যত্তু বিষ্ণোস্তস্য মহাবৈকুণ্ঠরূপং পরমং পদং তদেব সত্যং কাল-ত্রয়াব্যভিচারি সদাশিবমুপদ্রবশূণ্যং যতো ব্রহ্ম স্বরূপমিত্যর্থঃ। তদেতদ্গায়ত্রীং প্রোচ্য পুরাণলক্ষণপ্রকরণে যত্রাধিকৃত্য গায়ত্রীমিত্যাদ্যপ্যুক্তমগ্নিপুরাণে। তস্মাৎ। অগ্নেঃ পুরাণং গায়ত্রীং সমেত্য ভগবৎ পরাং। ভগবত্তং তত্র মত্বা জগজ্জন্মাদি-কারণং। যত্রাধিকৃত্য গায়ত্রীমিতি লক্ষণপূর্ব্বকং। শ্রীমদ্ভাগবতং শশ্বৎ পৃথ্বীং

জয়তি সর্ব্বত:॥ তদেবমস্য শাস্ত্রস্য গায়ত্রীমধিকৃত্য প্রবৃত্তির্দর্শিতা। যত্তু সারস্বতকল্পমধিকৃত্যেতি পূর্ব্বমুক্তং তচ্চ যুক্তং তচ্চ গায়ত্র্যা ভগবৎ প্রতিপাদক-বাগ্বিশেষরূপ সরস্বতীত্বাদুপযুক্তমেব॥ যদুক্তমগ্নিপুরাণে।

গায়ত্র্যাক্থানি শাস্ত্রাণি ভর্গং প্রাণস্তথৈবচ।

ততঃ স্মৃতেয়ং গায়ত্রী সাবিত্রী যত এবচ।

৭ প্রকাশনী সা সবিতুর্বাগ্রূপত্বাৎ সরস্বতীতি॥*

'গায়ত্রী' সম্বন্ধে 'তত্ত্বসন্দর্ভে' শ্রীজীবগোস্বামিপাদের বিচারের বঙ্গানুবাদ।

ভগবান্ শ্রীবেদব্যাস সমুদায় পুরাণ প্রকাশ করিয়া ব্রহ্মসূত্র প্রণয়ন করিয়াও অপরিতুষ্টচিত্তে নিজকৃত বেদান্তসূত্র সকলের অকৃত্রিম ভাষ্যস্বরূপ সমাধিলব্ধ যে শ্রীমদ্ভাগবত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতেই সর্ব্বশাস্ত্রের সমন্বয় অর্থাৎ একত্র সন্নিবেশ দেখা যাইতেছে, যেহেতু সকল বেদের অর্থের সূত্র-লক্ষণস্বরূপ গায়ত্রীকে অধিকার করিয়া ঐ শ্রীমদ্ভাগবতের প্রবৃত্তি হয়। উক্ত শ্রীমদ্ভাগবতের স্বরূপ যথা— মৎস্য পুরাণে,—

---

* শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্যেণ বেদবেদান্তষড়্দর্শন-পুরাণ-শব্দানুশাসন-জ্যোতিষকাব্যালঙ্কারচ্ছন্দোশাস্ত্রাদিপারগামীনেন নিখিলচতুর্থাশ্রমিকসাধকবৃন্দৈ: সেবিত পাদযুগলেন বৈষ্ণবসিদ্ধান্তরাজ্য-রক্ষা-সেনাপতিনা শ্রীমৎসনাতন রূপানুগতেন—শ্রীল শ্রীপূজ্যপাদ জীবগোস্বামিনা নিখিল সিদ্ধান্তখনি-রূপেণ প্রণীতঃ ষট্সন্দর্ভঃগ্রন্থান্তর্গতঃ 'তত্ত্বসন্দর্ভঃ' শেষ বৈষ্ণবদার্শনিকাচার্য্য সম্রাট্ শ্রীল শ্রীযুক্ত বলদেব বিদ্যাভূষণকৃত তত্ত্বসন্দর্ভটিপ্পনী সমেতঃ। শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্নেন বঙ্গভাষয়া অনূদিতঃ। শ্রীরাসবিহারী সাংখ্যতীর্থেন সংশোধিতঃ। শ্রীরামদেব মিশ্রেণ প্রকাশিতঃ। দ্বিতীয়-সংস্করণঃ—মুর্শিদাবাদ, বহরমপুর—হরিভক্তি-প্রদায়িনীসভাস্থ রাধারমণযন্ত্রে শ্রীজানকীনাথ সাহা প্রিন্টারেণ মুদ্রিতঃ। ৪২৫ চৈতন্যাব্দে। ১৩১৭ বঙ্গাব্দে। ফাল্গুনে। ৩৩—৪৯ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

যাহাতে গায়ত্রীকে অধিকার করিয়া বিস্তররূপে ধর্ম বর্ণিত হইয়াছে এবং যাহা বৃত্রাসুর-বধের বর্ণনা তাহাকেই ভাগবত বলে। যে ব্যক্তি ঐ শ্রীমদ্ভাগবত লিখিয়া ভাদ্রমাসের পূর্ণিমায় দিবস স্বর্ণসিংহাসনে স্থাপন পূর্ব্বক দান করেন, তিনি পরমা গতি প্রাপ্ত হয়েন। উক্ত পুরাণই অষ্টাদশ সহস্রকে পরিকীর্ত্তিত হইয়াছেন॥ এস্থলে গায়ত্রী শব্দে গায়ত্রী সূচক অব্যভিচারী—'ধীমহি' পদসম্বলিত গায়ত্রীর অর্থ ই পণ্ডিতগণ ইচ্ছা করেন। কারণ সকল মন্ত্রের আদিরূপা যে গায়ত্রী, তাহা সাক্ষাৎ ভাবে লেখা উচিত নহে, এজন্য তাহার অর্থ ই 'জন্মাদ্যস্য যতঃ'। এই বাক্যে অর্থাৎ যাহা হইতে এই বিশ্বের জন্ম, স্থিতি, ভঙ্গ হইতেছে এবং 'তেনে ব্রহ্ম হৃদা' এই বাক্যে অর্থাৎ যিনি ব্রহ্মার হৃদয়ে বেদ প্রকাশ করিয়াছেন, উক্ত এই দুই বাক্যে সর্ব্বলোকের আশ্রয়ত্ব ও বুদ্ধিবৃত্তির প্রেরকত্বের সাম্যহেতু ধর্মবিস্তর এই পদে ধর্মশব্দের অর্থ পরম-ধর্মপর।

এই শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম স্কন্ধে প্রথম অধ্যায়ে 'ধর্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবোঽত্র পরমঃ' এই দ্বিতীয় শ্লোকে প্রতিজ্ঞা থাকায় ধর্মশব্দে পরম-ধর্ম কীর্ত্তন করিয়াছেন, ঐ ধর্মভগবদ্ধ্যানাদি-স্বরূপ, ইহা অগ্রে ব্যক্ত হইবে ॥ ১৯ ॥ এইরূপ স্কন্দপুরাণের প্রভাসখণ্ডেও বলিয়াছেন—'যত্রাধিকৃত্য গায়ত্রীং' ইত্যাদি শ্লোকে। অর্থাৎ যাহাতে গায়ত্রীকে অধিকার করিয়া ইত্যাদি। অপর সারস্বত কল্পের অর্থাৎ যজুর্ব্বেদের একদেশের মধ্যে বর্ণিত হইয়াছে, যে সকল নর দেবতা স্বরূপ, এই লোকে তাঁহাদিগের চরিতোৎপন্নই ভাগবত বলিয়া স্মৃত হইয়াছে। তৎপরে 'লিখিত্বা তচ্চ' ইত্যাদি শ্লোকে অর্থাৎ ঐ ভাগবত লিখিয়া যে ব্যক্তি দান করে। তাহার পর বলিয়াছেন যাহা অষ্টাদশসহস্র শ্লোকান্বিত পুরাণ, তাহাই ভাগবত বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। এইরূপ অগ্নিপুরাণেও বচন সকল রহিয়াছে। এবং টীকাকর্ত্তা শ্রীধরস্বামী পুরাণান্তরের বচনদ্বারাও প্রমাণ করিয়াছেন। যথা—যে গ্রন্থ অষ্টাদশসহস্র শ্লোক ও দ্বাদশস্কন্ধ সম্বলিত এবং যাহাতে হয়গ্রীব ব্রহ্মবিদ্যা ও বৃত্রাসুরের বধ বর্ণিত আছে, পণ্ডিতগণ তাহাকেই ভাগবত বলিয়া জানেন। উক্ত পদ্যে হয়গ্রীব ব্রহ্মবিদ্যা, এই স্থলে বৃত্রাসুরের বধ সাহচর্য্য অর্থাৎ নৈকট্য প্রযুক্ত

নারায়ণ বর্ম্মকেই বলা হইয়াছে। আর হয়গ্রীব শব্দে অশ্বমুখ দধীচি মুনিই লাভ হইতেছে। কারণ ঐ দধীচি কর্ত্তৃকই নারায়ণ বর্ম্ম নামক ব্রহ্মবিদ্যা প্রবর্ত্তিত হয়। দধীচি মুনির অশ্বশিরস্ত্ব যথা—ষষ্ঠস্কন্ধে, ৯ম অধ্যায় ৫০ শ্লোকে। 'যদ্বা অশ্বশিরো নাম' এই শ্লোকে দধীচির অশ্বশিরঃ ও নারায়ণবর্ম্ম ব্রহ্মবিদ্যা প্রসিদ্ধ আছে। উক্ত শ্লোকের টীকায় শ্রীধরস্বামী লিখিয়াছেন—'দধ্যঙ্ মুনি' এই কথা শুনিয়া অসত্য ভয়ে অশ্বিনীকুমারদিগকে অশ্বমুণ্ড দ্বারা প্রবর্গ্য ও ব্রহ্মবিদ্যা উপদেশ করিয়াছিলেন, অতএব ঐ বিদ্যা অশ্বশির নামে প্রসিদ্ধ হয়। অতএব শ্রীভগবানের প্রিয় ও ভগবদ্ভক্ত বৈষ্ণবদিগের অভীষ্ট হওয়াতে শ্রীমদ্ভাগবত পরমসাত্বিক হইয়াছেন॥ যথা পদ্মপুরাণে অম্বরীষের প্রতি গৌতমের প্রশ্ন। হে রাজন! তুমি কি ভগবান্ হরির অগ্রে ভাগবত পুরাণ ও দৈত্যরাজ প্রহ্লাদের চরিত্র পাঠ করিতেছ? ঐ পদ্মপুরাণে অম্বরীষের প্রতি গৌতমের উপদেশ যথা॥ রাজন্! রাত্রিতে জাগরণ, বিষ্ণু সম্বন্ধীয় কথা শ্রবণ এবং গীতা, সহস্রনাম তথা শুক-ভাষিত পুরাণ হরিসন্তোষ নিমিত্ত যত্নপূর্ব্বক পাঠ করা কর্ত্তব্য॥ উক্ত পুরাণের অন্যস্থানে বলিয়াছেন, হে অম্বরীষ! যদি সংসার ক্ষয় করিতে ইচ্ছা করিয়া থাক, তাহা হইলে নিত্য শুক-ভাষিত ভাগবত শ্রবণ, অথবা স্বীয় মুখে পাঠ কর। স্কন্দপুরাণে প্রহ্লাদ-সংহিতায় দ্বারকামাহাত্ম্যে যথা—যে ব্যক্তি ভক্তিপূর্ব্বক হরিবাসর জাগরণে হরিসন্নিধানে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করেন, তিনি কুলসমূহের সহিত হরিধাম প্রাপ্ত হয়েন॥ ২০॥

গরুড় পুরাণেও এই শ্রীমদ্ভাগবতকে পূর্ণ এবং সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন যথা,—এই শ্রীমদ্ভাগবত নামক পুরাণ বেদান্ত-সূত্রের অর্থ, মহাভারতের অর্থের নিশ্চয়-কারক, গায়ত্রীর ভাষ্যস্বরূপ, সমস্ত বেদার্থে পরিবর্দ্ধিত, সমুদায় পুরাণের মধ্যে সামবেদ তুল্য, সাক্ষাৎ ভগবৎ কর্ত্তৃক কথিত, দ্বাদশ স্কন্ধ সমন্বিত, শতবিচ্ছেদ সংযুক্ত ও অষ্টাদশ সহস্র শ্লোক-বিশিষ্ট হইয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবত ব্রহ্মসূত্র সকলের অর্থ, এই বাক্যের তাৎপর্য্য শ্রীমদ্ভাগবত বেদান্ত-সূত্র সকলের অকৃত্রিম ভাষ্য-স্বরূপ। যাহা পূর্ব্বে সূক্ষ্মরূপে মনোমধ্যে আবির্ভূত হইয়াছিল, তাহাই পুনর্ব্বার

সঙ্কেপে সূত্ররূপে প্রকটিত হয়, পশ্চাৎ তাহাই আবার বিস্তীর্ণরূপে শ্রীমদ্ভাগবত নামে আবির্ভূত হইয়াছেন।

অতএব বেদান্ত সূত্রের ভাষ্যস্বরূপ স্বতঃসিদ্ধ সেই শ্রীমদ্ ভাগবত বিদ্যমান থাকিতে আধুনিক অন্যান্য ভাষ্য সকল স্বীয় স্বীয় কপোল কল্পিত প্রযুক্ত তাহাদিগকে উপেক্ষা করিয়া তদনুগত অর্থাৎ শ্রীমদ্ভাগবতের অনুগত মতকেই আদর করিবে, ইহাই বোধগম্য হইতেছে। শ্রীমদ্ভাগবতকে ভারতার্থ বিনির্ণয়, এই যাহা বলিয়াছেন, তাহার প্রমাণ এই যে, ভারত সকল শাস্ত্রের নির্ণয়রূপে পরিকীর্ত্তিত হইয়াছেন। তাহার কারণ এই যে, পূর্ব্বে ব্যাসদেবের আজ্ঞায় ব্রহ্মাদিদেব এবং ঋষি সকল একত্রে মিলিত হইয়া ভারত ও সমুদায় বেদকে তুলায় (মানযন্ত্রে) আরোহণ করাইয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে ঐ বেদাদি সকল হইতে মহাভারত অতিরিক্ত হইলেন, অতএব মহত্ত্ব ও ভারবত্ত্ব প্রযুক্ত ভারতের মহাভারত বলিয়া আখ্যা হইয়াছে। এইরূপ গৌরব বিশিষ্ট ভারতের অর্থ নির্ণয় যাহাতে আছে, এমন শ্রীমদ্ভাগবতের ভগবানেই তাৎপর্য্য। এই বিষয়ে মোক্ষধর্ম্মের নারায়ণীয়ে ব্যাসদেবের প্রতি জনমেজয়ের উক্তি। যথা—জনমেজয় কহিলেন, হে ব্রাহ্মণ! যেমন দধি হইতে নবনীত, মলয় হইতে চন্দন, বেদসকল হইতে আরণ্যক উপনিষৎ এবং ঔষধি সকল হইতে অমৃত উদ্ধৃত হয়, তাহার ন্যায় হে তপোনিধে! আপনি শতসহস্র শ্লোকে বিস্তৃত ভারতাখ্যান হইতে জ্ঞানসমুদ্রমন্থন করিয়া অত্যুত্তম নারায়ণ কথাশ্রিত এই শ্রীমদ্ভাগবত উদ্ধৃত করিয়াছেন ॥ ২১ ॥ উক্ত বিষয়ের প্রমাণ যথা—তৃতীয় স্কন্ধে ৫ম অধ্যায়ে ১২শ শ্লোকে। বিদুর মৈত্রেয় মুনিকে কহিলেন, হে মহাত্মন! আপনার সখা মহর্ষি বেদব্যাসও ভগবানের গুণ-বর্ণন মানসেই মহাভারত রচনা করেন তাহাতে অর্থ-কামাদিরও বর্ণন আছে সত্য, কিন্তু তাহার তাৎপর্য্য এই যে, গ্রাম্য সুখানুবাদ দ্বারা বিষয়লুব্ধ মনুষ্যদিগের মতি ভগবানের কথায় নীত হইয়াছে ॥

হেমাদ্রির ব্রতখণ্ডে যথা—শৌনকাদি ঋষিগণকে সূত কহিলেন ব্রহ্মন্! স্ত্রী, শূদ্র ও নিন্দিত ব্রাহ্মণাদির বেদে অধিকার নাই অতএব শ্রেয়ঃ সাধন কর্ম্মমার্গে

মূঢ় ঐ সকল লোকের কিরূপে নিস্তার হইবে, ইহা বিবেচনা করিয়া ঐ ঋষি বেদব্যাস কৃপাপূর্ব্বক তাহাদের নিমিত্ত মহাভারত আখ্যান রচনা করিলেন। শ্রীমদ্ভাগবতের ১ম স্কন্ধের ৪র্থ অধ্যায়ে ২৫ শ্লোকে। এই বাক্য উত্থাপন করিয়া ভারতের বেদার্থ তুল্যত্বরূপে নির্ণয় করিয়াছেন। অতএব তন্মতানুসারে এইরূপ ব্যাখ্যা করিলাম।

ভারতার্থের বিনির্ণয় অর্থাৎ যাহাতে বেদের তুল্যত্ব বিধান দ্বারা বিশিষ্টরূপে নির্ণয় হইয়াছে। অতএব যখন এই প্রকার হইল তখন 'জন্মাদ্যস্য' শ্লোকের টীকায় শ্রীধর স্বামি কৃত 'যত্রাধিকৃত্য গায়ত্রীং' এই লক্ষণে শ্রীমদ্ভাগবত নামক গ্রন্থ ভগবৎ পরায়ণা গায়ত্রীর ভাষ্যস্বরূপ নিশ্চয় হইল। শ্রীধরস্বামির উক্তি যথা, —'যত্রাধিকৃত্য গায়ত্রীং' ইত্যাদি শ্লোকে অর্থাৎ যাহাতে গায়ত্রীকে অধিকার করিয়া বিস্তররূপে ধর্ম্ম বর্ণিত হইয়াছে এবং যাহা বৃত্রাসুরের বধ বিশিষ্ট, পণ্ডিত-গণ তাহাকেই ভাগবত বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। তদ্রূপ অগ্নিপুরাণে গায়ত্রীর ব্যাখ্যায় বিস্তররূপে ভগবানকেই প্রতিপন্ন করিয়াছেন। তাহাতে ভগবৎ সম্বন্ধীয় ব্যাখ্যার দিগ্‌দর্শন যথা। ভগবানের জ্যোতি পরমব্রহ্ম স্বরূপ, যেহেতু ভর্গ তেজ বলিয়া স্মৃত হইয়াছে। ইত্যাদিকে আরম্ভ করিয়া পুনরায় বলিয়াছেন। সেই জ্যোতিই ভগবান্ বিষ্ণু, তিনিই জগতের জন্মাদির প্রতিকারণ, কোন কোন ব্যক্তি সেই জ্যোতিকে শিব বলিয়া পাঠ করেন, কোন কোন ব্যক্তি তাহাকে শক্তি বলেন, কেহ কেহ সূর্য্য, কেহ কেহ অগ্নি, কেহ কেহ অগ্নিতে হবনীয় দেবগণ বলিয়া বর্ণন করেন। অপর অগ্ন্যাদিরূপী বিষ্ণু বেদাদিতে ব্রহ্ম বলিয়া গীত হইয়াছেন।

এস্থলে 'জন্মাদ্যস্য' এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় তদ্রূপ অর্থ প্রদর্শন করাইব। তথা দ্বাদশস্কন্ধের ১৩শ অধ্যায়ে ১৫শ শ্লোকে। পূর্ব্বকালে যিনি এই অতুল্য জ্ঞানপ্রদীপ ব্রহ্মার নিকট প্রকাশ করিয়াছেন ইত্যাদি উপসংহার বাক্যে, সেই শুদ্ধ নির্ম্মল শোক রহিত অমৃত পরম-সত্যকে আমরা ধ্যান করি। ইত্যাদির সমানই অগ্নি-পুরাণে গায়ত্রীর ব্যাখ্যা যথা,—যিনি নিত্য, শুদ্ধ, পরমব্রহ্ম, যিনি নিত্য তেজময়

অধীশ্বর, যিনি অহং জ্যোতিঃ পরম-ব্রহ্মস্বরূপ. বিমুক্তির নিমিত্ত আমরা তাঁহাকে ধ্যান করি। এস্থলে অহং ব্রহ্ম এই পদের অর্থ, দেবতা না হইয়া দেবার্চ্চনা করিবে না, এই ন্যায় প্রযুক্ত আপনার পূজা যোগ্যত্বের নিমিত্ত তাদৃক ভাবনা প্রদর্শিত হইয়াছে। ধ্যায়েম অর্থাৎ আমি, আমরা সকলেই ধ্যান করি। অতএব এই মতে মন্ত্রেতেও উক্ত ভর্গ শব্দ অকারান্তই নির্দেশ হইয়াছে। 'সুপাং সুলুপ্ ইত্যাদি ছান্দস সূত্রদ্বারা দ্বিতীয়ার এক বচন অমের স্বভাব জানিতে হইবে।

যদিচ দ্বাদশ স্কন্ধে ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে ৬০ শ্লোকে 'ওঁ নমস্তে' ইত্যাদি পদ্য সকলে গায়ত্রীর অর্থদ্বারা সূর্য্যদেবকে স্তব করিয়াছেন, তাহা কেবল পরমাত্ম-দৃষ্টি দ্বারাই কৃত হইয়াছেন স্বতন্ত্ররূপে নহে, অতএব ইহাতে দোষ হইল না। উল্লিখিত দ্বাদশ-স্কন্ধের ১১শ অধ্যায় ২৬ শ্লোকে শৌনকের বাক্য যথা—হে সূত! আমরা শ্রদ্ধধান হইয়াছি, আমাদিগের নিকট সূর্যরূপি হরির ব্যূহ বর্ণন কর। উক্ত ভর্গ শব্দের সূর্য্যমণ্ডল মাত্রে অধিষ্ঠান নহে, যেহেতু গায়ত্রী-মন্ত্রে বরেণ্য শব্দদ্বারা এবং এই গ্রন্থে পর শব্দদ্বারা পরম ঐশ্বর্য্য পর্য্যন্তও প্রদর্শিত হইয়াছেন। অগ্নিপুরাণেও এইরূপ বলিয়াছেন যথা,—ধ্যানদ্বারা এই পুরুষকে সূর্য্যমণ্ডলে দর্শন করিতে হয়, সত্য, সদাশিব, ব্রহ্ম এবং সেই বিষ্ণুর পরম পদ ইত্যাদি।

ইহার অর্থ এই যে ত্রিভুবনস্থ জন-সকলের উপাসনার নিমিত্ত প্রলয়কালে অবিনাশি সূর্য্যমণ্ডলে অন্তর্য্যামিরূপে প্রাদুর্ভূত এই পুরুষকে ধ্যানদ্বারা দর্শন ও উপাসনা করিতে হয়। যাহা সেই বিষ্ণুর মহাবৈকুণ্ঠরূপ পরমপদ তাহাই সত্য, অর্থাৎ কালত্রয়ে অব্যভিচারী, সদাশিব অর্থাৎ উপদ্রব শূন্য, যে হেতু ব্রহ্মস্বরূপ। অতএব এই গায়ত্রীকে উল্লেখ করিয়া পুরাণ লক্ষণ প্রকরণে যাহাতে গায়ত্রীকে অধিকার করিয়া ইত্যাদিও অগ্নিপুরাণে উক্ত হইয়াছে। সেই হেতু অগ্নিপুরাণ গায়ত্রীকে ভগবৎপরা মানিয়া এবং সেই গায়ত্রীতে জগজ্জন্মাদির কারণ ভগবান্‌কে মনন করিয়া, যাহাতে গায়ত্রীকে অধিকার করত এই লক্ষণ-পূর্ব্বক। নিত্যস্বরূপ শ্রীমদ্ভাগবত সর্ব্বতোভাবে পৃথিবীতে জয়যুক্ত হইতেছেন অর্থাৎ পৃথিবীতে সর্ব্বোপরি শ্রেষ্ঠ হইয়াছেন। অতএব এই শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্রের গায়ত্রীকে অধিকার

করিয়া প্রবৃত্তি দর্শিত হইল। অপর সারস্বত কল্পকে অধিকার করিয়া এই যাহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, তাহা গায়ত্রী দ্বারা শ্রীভগবৎ প্রতিপাদক বাক্-বিশেষ রূপ সরস্বতীর প্রযুক্ত উপযুক্তই বটে। অগ্নিপুরাণে উক্ত হইয়াছে যথা,—

সাম-বেদাদি শাস্ত্র-সকলকে গান করেন, এই অর্থে ইঁহার নাম গায়ত্রী, আর 'ভর্গ' শব্দে প্রাণ অর্থাৎ সূর্য্য, সেই সূর্য্যের প্রকাশকারিণী এই অর্থে সাবিত্রী। আর বাক্স্বরূপা প্রযুক্ত ইঁহাকে সরস্বতী বলিয়া স্মরণ করিয়াছেন।

বৈদিক প্রমাণ—

'ন তে বিষ্ণো জায়মানো ন জাতো দেব মহিম্নঃ পরমন্তমাপ।'

'উরুং যজ্ঞায় চক্রথুরু লোকং জনয়ন্তা সূর্য্যমুষাসমগ্নিম্।'

হে দেব! হে বিষ্ণো! জায়মান অথবা জাত এরূপ কেহই নাই যে, আপনার সর্ব্বাতীত মহিমার অন্ত পাইতে পারে। হে বিষ্ণো! আপনার যজ্ঞের জন্য আপনি এই বিস্তীর্ণ পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন, আপনি সূর্য্যকে, উষাকে ও অগ্নিকে জন্ম দিয়াছেন।

'বিষ্ণুঃ সর্ব্বা দেবতাঃ'—ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ১।১।৪; —ঋক্ ৭।৯৯।২,৪ দ্রষ্টব্য।

'ওঁ অগ্নির্বৈ দেবানামবমো বিষ্ণুঃ পরমস্তদন্তরেণ সর্বা অন্যা দেবতাঃ।'—'অগ্নিই দেবতাগণের মধ্যে অবম অর্থাৎ প্রথম; বিষ্ণু পরম অর্থাৎ উত্তম এবং তাঁহাদের মধ্যবর্ত্তিরূপে অন্যান্য সমস্ত দেবতা।'—ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ১।১।১ সায়ণ-ভাষ্য, আনন্দাশ্রম সংস্করণ, ১৮৯৬ খ্রীঃ।

গায়ত্রীতে প্রণবের অর্থবিকাশ—

প্রণব। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুজীউ শ্রীপাদ প্রকাশানন্দ সরস্বতীকে বলিয়াছেন,—শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ২৫।৯২—১০৩। ও ১৩৭—১৪৪ পয়ার দ্রষ্টব্য।

'প্রণবের যেই অর্থ গায়ত্রীতে সেই হয়।
সেই অর্থ চতুঃশ্লোকীতে বিবরিয়া কয়॥'

ব্রহ্মারে ঈশ্বর চতুঃশ্লোকী যে কহিলা। ব্রহ্মা নারদে সেই উপদেশ কৈলা॥ নারদ সেই অর্থ ব্যাসেরে কহিলা। শুনি বেদব্যাস মনে বিচার করিলা॥ এই অর্থ—

আমার সূত্রের ব্যাখ্যানুরূপ। 'ভাগবত' করিব সূত্রের ভাষ্যস্বরূপ॥ চারিবেদ উপনিষদে যত কিছু হয়। তার অর্থ লঞা ব্যাস করিলা সঞ্চয়॥ যেই সূত্রে যেই ঋক্—বিষয় বচন। ভাগবতে সেই ঋক্ শ্লোকে নিবন্ধন॥ অতএব ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য—শ্রীভাগবত। ভাগবত শ্লোক, উপনিষৎ কহে একমত॥ আত্মাবাস্যমিদং বিশ্বং যৎ কিঞ্চিজ্জগত্যাং জগৎ। তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মাগৃধঃ কস্যচিদ্ধনম্॥ ভাগবতের সম্বন্ধ, অভিধেয়, প্রয়োজন। চতুঃশ্লোকীতে প্রকট তার কৈরাছে লক্ষণ॥ আমি 'সম্বন্ধ'-তত্ত্ব আমার জ্ঞান-বিজ্ঞান। আমা পাইতে সাধন-ভক্তি 'অভিধেয়' নাম॥ সাধনের ফল—'প্রেম' মূল প্রয়োজন। সেই প্রেমে পায় জীব আমার 'সেবন'॥ 'জ্ঞানং মে পরমং গুহ্যং যদ্বিজ্ঞান-সমন্বিতম্। স-রহস্যং তদঙ্গঞ্চ গৃহাণ গদিতং ময়া॥' (—শ্রীভাঃ ২য় স্ক, ৯ম অঃ, ৩০ শ্লোক)।*

'অর্থোঽয়ং ব্রহ্ম-সূত্রাণাং ভারতার্থ-বিনির্ণয়ঃ। গায়ত্রীভাষ্যরূপোঽসৌ বেদার্থ-পরিবৃংহিতঃ। গ্রন্থোঽষ্টাদশসাহস্রঃ শ্রীমদ্ভাগবতাভিধঃ॥' —(গরুড়-পুরাণ।) 'সর্ব্ব-বেদেতিহাসানাং সারং সারং সমুদ্ধৃতম।'—ভাঃ ১ম, ৩য় অঃ ৪২ শ্লোক। 'সর্ব্ব-বেদান্ত সারং হি শ্রীমদ্ভাগবতমিষ্যতে। তদ্রসামৃত তৃপ্তস্য নান্যত্র স্যাদ্রতিঃ ক্বচিৎ॥'—ভাঃ ১২ স্ক, ১৩ অঃ ১৫। গায়ত্রীভাষ্যরূপ—'গায়ত্রীর অর্থে এই গ্রন্থ আরম্ভন। 'সত্যং পরং'—সম্বন্ধ, 'ধীমহি'—সাধনে প্রয়োজন॥'— (শ্রী ভাঃ ১।১।১—৩ ও চতুঃশ্লোকী দ্রষ্টব্য)।

গায়ত্রী সম্বন্ধ, অভিধেয়, প্রয়োজন-তত্ত্ব-বাচক

সম্বন্ধ – (১) প্রণবে যাহা কেবল 'ইদম্ বা এতৎ' এবং 'ভূতম ভবৎ—ভবিষ্যৎ' ইত্যাদি বাক্যে যাহা ইঙ্গিতে মাত্র উল্লিখিত হইয়াছে, গায়ত্রীর ব্যাহৃতিতে

* প্রভু কহে,—আমি 'জীব', অতিতুচ্ছ জ্ঞান। ব্যাস সূত্রের গম্ভীর অর্থ, ব্যাস—ভগবান্॥ তাঁর সূত্রের অর্থ কোন জীব নাহি জানে। অতএব—আপনে সূত্রার্থ কৈরাছে ব্যাখ্যানে॥ যেই সূত্রকর্ত্তা, সে যদি করয়ে ব্যাখ্যান—তবে সূত্রের মূল অর্থ লোকের হয় জ্ঞান॥ শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ২৫।৮৯—৯১ পঃ দ্রঃ।

তাহাকে স্পষ্ট করিয়া বলা হইয়াছে—ভূর্ভুবাদি সপ্তলোকই প্রণবার্থের ইদম্—শব্দের বাচ্য। (২) প্রণবের অর্থে যাহা কেবল 'যচ্চ অন্যৎ ত্রিকালাতীতম্'—বাক্যে ইঙ্গিতে মাত্র উল্লিখিত হইয়াছে, গায়ত্রীর শিরে তাহাই একটু স্পষ্টীকৃত হইয়াছে—আপঃ, জ্যোতিঃ, রসঃ, অমৃতম্, ব্রহ্ম—এই পদসমূহে। প্রণব বা ব্রহ্ম সর্ব্বব্যাপক, স্বপ্রকাশ, চিদেকরূপ, পরম-আস্বাদ্য, পরম আস্বাদক, শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-স্বভাব—অজর,অপহত পাপ্মা ইত্যাদি,স্বরূপে,শক্তিতে,শক্তির কার্য্যে—সর্ব্ববিষয়ে সর্ব্ববৃহত্তম-তত্ত্ব। (৩) প্রণব বা ব্রহ্ম সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্ববিৎ সর্ব্বেশ্বর এবং অন্তর্য্যামী বলিয়া তথা জগতের যোনি ও সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া আমাদের—জাগতিস্থ জীবের—বুদ্ধির প্রেরক, কর্ম্মবিষয়া ও ধর্ম্মবিষয়া বুদ্ধির প্রবর্ত্তক, অর্থাৎ আমাদের পুরুষার্থবিষয়ক প্রয়াসে আমাদের বুদ্ধির বা ইচ্ছার প্রবর্ত্তক।

অভিধেয়-(১) প্রণবের অর্থে উপাসনার বা ধ্যানের কথা বলা হইয়াছে। কিন্তু প্রণবের কোন্ বৈশিষ্ট্যের উপাসনা বা ধ্যান করিতে হইবে, তাহা বলা হয় নাই। গায়ত্রীতে তাহা বলা হইয়াছে—তাঁহার ভর্গের বা তেজের (স্বরূপ-শক্তির) ধ্যান করিতে হইবে। যেহেতু, এই তেজ সকলের উপাস্য, সকলের জ্ঞেয়, সম্যক্‌রূপে সকলের ভজনীয়, তাহাও বলা হইয়াছে; কেন ভজনীয়—এই তেজ স্বয়ং জ্যোতি এবং ব্রহ্মাত্মক বলিয়া ইহাদ্বারা মায়া এবং মায়ার কার্য্য ভর্জ্জিত বা নিবীর্য্য হয়—সম্যক্‌রূপে দূরীভূত হয়। (২) সর্ব্ব-শক্তি, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বকারণ-কারণ, রসস্বরূপ প্রণব বা ব্রহ্মের তেজের কথা বলাতে ইহাও সূচিত হইতেছে যে, গায়ত্রীর ব্যাহৃতি স্থানীয় ভূর্ভুবাদি সপ্তলোক প্রণবের অভিব্যক্তি হইলেও—সুতরাং অপরব্রহ্ম হইলেও—অবিদ্যা ও অবিদ্যার প্রভাব হইতে মোক্ষাকাঙ্ক্ষী পুরুষের পক্ষে ধ্যেয় নয়; তাঁহার পক্ষে প্রণবের তেজই ধ্যেয়। কঠোপনিষদের—'যো যদ্ ইচ্ছতি তস্য তৎ' এই বাক্যে অপর ব্রহ্ম অর্থাৎ ভূর্ভুবাদি-লোকের অনিত্য সুখপ্রাপ্তি এবং অবিদ্যা বা মায়া হইতে উদ্ধার লাভ করিয়া পর-ব্রহ্মের-সেবাসুখ-প্রাপ্তি এই উভয়বিধ সাধকের ইচ্ছানুরূপ প্রাপ্তির কথাই বিজ্ঞাপিত হইয়াছে।

প্রয়োজন—(১) গায়ত্রীর অর্থ হইতে জানা যায় যে, অবিদ্যা এবং অবিদ্যার প্রভাবের সম্যক্ অপসারণই ব্রহ্মের তেজের ধ্যানের মুখ্য ফল। ব্রহ্মের সহিত সম্বন্ধের কথা ভুলিয়াই জীব এই জগতে পুনঃ পুনঃ গতাগতি করিতেছে। নিরন্তর এই ব্রহ্মের ধ্যান করিতে করিতে 'ব্রহ্মলোকে মহীয়ান্' হইতে পারিলে এই পর-ব্রহ্মের কৃপায় পুনঃ পুনঃ গতাগতিরূপ দুঃখ হইতে চিরনিষ্কৃতি মিলিবে। (২) ব্রহ্মের সঙ্গে জীবের সম্বন্ধটী যখন নিত্য এবং অবিচ্ছেদ্য; কিন্তু অবিদ্যার আবরণে আবৃত থাকায় সেই সম্বন্ধ-জ্ঞানটী হারাইয়া গিয়াছে; তাই এই সংসার দুঃখ হইতে নিষ্কৃতি ও পরব্রহ্মের সেবানন্দ-লাভই এই উপাসনার ফল বা 'প্রয়োজনতত্ত্ব'।

এইরূপে দেখা গেল, প্রণবে যাহা বলা হইয়াছে, গায়ত্রীতে তাহাই স্ফুটতর-ভাবে ব্যক্ত করা হইয়াছে। প্রণবকে বীজ মনে করিলে গায়ত্রীকে তাহার অঙ্কুর মনে করা যায়; বস্তুতঃ বেদ উপনিষদাদি সমস্ত শাস্ত্রই প্রণবের এবং গায়ত্রীর অর্থ প্রকাশক। বীজরূপ প্রণবই গায়ত্রীতে অঙ্কুরিত হইয়া বেদ-উপনিষদ ইতি-হাস পুরাণাদিরূপ বিরাট আকার ধারণ করিয়াছে। বেদকে বুঝাইবার জন্যই বেদাঙ্গ; তাহা—শিক্ষা, কল্প, নিরুক্ত, ব্যাকরণ, ছন্দ ও জ্যোতিষ এই ছয় ভাগে বিভক্ত আছেন। ইঁহাদিগকে কেন্দ্র করিয়াই যুগে যুগে তদুপযোগী-ভাবে বিভিন্ন মুণি-ঋষিগণের দ্বারা অনন্ত শাস্ত্র রচিত হইয়াছেন, হইতেছেন ও হইবেন। মূল-কথা—পরব্রহ্মের সহিত নিরবদ্য ও নির্ম্মল সম্বন্ধ, অভিধেয়—সেবা সুখ ও প্রেমই একমাত্র প্রয়োজন।

প্রণবের অর্থ সম্বন্ধে কয়েকটি শ্রুতিবাক্য প্রমাণ—প্রশ্নোপনিষৎ ৫।২—'এতদ্বৈ সত্যকাম পরঞ্চাপরঞ্চ ব্রহ্ম যদোঙ্কারঃ।'—হে সত্যকাম! যাহা ওঙ্কার (প্রণব) বলিয়া প্রসিদ্ধ তাহাই পরব্রহ্ম এবং অপরব্রহ্ম।

মাণ্ডুক্য-উপনিষৎ—(১) বলেন, 'ওঁমিত্যেতদক্ষরমিদং সর্ব্বং তস্যোপব্যা-খ্যানম্। ভূতং ভবদ্ ভবিষ্যদিতি সর্ব্বমোঙ্কার এব। যচ্চ অন্যৎ ত্রিকালাতীতং তদপি ওঙ্কার এব॥'—এই পরিদৃশ্যমান্ জগৎ 'ওম্'—এই অক্ষরাত্মক।

তাহার সুস্পষ্ট বিবরণ এই যে,—ভূত, ভবিষ্যৎ এবং বর্ত্তমান, এই সমস্ত বস্তুই ওঙ্কারাত্মক্ এবং কালত্রয়াতীত আরও যাহা কিছু আছে, তাহাও এই ওঙ্কারই।' (২) সর্ব্বং হি এতদ্ ব্রহ্ম, অয়ম্ আত্মা ব্রহ্ম।—এই পরিদৃশ্যমান সমস্তই ব্রহ্ম; এই আত্মাও ব্রহ্ম। (৬) 'এষ সর্ব্বেশ্বর এষ সর্ব্বজ্ঞ এষ অন্তর্য্যামী এষ যোনিঃ সর্ব্বস্য প্রভবাপ্যয়ৌ হি ভূতানাম্।'--ইনি(এই ওঙ্কার) সর্ব্বেশ্বর,ইনি সর্ব্বজ্ঞ,ইনি অন্তর্য্যামী, ইনি যোনি (সমস্তের কারণ); ইনি সমস্ত ভূতের উৎপত্তি ও একমাত্র বিলয় স্থান।

তৈত্তিরীয় উপনিষৎ বলেন,—'ওম্ ইতি ব্রহ্ম! ওম্ ইতি ইদং সর্ব্বম্।' (১।৮)—ওঙ্কারই ব্রহ্ম। ওঙ্কারই এই পরিদৃশ্যমান জগৎ॥ **ছান্দোগ্য উপনিষৎ** বলিতেছেন,—'ওম্ ইত্যেতদ্ অক্ষরম্ উদ্গীথম্ উপাসিত।' (১।১।১)—ওম্ এই অক্ষররূপী অক্ষয়ের উপাসনা করিবে।

কঠোপনিষৎ বলেন,—'সর্ব্বে বেদা যৎপদম্ আনমন্তি, তপাংসি সর্ব্বাণি চ যদ্ বদন্তি। যদ্ ইচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যং চরন্তি তত্তে পদং সংগ্রহেণ ব্রবীমি ওম্ ইত্যেতৎ।' (২।১৫)—সমস্ত বেদ যাঁহার পদে সম্যক্‌রূপে নমস্কার করে (প্রাপ্তব্য-রূপে যাঁহাকে প্রতিপন্ন করে), সমস্ত তপস্যাই যাঁহার কথা বলিয়া থাকে (যাঁহাকে পাওয়ার জন্য সমস্ত প্রকার তপস্যা অনুষ্ঠিত হয়), যাঁহাকে পাওয়ার ইচ্ছায় ব্রহ্মচর্য্য প্রতিপালিত হয়, তাঁহার কথা তোমাকে (নচিকেতাকে) আমি (যম) সংক্ষেপে বলিতেছি। **তিনিই এই ওঙ্কার।**

'এতদ্ হি এব অক্ষরং ব্রহ্ম এতদ্ হি অক্ষরং পরম্। এতদ্ হি এব অক্ষরং জ্ঞাত্বা যো যদ্ ইচ্ছতি তস্য তৎ।' (২।১৬)—এই অক্ষরই (ওম্) এই অক্ষরই (অপর) ব্রহ্ম, এই অক্ষরই পর (ব্রহ্ম)। এই ওঙ্কাররূপ অক্ষরকে জানিলেই যিনি যাহা ইচ্ছা করেন, তাহা পাইতে পারেন। 'এতদ্ আলম্বনং শ্রেষ্ঠম্ এতদ্ আলম্বনং পরম্। এতদ্ আলম্বনং জ্ঞাত্বা ব্রহ্মলোকে মহীয়তে।' (২।১৭)—ব্রহ্ম প্রাপ্তির যত রকম আলম্বন আছে, এই ওঙ্কারাক্ষরই তন্মধ্যে শ্রেষ্ঠ। ইহাই পরম আলম্বন। এই ওঙ্কাররূপ আলম্বনকে জানিতে পারিলে ব্রহ্ম-লোকে (ব্রহ্মধামে) মহীয়ান্ হইতে পারা যায়।

শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ বলেন—'স্বদেহমরণিং কৃত্বা প্রণবঞ্চোত্তরারণিম্। ধ্যাননির্ম্মথনাভ্যাসাৎ দেবং পশ্যেন্নিগূঢ়বৎ।' (১।১৪)—নিজের দেহকে একটি অরণি এবং প্রণবকে অপর এক অরণি করিয়া ধ্যানরূপ নির্ম্মথন (ঘর্ষণ) অভ্যাস করিলে নিজ দেহ মধ্যে প্রচ্ছন্ন ভাবে অবস্থিত আত্মাকে দর্শন করা যায়। (পুরাকালে ঋষিগণ দুই খণ্ড কাষ্ঠ লইয়া ঘর্ষণ করিয়া অগ্নি উৎপাদন করিতেন। এই কাষ্ঠ খণ্ডদ্বয়কে অরণি বলা হইত)।

কৈবল্যোপনিষৎ ঐ কথাই বলেন—'স্বদেহমরণিং কৃত্বা প্রণবঞ্চোত্তরারণিম্। ধ্যান নির্মথনাভ্যাসাৎ পাশং দহতি পণ্ডিতঃ।' (১১)—পণ্ডিতব্যক্তি স্বীয় দেহকে এক অরণি এবং প্রণবকে অপর এক অরণি করিয়া ধ্যান রূপ নির্ম্মথন দ্বারা (সংসার পাশ) দগ্ধ করেন।

মাণ্ডুক্যোপনিষদের গৌড়পাদীয় কারিকাও বলেন—'যুঞ্জীত প্রণবে চেতঃ প্রণবো ব্রহ্ম নির্ভয়ম্। প্রণবে নিত্যযুক্তস্য ন ভয়ং বিদ্যতে ক্বচিৎ।' (২৫)—প্রণবে চিত্ত সমাহিত করিবে; কারণ, প্রণবই অভয় ব্রহ্ম-স্বরূপ। যিনি সর্ব্বদা প্রণবে সমাহিত চিত্ত, তাঁহার কোথাও ভয় থাকে না। 'সর্ব্ব প্রণবো হ্যাদির্ম্মধ্য-মন্তস্তথৈবচ। এবং হি প্রণবং জ্ঞাত্বা ব্যশ্নুতে তদনন্তরম্।' (২৭)—প্রণবই সকলের আদি, মধ্য ও অন্ত; এতাদৃশ প্রণবকে জানিলেই সেই ব্রহ্মকে পাওয়া যায়। 'প্রণবং হীশ্বরং বিদ্যাৎ সর্ব্বস্য হৃদি সংস্থিতম্। সর্ব্বব্যাপিনমোঙ্কারং মত্বাধীরো ন শোচতি।' (২৮)—প্রণবকেই ঈশ্বর বলিয়া জানিবে। ধীর ব্যক্তি সর্ব্বব্যাপি এই ওঙ্কারকে জানিয়া শোকাতীত হন।

পাতঞ্জল দর্শন বলেন—'ঈশ্বর প্রণিধানাদ্ বা'—ঈশ্বর প্রণিধান দ্বারাও (চিত্তবৃত্তি নিরোধ হইতে পারে। সেই প্রণিধান কিরূপ, তাহা বলিতেছেন)। 'তজ্জপঃ তদর্থভাবনম্।' (২৮)—তাঁহার (ঈশ্বরের) জপ, তাঁহার অর্থ চিন্তা। (কি জপ করা হইবে?)।' **'তস্য বাচকঃ প্রণবঃ।'** (সমাধিপাদ ২৭, ২৮)—**প্রবণই ঈশ্বরের বাচক** (নাম)। [ঈশ্বর হইলেন—বাচ্য আর প্রণব হইলেন—বাচক।] বাচ্য-বাচক অর্থ নাম-নামী অভিন্ন—'নাম চিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্যরস-

বিগ্রহঃ। পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যমুক্তোঽভিন্নত্বান্নামনামিনোঃ॥'—(পদ্মপুঃ ও বিষ্ণু-ধর্ম্মোত্তর)। 'অতএব কৃষ্ণের নাম, দেহ বিলাস। প্রাকৃতেন্দ্রিয় গ্রাহ্য নহে, হয় স্বপ্রকাশ॥ কৃষ্ণ নাম, কৃষ্ণ গুণ, কৃষ্ণ লীলাবৃন্দ। কৃষ্ণের স্বরূপ সম, সব চিদানন্দ॥' চৈঃ চঃ মঃ ১৭।১৩৪,৬৫।

গায়ত্রী পরিচয়—মূল গায়ত্রী মন্ত্রটী হইতেছে এই—"তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ।" ইহা মুল গায়ত্রী হইলেও ইহার আরও দুইটি অঙ্গ আছে—১ ব্যাহৃতি ২ শিরঃ। ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ, মহ', জনঃ, তপঃ, সত্যম্ এই সাতটি হইল ব্যাহৃতি। তন্মধ্যে ভূঃ, ভুবঃ, এবং স্বঃ এই তিনটি হইল মহাব্যাহৃতি। আর আপঃ, জ্যোতিঃ, রসঃ, অমৃতম্, ব্রহ্ম, ভূঃ; ভুবঃ, স্বঃ, ওম্ ইহারা গায়ত্রীর শিরঃ। এ সম্বন্ধে শ্রীশঙ্কর পাদ বলেন,—প্রণবযুক্ত, ব্যাহৃতি যুক্ত এবং শিরো যুক্ত গায়ত্রীই সমস্ত বেদের সার। 'গায়ত্রীং প্রণবাদি সপ্তব্যাহৃত্যুপেতাং শিরঃ সমেতাং সর্ব্ববেদ সারমিতি বদন্তি।'

প্রণব, ব্যাহৃতি এবং শিরঃ—এই তিন বস্তু সমন্বিত সর্ব্ববেদ সার গায়ত্রীর রূপ হইবে এই—'ওঁ ভূঃ, ওঁ ভুবঃ, ওঁ স্বঃ, ওঁ মহঃ, ওঁ জনঃ, ওঁ তপঃ, ওঁ সত্যম্ ওঁ তৎ সবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ, ওঁ আপো-জ্যোতীরসোঽমৃতং ব্রহ্ম ভূর্ভুবঃ স্বরোম্।' ইহাই গায়ত্রীর পূর্ণ রূপ হইলেও সাধারণতঃ পূর্ণ রূপের জপ করা হয় না। মনু বলেন—'এতদক্ষরমেতাঞ্চ জপন্ ব্যাহৃতি পূর্ব্বিকাম্। সন্ধ্যয়োর্ব্বেদবিদ্বিপ্রো বেদপুণ্যেন যুজ্যতে।'—প্রণবযুক্তা ব্যাহৃতি পূর্ব্বিকা গায়ত্রী মন্ত্র দুই সন্ধ্যায় জপ করিলে বেদবিদ্ বিপ্র বেদ পাঠের পুণ্য লাভ করেন।' শ্রীপাদ শঙ্করও বলেন—'সপ্রণব ব্যাহৃতি ত্রয়োপেতা প্রণবান্তা গায়ত্রী জপাদিভিঃ উপাস্যা'- ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ, এই তিনটি ব্যাহৃতি যুক্তা গায়ত্রীর পূর্ব্বে ও পরে প্রণব যোগ করিয়া উপাসনা (জপাদি দ্বারা) করিবে। তাহা হইলে সাধারণতঃ জপের জন্য গায়ত্রীর রূপ হইল এই—'ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ ওঁ।'

গায়ত্রী শব্দের অর্থ শ্রীব্যাসদেব এই রূপ বলেন—'গায়ন্তং ত্রায়সে যস্মাৎ

গায়ত্রী ত্বং ততঃ স্মৃতা।'—যিনি তোমার গান (কীর্ত্তন) করেন, তাঁহাকে ত্রাণ কর বলিয়া তোমার নাম গায়ত্রী।

বৃহদারণ্যকশ্রুতি বলেন—'সা ইয়ং গয়াংস্তত্রে প্রাণা বৈ গয়াস্তং প্রাণাস্তত্রে তদ্ যদ্ গায়াংস্তত্রে তস্মাৎ গায়ত্রী নাম। ৫।১৪।৪ (গয়া এব গায়াঃ, গয়াস্বার্থেষ্ণ, গায়ান্ প্রাণান্ ত্রায়তেইতি গায়ত্রী।'—প্রাণসমূহকে ত্রাণ করে বলিয়া গায়ত্রী নাম হইয়াছে। গায় শব্দের অর্থ—'প্রাণ'। ঋক্, যজু ও সাম—এই তিন বেদেই গায়ত্রী পাওয়া যায়। ঋগ্বেদে—৩।৪।১০; যজুর্ব্বেদে—৩।৩৫; সাম বেদে—৬।৩।১০।১। মূল গায়ত্রী মন্ত্রের অর্থ শ্রীপাদ সায়নাচার্য্য এইরূপ করিয়াছেন। 'যঃ' সবিতা দেবঃ 'নঃ' অস্মাকম্ 'ধিয়ঃ' কর্ম্মানি ধর্ম্মাদিবিষয়া বা বুদ্ধীঃ 'প্রচোদয়াৎ' প্রেরয়েৎ, 'তৎ' তস্য 'দেবস্য সবিতুঃ' সর্ব্বান্তর্য্যামিতয়া প্রেরকস্য জগৎ-স্রষ্টুঃ পরমেশ্বরস্য আত্ম-ভূতস্য 'বরেণ্যং' সর্ব্বৈরুপাস্যতয়া জ্ঞেয়তয়া চ সম্ভজনীয়ং 'ভর্গঃ' অবিদ্যা তৎ কার্য্যয়োঃ ভর্জ্জনাৎ ভর্গঃ স্বয়ংজ্যোতিঃ পরব্রহ্মাত্মকং তেজঃ 'ধীমাহি' ধ্যায়েম। (ভর্গস্—ভ্রস্জ+অসুন্; ক্লীব লিঙ্গ)। সায়নাচার্য্যের ব্যাখ্যানুসারে গায়ত্রী মন্ত্রের অন্বয় হইবে এইরূপ—'যঃ নঃ ধিয়ঃ প্রচোদয়াৎ, তৎ দেবস্য সবিতুঃ বরেণ্যং ভর্গঃ ধীমহি '

শ্রীসায়নাচার্য্যপাদ এই ব্রহ্ম গায়ত্রীর অর্থ চারি প্রকার করিয়াছেন। প্রথম দ্বিতীয় প্রকার অর্থ হইল শ্রীভগবৎপর আর তৃতীয় চতুর্থপ্রকার হইল অন্য প্রকার। **প্রথম দ্বিতীয় প্রকার**—যিনি আমাদের সৃষ্টি কর্ত্তা, যিনি আমাদের অন্তর্য্যামী এবং সর্ব্ববিষয়িণী বুদ্ধির প্রেরক, যিনি সচ্চিদানন্দ পরমেশ্বর এবং যাঁহার স্বরূপ-শক্তি মায়াকে এবং মায়ার প্রভাবকে সম্যক্ রূপে অপসারিত করিতে সমর্থ, তাঁহার স্বরূপ শক্তিকে আমরা ধ্যান করি। **তৃতীয় প্রকার**—'য' সবিতা সূর্য্যঃ 'ধিয়ঃ কর্ম্মাণি 'প্রচোদয়াৎ' প্রেরয়তি, তস্য সবিতুঃ সর্ব্বস্য প্রসবিতুঃ 'দেবস্য' দ্যোতমানস্য সূর্য্যস্য 'তৎ' সর্ব্বৈঃ দৃশ্যমানতয়া প্রসিদ্ধং 'বরেণ্যং' সর্ব্বৈঃ সম্ভজনীয়ং 'ভর্গঃ' পাপানাং তাপকম্ তেজোমণ্ডলং 'ধীমহি' ধ্যেয়তয়া মনসা ধারয়েম। **চতুর্থ প্রকার**—ভর্গঃ শব্দের অর্থ করা হইয়াছে—অন্ন, আর ধী-শব্দের অর্থ

1 ———

করা হইয়াছে—কর্ম্ম। 'ভর্গঃ শব্দেন অন্নমভিধীয়তে। যঃ সবিতা দেবঃ ধিয়ঃ প্রচোদয়তি তস্য প্রসাদাৎ অন্নাদি লক্ষণং ফলং ধীমহি ধারয়ামঃ তস্য আধারভূতাঃ ভবেম ইত্যর্থঃ। ভর্গ শব্দস্য অন্ন পরত্বে ধী শব্দস্য চ কর্ম্মপরত্বে চ আথর্বণমিত্যাদি। এ স্থলেও সবিতা অর্থ সূর্য্য। প্রথম তিন প্রকারের ব্যাখ্যায় ধীমহি ক্রিয়াপদ ধ্যানার্থক 'ধ্যৈ'-ধাতু হইতে এবং চতুর্থ প্রকারের অর্থে আধারার্থক 'ধীঙ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে বলিয়া মনে করা হইয়াছে। চতুর্থ প্রকারের অর্থের তাৎপর্য্য এই যে—যে সূর্য্যদেব আমাদের সমুদয়কর্ম্মের প্রবর্ত্তক, তাঁহার প্রসাদ আমরা যেন অন্নাদিরূপ ফল ধারণ করিতে পারি।

গায়ত্রীতে প্রণব সম্বন্ধে বলা হইয়াছে। এক্ষণে ব্যাহৃতি ও শিরঃ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা হইতেছে। ব্যাহৃতি শব্দের অর্থ-বাক্য। সৃষ্টির প্রারম্ভে সৃষ্টিকামী ব্রহ্মা ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ, মহঃ, জনঃ, তপঃ, সত্যম্—এই সাতটী শব্দের উচ্চারণ (ব্যাহরণ) করিয়াছিলেন বলিয়া এই সপ্তলোককে ব্যাহৃতি বলে। শিরঃ আপোজ্যোতীরসোঽমৃতং ব্রহ্ম ভূর্ভুবঃ স্বরোম্ আপঃ, জ্যোতিঃ, রসঃ, অমৃতম্, ব্রহ্ম, ভূঃ, ভুর্বঃ, স্বঃ এবং ওম্—এই নয়টী হইল গায়ত্রীর শিরঃ বা মস্তক তুল্য। এই কয়েকটী শব্দ সাক্ষাদ্ ভাবেই পরব্রহ্মকে বুঝায়। তাই ইহারা গায়ত্রীর উত্তমাঙ্গ স্থানীয়। ব্যাহৃতিগুলি কারণরূপ ব্রহ্মের বাচক, অর্থাৎ সপ্তব্যাহৃতি পরম্পরাক্রমেই ব্রহ্মকে বুঝায়।' অথবা, সপ্তব্যাহৃতি হইল অপর ব্রহ্মবাচক। আর শিরঃ হইল পরব্রহ্ম-বাচক। প্রণবও পর এবং অপর উভয় ব্রহ্ম বাচক।

গায়ত্রীর শিরোবাচক শব্দগুলি কিরূপে পরব্রহ্মকে বুঝায়, তাহারই আলোচনা হইতেছে। আপঃ আপ্ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। আপ্-ধাতুর অর্থ ব্যাপ্তি। তাই, আপঃ শব্দে ব্যাপকত্ব বুঝায়। ব্রহ্ম হইলেন সর্ব্বব্যাপক। ইহা দ্বারা তাঁহার সর্ব্বব্যাপক সত্ত্বাই সূচিত হইতেছে। জ্যোতিঃ— শব্দে প্রকাশকত্ব সূচিত হয়। যেমন সূর্য্য—নিজেকেও প্রকাশ করে, অপরকেও প্রকাশ করে। জ্যোতিঃ শব্দ স্বপ্রকাশত্ব বুঝাইতেছে; স্বপ্রকাশ বলিয়া চিদ্ রূপত্বও বুঝায়। ব্রহ্ম হইলেন স্বপ্রকাশ চিদেকরূপ। রসঃ—শ্রুতির 'রসো বৈ সঃ'। ব্রহ্ম রস স্বরূপ। রসয়তি

আস্বাদয়তি ইতি রসঃ, আস্বাদক, রসিক। আর রস্যতে আস্বাদ্যতে ইতি রসঃ,—আস্বাদ্যবস্তু। ব্রহ্ম হইলেন পরম আস্বাদ্যবস্তু এবং পরম-আস্বাদকও। অমৃতম্—জন্ম-জরা-মৃত্যু শূন্য। ইহাদ্বারা নিত্য মায়ামুক্তত্ব সূচিত হইতেছে। ব্রহ্ম নিত্য-মায়া-নির্ম্মুক্ত, শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-স্বভাব। ব্রহ্ম—বৃহত্বা। সকল বিষয়ে—স্বরূপে, শক্তিতে, শক্তির কার্য্যে—সমস্ত বিষয়ে যিনি সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। প্রণব বা পরব্রহ্ম সকল বিষয়ে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। 'ন তৎ সমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে॥'—শ্বেতাশ্বতর (৬।৮)॥ উল্লিখিত আলোচনা হইতে বুঝা গেল—পরব্রহ্ম (বা প্রণব) সর্ব্ব বিষয়ে সর্ব্ববৃহত্তমতত্ত্ব, সর্ব্বব্যাপক, শুদ্ধ-বুদ্ধ-নিত্য-মুক্ত স্বভাব, স্বপ্রকাশ, সৎ-চিৎ-আনন্দময়, পরম-আস্বাদ্য এবং পরম আস্বাদক-রূপে নিত্যপ্রতিষ্ঠিত।

প্রণবের অর্থ ই গায়ত্রী প্রকাশ করিয়া থাকে। প্রণবসম্বন্ধীয় শ্রুতি বাক্য-গুলিতে যে কয়েকটী বিষয়ের উল্লেখ পাওয়া যায়, তাহা এই :—(১) ইদম্ বা এতৎ (পরিদৃশ্যমান্ কালপরিণামী), (২) অপরব্রহ্ম, (৩) পরব্রহ্ম (কালাতীত) (৪) প্রণবের বা ব্রহ্মের উপাসনা, (৫) উপাসনার ফল—অপরব্রহ্ম প্রাপ্তি, (৬) উপাসনার ফল পরব্রহ্মপ্রাপ্তি, (৭) ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তি।

গায়ত্রীতে এই সমস্ত থাকিলেই গায়ত্রীকে প্রণবের অর্থবাচক বলা সঙ্গত হইবে। এপর্য্যন্ত গায়ত্রীর অর্থে উল্লিখিত বিষয়গুলির কোন্ কোন্টী পাওয়া গিয়াছে, তাহা দেখা যাউক। (১) ব্যাহৃতিতে 'ইদম্ বা এতৎ'-এর বিবৃতি, (২) ব্যাহৃতিতেই অপর ব্রহ্মের বিকাশ, (৩) মূল গায়ত্রীস্থিত সবিতাদেব-শব্দে, সায়নাচার্য্যের প্রথম ও দ্বিতীয় ভাষ্যানুসারে, পরব্রহ্ম এবং গায়ত্রীশিরঃ স্থানীয় আপঃ, জ্যোতিঃ, রসঃ, অমৃতম্ এবং ব্রহ্মশব্দসমূহেও পরব্রহ্ম, (৪) 'ধীমহি'-শব্দে উপাসনা, (৫) উপাসনায় ব্যাহৃতির চিন্তায় অপরব্রহ্মের প্রাপ্তি, সায়নাচার্য্যের তৃতীয় ও চতুর্থ প্রকারের অর্থেও অপরব্রহ্মের প্রাপ্তি। (৬) গায়ত্রী শিরঃ স্থানীয় আপঃ, জ্যোতিঃ, রসঃ, অমৃতম্ এবং ব্রহ্মের চিন্তাগর্ভ উপাসনায় পরব্রহ্মপ্রাপ্তি—এই কয়টী পাওয়া গিয়াছে। গায়ত্রীর যে অর্থ এপর্য্যন্ত পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে 'ব্রহ্মলোক'

সম্বন্ধে কোনও কথা পাওয়া যায় নাই। তাহাতে মনে হয়, পূর্ণ গায়ত্রীর অবশিষ্ট অংশের—শিরঃ স্থানীয় 'ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ'—এই অংশের—ব্যাখ্যায় সম্ভবতঃ 'ব্রহ্ম-লোকই' বিবৃত হইয়াছে।

(—শ্রীযুত রাধাগোবিন্দনাথ মহাশয় কৃত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের ভূমিকা ২৩৯—২৭৪ পৃষ্ঠায় কিছু অনুরূপ ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।)

*ঋক্, যজু, সাম বেদত্রয়কেই 'ত্রয়ী' বলা হয়। এখানে অথর্ব বেদকে কেন বেদ বলা হইবে না, আশঙ্কা হইতে পারে। অথর্ব বেদকেও বেদ বলা হয়; তাহার প্রমাণ, ছান্দোগ্য উপনিষদে শ্রীনারদজী শ্রীসনৎকুমারের প্রতি নিজের অধীত বিদ্যার উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন,—

'ঋগ্বেদং ভগবোঽধ্যেমি যজুর্বেদং সামবেদমাথর্বণং চতুর্থম্।'

—ভগবন্, আমি ঋগ্বেদ্, যজুর্বেদ, সামবেদ এবং চতুর্থ অথর্ববেদ পড়িয়াছি। এই জন্য অথর্ববেদও বেদ এসম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই; কিন্তু প্রাচীনকালে যজ্ঞই বেদের মুখ্য পতিপাদ্য বিষয় ছিল। যেমন জৈমিনিসূত্রে বলিয়াছেন,—'আম্নায়স্য ক্রিয়ার্থত্বাদানর্থক্যমতদর্থানাম্' (১।২।১)। ঋগ্, যজুঃ, সাম এই তিন বেদই যজ্ঞে প্রয়োগ হইত; অথর্ববেদ যজ্ঞে ব্যবহার ছিল না। এইজন্য বেদকে ত্রয়ী বলা হইয়াছে। অন্য প্রকার অর্থ এই যে,—বেণুধ্বনি হইতে গায়ত্রী উপদিষ্ট হওয়ায় প্রথমে ব্রহ্মার কর্ণে, তৎপরে মনে এবং শেষে মুখে প্রকাশিত হইয়াছে। এজন্যও ত্রয়ী নাম বলা হইয়াছে। অথর্ববেদান্তর্গত পিপ্পলাদশাখীয়া শ্রীগোপাল-তাপনী উপনিষদে এই অষ্টাদশাক্ষরীয় শ্রীগোপালমন্ত্ররাজ প্রকাশিত হইয়াছেন। এই মন্ত্রে চরম ও পরম তত্ত্ব বর্ণিত আছেন।

† 'গায়ত্রী' বলিলে 'রূঢ়িযোগমপহরতি' এই ন্যায়ানুসারে রূঢ়ি-বৃত্তি দ্বারা বৈষ্ণব ও দ্বিজগণের উপাস্যা বেদমাতা গায়ত্রীই একমাত্র লক্ষিতব্য বস্তু হন। গায়ত্রীর সবিস্তার অর্থ পুরুষ-সূক্তে এবং পুরুষ-সূক্তের অর্থ সমগ্র বেদে বিবৃত হইয়াছে। বেদসমূহই শব্দাত্মক, সেই সকল বৈদিক শব্দ একমাত্র অচিন্ত্য, অলৌকিক-শক্তি-সম্পন্ন শ্রীভগবানকেই উদ্দেশ করে। অতএব বিদ্বদ্রূঢ়ি বৃত্তিতে

গায়ত্রীমন্ত্রের দেবতা ও ঋষি একমাত্র ভগবান্; অন্য কেহ নহে। ছন্দও শ্রীভগবদাত্মক, যথা—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞঋষি-কৃত 'তন্ত্রসার সংগ্রহ' গ্রন্থে—'বেদমাতা তু গায়ত্রী দ্বিগুণাদ্বাদশাক্ষরাং। চতুর্ব্বিংশমূর্ত্তয়োঽহস্যাঃ কথিতা বর্ণদেবতা। তদ্‌-ভেদঃ পৌরুষং সূক্তং বেদাঃ পুরুষসূক্তগাঃ। বৈদিকাঃ সর্ব্বশব্দাশ্চ তস্মাৎ সর্ব্বা-ভিধোঽস্ম্যহং। ঋষিশ্চ দেবতৈকোঽহং তারাদীনাং বিশেষতঃ। ছন্দো মদীয়া গায়ত্রী তারাষ্টক্ষরয়োর্মাতা॥' যথাস্থানে **'পুরুষ-সূক্ত'** দ্রষ্টব্য।

সব্যাহৃতিকা ও নির্ব্যাহৃতিকা ভেদে দুই প্রকার গায়ত্রী গীত হন। সব্যা-হৃতিকা—বিশ্বামিত্র গায়ত্রী; নির্ব্যাহৃতিকা—ব্রহ্মগায়ত্রী। উভয় গায়ত্রীই জপ্যা। প্রমাণ,—'বিশ্বমিত্রস্তু সন্ধ্যার্থে তদন্যত্র প্রজাপতিঃ। মুনির্দেবস্তু সবিতৃ-নামা স্রষ্টৃত্বতো হরিঃ॥'—তন্ত্রসার সংগ্রহ।

ত্রিবিধ প্রতীতি, যথা—অজ্ঞ প্রতীতি, অবিদ্বৎ প্রতীতি, বিদ্বৎ প্রতীতি। অজ্ঞ প্রতীতিতে বেদের অর্থ প্রকাশিত হয় না। অবিদ্বৎ প্রতীতিতে বেদের অর্থ বিপর্য্যস্ত করে। বিদ্বৎ প্রতীতিতে বেদের যথার্থ অর্থ উপলব্ধি হয়। ইহা করুণাময় আচার্য্য শ্রীগুরুদেব হইতে অপ্রাকৃত জ্ঞানাকাঙ্ক্ষী সরল শিষ্যের হৃদয়ে সংক্রামিত হইয়া এক অপূর্ব্ব আনন্দ প্রদান করে। ক্রমান্বয়ে ব্রহ্মগায়ত্রী, অষ্টা-দশাক্ষর ও কামগায়ত্রী সম্বন্ধে বলা হইতেছে।

সচ্চিদানন্দ শ্রীপরমেশ্বর গোবিন্দ ত্রিশক্তিযুক্ত। প্রথমতঃ তাহা হইতে চিচ্ছক্তি পৃথক হয়, তাহা হইতে নাদ এবং নাদ হইতে বিন্দু প্রকাশিত হয়। ঐ চিচ্ছক্তি নাদ, বিন্দু ও বীজ বলিয়া পরিজ্ঞাত। ঐ বিন্দু হইতে বর্ণ এবং ধ্বন্যা-ত্মক শব্দ প্রাদুর্ভূত হয়। এই বর্ণ ও ধ্বন্যাত্মক শব্দই শ্রুতিগোচর হইয়া থাকে; উহাই শব্দব্রহ্ম এবং শ্রীগোবিন্দের বেণুধ্বনি। এই বেণুধ্বনি করিয়া স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ লোক-পিতামহ শ্রীব্রহ্মাজীকে গায়ত্রী মন্ত্রদ্বারা প্রথমে দীক্ষা প্রদান করেন। শ্বেতাশ্বতর উপঃ ৬।৮।১৮ শ্লোকে—'যো ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্ব্বং যো বৈ বেদাংশ্চ প্রহিনোতি তস্মৈ।' শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণ ১।১।১ 'তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদি-কবয়ে।'—যিনি সর্ব্বপ্রথমে ব্রহ্মাকে উৎপন্ন করেন এবং তাঁহার হৃদয়ে বেদের

প্রকাশ করেন; সেই শ্রীব্রজবিপিন-বিহারী মুরলীধারী নওল-কিশোর নটবর-নাগর আনন্দকন্দ সর্বকারণ-কারণ সচ্চিদানন্দ শ্রীগোবিন্দ-স্বরূপই গায়ত্রীর একমাত্র আরাধ্য দেবতা। যথা,—

অনাদিরাদি সর্ব্বকারণ-কারণ শ্রীকৃষ্ণই ব্রহ্মগায়ত্রীর প্রকৃত অর্থ

'ভূরিতি সন্মাত্রমুচ্যতে, ভুবরিতি সর্ব্ব ভাবয়তি প্রকাশয়তীতি ব্যুৎপত্যা চিদ্রূপমুচ্যতে, স্বূব্রিয়ত ইতি ব্যুৎপত্যা স্বরিতি সুষ্ঠু সর্ব্বৈর্ব্রিয়মাণ সুখ স্বরূপমুচ্যতে।'—শঙ্করভাষ্য। 'ভূঃ' অর্থে সৎ, 'ভুবঃ' অর্থে সর্ব্বলোকের প্রকাশের কারণ—চিৎ, আর 'স্বঃ' অর্থে সকলের দ্বারা সুন্দরভাবে সমাদর করিবার কারণ সুখ অর্থাৎ আনন্দ। অতএব 'ভূর্ভুবঃ স্বঃ' শব্দের অর্থ হইল (শ্রী) সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ। 'তৎ' শব্দেরঅর্থ—'অপরিচ্ছিন্ন—স্বতঃসিদ্ধ পরব্রহ্ম'। এই অর্থ অগ্নি-পুরাণে স্পষ্ট হইয়াছে,—

> 'তজ্জ্যোতির্ভগবান্ বিষ্ণুর্জগজ্জন্মাদিকারণম্।
> শিবং কেচিৎ পঠন্তি স্ম শক্তিরূপং পঠন্তি চ॥
> কেচিৎ সূর্য্যং কেচিদগ্নিং বেদগা অগ্নিহোত্রিণঃ।
> অগ্ন্যাদিরূপী বিষ্ণুর্হি বেদাদৌ 'ব্রহ্ম' গীয়তে॥
> তৎপদং পরমং বিষ্ণোর্দেবস্য সবিতুঃ স্মৃতম্॥'

'তৎ' শব্দদ্বারা দিব্য জ্যোতির্ময় ভগবান্ বিষ্ণুকেই জানিতে হইবে। ইনিই জগতের উৎপত্তি আদির মূল কারণ। 'তৎ'শব্দে কেহ 'শিব' কেহ 'শক্তি' বলেন। আবার বৈদিক লোক 'তৎ' শব্দে 'সূর্য্য' এবং অগ্নিহোত্রী 'অগ্নি' বলেন। কিন্তু এসমস্ত যথার্থ অর্থ নহে। শিব, শক্তি, সূর্য্য, অগ্নি আদি যাঁহার অংশ কলাসমূহ; তিনি সর্ব্বব্যাপক, সেই শ্রীকৃষ্ণ (শ্রীবিষ্ণু)কেই বেদাদিতে 'পরব্রহ্ম' বলিয়া কীর্ত্তিত আছেন। অতএব সর্ব্বদেবতা সমূহের সৃষ্টিকর্ত্তা শ্রীকৃষ্ণই পরমপদ 'তৎ' শব্দের প্রকৃত তাৎপর্য্য বলা হয়।

'কৃষ্ণ এক সর্ব্বাশ্রয় কৃষ্ণ সর্ব্বধাম।
কৃষ্ণের শরীরে সর্ব্ববিশ্বের বিশ্রাম॥
কৃষ্ণের স্বরূপ আর তত্ত্বত্রয় জ্ঞান।
যা'র হয়, তা'র নাহি কৃষ্ণেতে অজ্ঞান॥'—শ্রীচৈঃ চঃ।

'সবিতুরিতি—যিনি সকলকে প্রসব অর্থাৎ উৎপন্ন করেন।' বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে বলিয়াছেন 'প্রজানাং তু প্রসবনাৎ সবিতেতি নিগদ্যতে' অর্থাৎ সমস্ত প্রজার (জীবের) সৃষ্টির কারণ বলিয়া সবিতা বলা হয়।

'জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্য দাস।
কৃষ্ণের তটস্থাশক্তি ভেদাভেদ প্রকাশ॥'—শ্রীচৈঃ চঃ।

'বরেণ্যমিতি'—শঙ্করভাষ্যে বলিয়াছেন,—'বরেণ্যং সর্ব্ববরণীয়ং নিরতিশয়ানন্দরূপম্' অর্থাৎ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, সর্ব্বোপাস্য নিরতিশয় আনন্দরূপ, অনন্যসিদ্ধ, অসমোর্দ্ধরূপলাবণ্য (যাঁহার নাম-গুণ-লীলা-বেণু-রূপমাধুর্য্যের সমান বা অধিক অন্য আর কেহই হইতে পারেন না—তিনিই অসমোর্দ্ধ-তত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণ।)।

'ভর্গ ইতি'—সর্ব্বলোকের প্রসব কর্ত্তা পরমদেব শ্রীকৃষ্ণকেই 'ভর্গ' অর্থাৎ 'তেজ' বলে। 'দেবস্যেতি'—'দেব' শব্দের নির্ব্বচন করিতে গিয়া নিরুক্তকার যাস্কাচার্য্য লিখিয়াছেন—'দেবোদানাদ্বা দীপনাদ্বা দ্যোতনাদ্বা' অর্থাৎ যিনি দান করেন, স্ব-পর প্রকাশ করেন তিনিই 'দেব'। যাজ্ঞবল্ক্যও বলিয়াছেন—'দীপ্যতে ক্রীড়তে যস্মাদ রোচতে দ্যোততে দিবি। তস্মাদ্দেব ইতি প্রোক্তঃ স্তূয়তে সর্বদৈবতৈঃ॥' কেননা শ্রীকৃষ্ণ ভগবান্ স্বয়ং প্রকাশমান এবং নিত্যধামে বিবিধ লীলাবিলাসী ও সর্ব্বজন প্রিয় তথা দিব্যজ্যোতির্ম্ময় আর সর্ব্ববেদ-পূজ্য। অতএব 'দেব' বলা হইয়াছে। পাণিনি ব্যাকরণের মতানুসারে 'দিবু' ক্রীড়া-বিজিগীষা-ব্যবহার-দ্যুতি-স্তুতি-মোদ-মদ স্বপ্নকান্তিগতিষু অর্থাৎ 'দিবু' ধাতু হইতে ক্রীড়া, জয়েচ্ছা, ব্যবহার, দ্যুতি, স্তুতি ইত্যাদি অর্থসমূহকে বোধ হয়। এই সমস্ত অর্থ শ্রীকৃষ্ণেই উত্তমরূপে প্রযুক্ত হইতে পারে। অতএব 'দেব' শব্দ হইতে অনুপম মাধুর্য্য মণ্ডিত রাসাদি লীলাবিলাসামোদী স্বয়ংরূপ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকেই জানিতে

হইবে। শ্রুতি 'রসো বৈ সঃ' বলিয়াছেন। অনন্ত রসময় বলিতে সচ্চিদানন্দময় শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ব্যতীত অন্য কেহ নহেন। 'ধীমহি ধিয়ো' আমরা সকলে ধ্যান করি। 'ভর্গ' শব্দের অর্থ 'ভৃজ্-পাকে' দগ্ধকারী তেজ, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের তেজ অবিদ্যা ও তাহার কার্য্যকে দগ্ধ করিয়া দেয়। শ্রীকৃষ্ণ ভগবান্ স্বয়ং মায়াতীত সেই জন্য এই গায়ত্রী জপ, ধ্যানকারী তাঁহার শ্রীচরণাশ্রিত সেবক ভক্তগণও মায়াতীত হইয়া যান। আম্নায় পরম্পরা বা শ্রীগুরু-পরম্পরায় প্রাপ্ত মন্ত্র বা গায়ত্রীই শ্রীভগবৎ-সেবা প্রাপ্তির একমাত্র বলবান্ উপায়। 'যো' ইত্যাদি, যিনি আমাদের সকলেরই বুদ্ধির প্রেরক। 'নঃ প্রচোদয়াৎ'—আমাদের প্রতি প্রসন্ন হইয়া নিজ সেবায় নিয়োজিত করুন। ইহাই হইল ব্রহ্মগায়ত্রীর প্রকৃত অর্থ।

***ব্রহ্মগায়ত্রী—** 'ওঁ ভূঃভুবঃস্বঃ তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গোদেবস্য ধীমহি ধিয়ো
যো নঃ প্রচোদয়াৎ ওঁ ॥'

গায়ত্রী আবাহন— 'ওঁ আয়াহি বরদে **'দেবী'** ত্র্যক্ষরে ব্রহ্মবাদিনী।
গায়ত্রী-চ্ছন্দসাং মাতঃ ব্রহ্মযোনীং নমোস্তুতে ॥'

প্রাতঃকালীন-ধ্যান— 'ওঁ কুমারীং ঋগ্বেদযুতাং ব্রহ্মরূপাং বিচিন্তয়েৎ।
হংসস্থিতাং কুশহস্তাং সূর্য্যমণ্ডল সংস্থিতাম্ ॥'

মধ্যাহ্ন-ধ্যান— 'ওঁ **সাবিত্রীং** বিষ্ণুরূপাঞ্চ তার্ক্ষ্যস্থাং পীতবাসসম্।
যুবতীঞ্চ যজুর্বেদাং সূর্য্যমণ্ডল সংস্থিতাম্ ॥'

সায়াহ্ন-ধ্যান— 'ওঁ **সরস্বতীং** শিবরূপাঞ্চ বৃদ্ধাং বৃষভবাহিনীম্।
সূর্য্যমণ্ডল সংস্থিতাং সামবেদ সমাযুতাম্ ॥'

বিসর্জ্জন মন্ত্র— 'ওঁ মহেশ বদনোৎপন্না বিষ্ণোর্হৃদয় সম্ভবা।
ব্রহ্মণা সমনুজ্ঞাতা গচ্ছ দেবী যথেচ্ছয়া ॥'

জলাঞ্জলী ত্যাগ— 'ওঁ অনেন জপেন ভগবন্তাবাদিত্য শুক্রৌপ্রীয়েতাম্
ওঁ আদিত্য শুক্রাভ্যাং নমঃ ॥

---

* বর্ণিত বৈদিক মন্ত্রাদি সহ 'ব্রহ্মগায়ত্রী' উপযুক্ত ব্রহ্মণ-বৈষ্ণব-শ্রীগুরু-দেবের নিকট হইতে প্রাপ্ত হইলে ফল হয়। নচেৎ কুফল হয়।

সম্বন্ধ—'ওঁ অগ্নিমীলে পুরোহিতং যজ্ঞস্য দেবমৃত্বিজম্। (১)
হোতারং রত্নধাতমম্ ॥' (ঋগ্বেদ—১।১।১)।
'ওঁ ইষে ত্বোর্জে ত্বা বায়ব স্থ দেবো বঃ সবিতা (২)
প্রর্পয়তু শ্রেষ্ঠতমায় কর্মণে। আপ্যায়ধ্বমঘ্ন্যা
ইন্দ্রায় ভাগং প্রজাবতীরনমী বা অযক্ষ্মা মা ব স্তেন
ঈশত। মাঘশং সো ধ্রুবা অস্মিন্ গোপতৌ
স্যাৎ বহ্বীর্যজমানস্য পশূণ্ পাহি ॥' (যজুর্ব্বেদঃ ১।১)।

অভিধেয়—'ওঁ অগ্ন আয়াহি বীতয়ে গৃণানো হব্যদাতয়ে। (৩)
নি হোতা সংসি বর্হিষি।' (সামবেদ—১।১।১)।

প্রয়োজন—'ওঁ শং নো দেবীরভীষ্টয় আপোভবন্তু পীতয়ে শংযোরভিস্রবন্তু নঃ।
(অথর্ববেদ—১।৬।১) (৪)

(১) ভাবার্থ—ওঁ-শ্রীকৃষ্ণ, নারায়ণ, বাসুদেব, নৃসিংহ, রামাদি অর্থে। ওঁ-এ অন্তর্গত অ-কার উ-কার ম-কার। অ—ভগবান্ বাসুদেব, গীঃ-অক্ষরানাং অকারো হস্মি। অ ইতি প্রথমাভিধানম্ বাসুদেব নাম ইতি শ্রুতি। উ—নিত্য মঙ্গ লক্ষ্মী তথা। ম—সমষ্টি জীব-তত্ত্ব প্রতিপাদিত। অতএব ওঁ শব্দ পরম মঙ্গ বাচক। অগ্নিমীলে পুরোহিতং—অগ্নি-শব্দ কারণ-কার্য্য-বাচক, তেজ অ নয়তি এই জন্য অগ্নি শব্দ পরব্রহ্ম পরম-আত্মা, শ্রীকৃষ্ণের স্তুতি রূপে, ঈলে-ঈ স্তবন যোগ্য, স্তরমেয় স্তোমী। পুরোহিতং—যজ্ঞের দেবতা-রূপ, ঋত্বিজ-সর্ব্বঃ সর্ব্ব কাল, সর্ব্ব বস্তু রূপ ঋত্বিজ স্বরূপ অগ্নি ; হোতারং পরহিত পুরঃসর অ দা প্রদান আহবানীয় বস্তুরূপ অগ্নি পরমাত্মা, রত্নধাতমম্—রত্নানাম্ দেব-মনুষ্য-প পক্ষী-স্থাবর-জঙ্গমাত্মক প্রাণীমাত্রের হিত বর্দ্ধক ধাতমম্ ধাতু মাত্র বর্ষণ র অগ্নিই পরমাত্মা। ঋগ্বেদ ১।১।১।১।

(২) ভাবার্থ—যজুর্বেদ ১অঃ ১ মন্ত্রের দ্বারা বায়ু ও সূর্য্য আমাদের লৌকি এবং পারলৌকিক অভিলষিত পদার্থ সমূহকে প্রদান করেন এবং শ্রেষ্ঠতম ভগব সেবোপযোগী নিত্য নিরন্তর সুখদ কর্ম্মের দিকে আমাদিগকে লইয়া যাইতেছে

ামাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, মন-বুদ্ধি, চিত্ত এবং চেতনাত্মক পরিতোষক পরিবর্দ্ধক। সাত্ত্বিক বুদ্ধি বর্দ্ধনের দ্বারা নিত্য বর্দ্ধনশীল স্বচ্ছ স্বরূপ ইন্দ্র রূপ ভগবদার্থে পূজা র্পিত করিতেছেন। যাহা এই সংসারে আমরা প্রজা এবং ধন-ধান্য সম্পন্ন ইয়া স্থির ভাবে ঈশন-শাসন শক্তি সূত্রে আবদ্ধ হইয়া এই পরব্রহ্ম বায়ু সবিত্রি াকাশ প্রাচুর্য্য দ্বারা সর্ব্বতোভাবে নিরন্তর যজমান স্বরূপ উপাসকের চল-চলাত্মক রক্ষা করেন।

(৩) ভাবার্থ—সামবেদের ১ম মন্ত্রে স্থাবর-জঙ্গম এবং চর-অচর অগ্রে বাড়াই-ার জন্য অগ্রগামী অগ্নিরূপ পরমাত্মা আমাদের নিকট আসেন। যাহাতে ামাদের বর্দ্ধন হয় এবং আমাদের স্বয় পূজা স্বীকার করেন। যাহার পূজায় ামাদের বাধা-বিঘ্ন বিদূরিত হয়। হে অগ্নিদেব নারায়ণ তুমি জগতের প্রতি হাতা এবং আদান-প্রদানকারী। অতএব তুমি সদা-সর্ব্বদা পবিত্রতম বর্হি তথা জ্ঞোপকরণ রূপ সামিগ্রী।

(৪) ভাবার্থ—অথর্ব বেদের ১ম মন্ত্রে জল রূপ নারায়ণের স্তব করা হইয়াছে। ল রূপ দেব সদা সর্ব্বদা আমাদিগকে অভীষ্ট পূর্ত্তির জন্য তথা আমাদের ভবিষ্যৎ াত্ম শুদ্ধির জন্য আগ্রহ-উৎসাহশীল আছেন। সেই জলদেব জল-নারায়ণ ামাদের সর্ব্বতোভাবে কল্যাণের সৃজন করেন।

পুরুষসূক্ত-মন্ত্র

(—ঋগ্বেদ্ ৮।৪।১৬।১৭।১৮।১৯—১০।৯০ পুরুষ-সূক্ত।)

ওঁ সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ।
স ভূমিং সর্ব্বতঃস্পৃষ্টা অত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্॥ ১॥
ওঁ পুরুষ এবেদং সর্ব্বং যদ্ভূতং যচ্চভাব্যম্।
উতামৃতত্বস্যেশানো যদন্নেনাতিরোহতি॥ ২॥

ওঁ এতাবানস্য মহিমাতো জ্যায়াংশ্চ পুরুষঃ।
পাদোঽস্য বিশ্বাভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতংদিবি ॥ ৩ ॥
ওঁ ত্রিপাদূর্দ্ধ উদৈৎপুরুষঃ পাদোঽস্যেহাভবৎ পুনঃ।
ততো বিষ্বঙ্ ব্যক্রামৎ শাসনানশনে অভি ॥ ৪ ॥
ওঁ ততো বিরাড়জায়ত বিরাজো অধিপুরুষঃ।
স জাতো অত্যরিচ্যত পশ্চাদ্ভূমিমথো পুরঃ ॥ ৫ ॥
ওঁ তস্মাদ্‌যজ্ঞাৎ সর্ব্বহুতঃ সম্ভৃতং পৃষদাজ্যম্।
পশূংস্তাংশ্চক্রে বায়ব্যান্ আরণ্যা গ্রাম্যাশ্চ যে ॥ ৬ ॥
ওঁ তস্মাদ্‌যজ্ঞাৎ সর্ব্বহুতঃ ঋচঃ সামানি যজ্ঞিরে।
ছন্দাংসি যজ্ঞিরে তস্মাদ্‌যজুস্তস্মাদ্‌হজায়ত ॥ ৭ ॥
ওঁ তস্মাদশ্বা অজায়ন্ত যে কে চোভয়াদতঃ।
গাবো হি জজ্ঞিরে তস্মাৎ তস্মাৎ জাতা অজাবয়ঃ ॥ ৮ ॥
ওঁ তং যজ্ঞং বর্হিষি প্রৌক্ষন্ পুরুষং জাতমগ্রতঃ।
তেন দেবা অযজন্ত সাধ্যা ঋষয়শ্চ যে ॥ ৯ ॥
ওঁ যৎপুরুষং ব্যদধুঃ কতিধা ব্যকল্পয়ন্।
মুখং কিমস্য কৌ বাহূ কা উরু-পাদা উচ্যেতে ॥ ১০ ॥
ওঁ ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীদ্ বাহূ রাজন্যঃ কৃতঃ।
উরূ তদ্‌অস্য যদ্‌বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রোঽজায়ত ॥ ১১ ॥
ওঁ চন্দ্রমা মনসো জাতশ্চক্ষোঃ সূর্য্যো অজায়ত।
শ্চশ্রোত্রাদ্বায়ু প্রাণাশ্চ মুখাদগ্নিরজায়ত ॥ ১২ ॥*

পাঠান্তর—'সর্ব্বতঃ স্পৃষ্টা' স্থানে 'বিশ্বতী বা বিশ্বতো বৃত্বা'। ১।
'মুখং কিমস্যাসীৎ কিম্বাহূ কিমুরুপাদাউচ্যেতে'। ১০।

* পাঠান্তর—'মুখাদ্ ইন্দ্রশ্চাগ্নিশ্চ প্রণাদ্ বায়ুরজায়ত।' ১২।

ওঁ নাভ্যা আসীদ অন্তরীক্ষং শীর্ষ্ণো দ্যৌঃ সমবর্ত্তত।
পদ্ভ্যাং ভূমির্দ্দিশঃ শ্রোত্রাৎ তথা লোকান্ অকল্পয়ন্॥ ১৩॥
ওঁ যৎপুরুষেণ হবিষা দেবা যজ্ঞমতন্বত।
বসন্তোঽস্যাসীদাজ্যং গ্রীষ্ম ইধ্মঃ শরদ্ধবিঃ॥ ১৪॥
ওঁ সপ্ত স্যাসন্ পরিধয়স্ত্রিঃ সপ্ত সমিধঃ কৃতাঃ।
দেবা যদ্‌যজ্ঞং তন্বানা অবধ্নন্ পুরুষং পশুন্॥ ১৫॥
ওঁ যজ্ঞেন যজ্ঞমযজন্ত দেবাস্তানি ধর্ম্মাণি প্রথমাণ্যাসন্।
তে হ নাকং মহিমানঃ সচন্ত যত্র পূর্ব্বে সাধ্যাঃ সন্তি দেবাঃ॥ ১৬॥

(—শুক্ল যজুর্ব্বেদ—৩১।১৭-২২) প্রণামার্থে—

ওঁ অদ্ভ্যঃ সম্ভৃতঃ পৃথিব্যৈ রসাচ্চ বিশ্বকর্ম্মণঃ সমবর্ত্ততাগ্রে।
তস্য ত্বষ্টা বিদধদ্রূপমেতি তন্মর্ত্ত্যস্য দেবত্বমাজানমগ্রে॥ ১৭॥
ওঁ বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।
তমেবং বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়॥ ১৮॥
ওঁ প্রজাপতিশ্চরতিগর্ভে অন্তরজায়মানো বহুধা বিজায়তে।
তস্য যোনিং পরিপশ্যন্তি ধীরাস্তস্মিন্‌হ তস্থুর্ভুবনানি বিশ্বাঃ॥ ১৯॥
ওঁ যো দেবেভ্য আতপতি যো দেবানাং পুরোহিতঃ।
পূর্ব্বো যো দেবেভ্যো জাতো নমোঃ রুচয়ে ব্রহ্ময়ে॥ ২০॥
ওঁ রুচং ব্রাহ্মং জনয়ন্তো দেবা অগ্রে তদব্রুবন্।
যস্ত্বৈবং ব্রাহ্মণোবিদ্যাত্তস্য দেবা অসন্ বশে॥ ২১॥
ওঁ শ্রীশ্চতে লক্ষ্মীশ্চ পত্ন্যাঅহোরাত্রে পার্শ্বে নক্ষত্রাণি রূপমশ্বিনৌ ব্যাত্তং।
ইষ্ণন্নিষাণ মুম্ম ইষাণ সর্ব্বলোকং ম ইষাণ॥ ২২॥

—ইতি পুরুষ সূক্তম্।

(পুরুষসূক্ত-মন্ত্র। ঋগ্বেদের ১০ম মণ্ডল ৯০ সূক্তে নারায়ণ ঋষি প্রকাশ করেন। নরঋষির পুত্র নারায়ণ। পৌরাণিক আখ্যানে পাওয়া যায় নারায়ণঋষি বদরিকা আশ্রমে তপস্যা করিতেন এবং ইঁহার নাম হইতেই শ্রীবদরী-নারায়ণ নামের উৎপত্তি।)

পুরুষ-সূক্তের বঙ্গার্থ :—

(হিরণ্যগর্ভ, ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্য্যামী) পুরুষ (দ্বিতীয় পুরুষাবতার, নারায়ণ) সহস্র (অনন্ত) মস্তক-বিশিষ্ট, সহস্রনয়ন ও সহস্রচরণ। ইনি সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডকে ব্যাপ্ত করিয়া এবং দশাঙ্গুল (পুরুষ) অর্থাৎ জীবহৃদয়ে অধিষ্ঠিত প্রাদেশমাত্র অন্তর্য্যামীপুরুষকে অতিক্রম করিয়া বিরাজমান। ১ ॥

অতীত, বর্ত্তমান, ভবিষ্যৎ—সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড (বা বিশ্ব) সেই পুরুষেরই প্রকাশ। কিন্তু পুরুষ স্বয়ং অমৃতত্বের অধীশ্বর, যে অমৃতত্ব (নিত্যত্ব) অন্নের দ্বারা বর্দ্ধমান (অনিত্য) সত্তার অতীত এবং তদবসানেও বিদ্যমান্। ২ ॥

এই পুরুষের মহিমা বা বিভূতি এতদূর যে, সমগ্রভূত-জগৎ ইঁহার বিভূতির একচতুর্থাংশমাত্র (কিন্তু নশ্বর)। ইঁহার বিভূতির অপর তিন চতুর্থাংশ অমৃত বা নিত্য এবং দিব্যধামে (মায়াতীত পরব্যোমে)অবস্থিত। অথচ এই পুরুষ স্বয়ং এতৎ সমস্ত বিভূতির অপেক্ষাও মহান্। ৩ ॥

ঊর্দ্ধে অর্থাৎ পরব্যোমের ত্রিপাদ বিভূতির (প্রকাশের) সহিত সেই পুরুষ বৈকুণ্ঠে (ঊর্দ্ধে) নিত্য বিরাজমান্। এই ভূতব্যোমে অর্থাৎ জড়বিশ্বে তাঁহার পাদবিভূতি পুনঃ পুনঃ প্রকাশিত হয়। তাহাতে তিনি সাশন (অশন সহিত) অর্থাৎ নিত্য অমৃত জগৎ ও অনশন (অশন রহিত) অর্থাৎ অনিত্য মর-জগৎ—এই উভয় জগৎ ব্যাপিয়া সর্ব্বতোভাবে বিক্রম প্রকাশ করিয়াছেন। ৪ ॥

তাঁহা (পুরুষ) হইতে বিরাট্ রূপের (পুরুষের স্থূলদেহ রূপে—বিশ্বরূপের) প্রকাশ। সহস্রশীর্ষা পুরুষ এই বিরাট্ দেহের অধিষ্ঠাতা ; এই প্রকাশিত বিশ্ব-রূপ অগ্রে পশ্চাতে ব্রহ্মাণ্ডকে অতিক্রম করিয়াছে, অর্থাৎ সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের অগ্র-পশ্চাৎ এই প্রকাশিত বিরাট্রূপের (বিশ্বরূপের) অতিরিক্ত আর কিছুই নাই। ৫॥

সেই পুরুষ সকলের যজনীয় দ্রব্যময় যজ্ঞস্বরূপ। সেই যজ্ঞরূপ পুরুষ হইতে (সর্ব্বত্র) বর্ষণশীল আজ্য সমুৎপন্ন, অর্থাৎ সর্ব্বত্রাবস্থিত ভোগ্যজাত তাঁহা হইতে প্রাপ্ত। গ্রাম্য, আরণ্য ও আন্তরীক্ষ (বায়ব্য) জীব সকল তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন। ৬॥

সর্ব্বজনোপাস্য যজ্ঞরূপ পুরুষ হইতে ঋক্, সাম, যজু প্রভৃতি বেদসকল উৎপন্ন হইয়াছে। ৭॥

তাঁহা হইতে অশ্বসকল, উভয় দন্তপংক্তি বিশিষ্ট প্রাণিসকল, গোসকল, অজা ও পক্ষিসকল সমুৎপন্ন হইয়াছে। ৮॥

সর্ব্বাগ্রে জাত সেই যজ্ঞরূপী পুরুষকে যাজ্ঞিকগণ (প্রসারিত যজ্ঞীয়) কুশোপরি প্রোক্ষিত করিয়াছেন। সেই যজ্ঞরূপী পুরুষের (যজ্ঞপুরুষের) দ্বারা অর্থাৎ সেই পুরুষ যজ্ঞরূপ হওয়াতে দেবগণ, সাধ্যগণ ও ঋষিগণ যজ্ঞ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। ৯॥

(তত্ত্বদর্শী যোগিগণ) পুরুষের স্থূলরূপে (বিরাট্‌রূপে) যে মনোধারণা করিলেন, তাহাতে পুরুষের (অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের) কত প্রকারে (কি প্রকারে) কল্পনা করিয়াছিলেন? অর্থাৎ পুরুষের বিরাট্‌রূপের কল্পনা কিরূপ? কাহাকে ইঁহার মুখ, বাহু, উরু ও চরণ বলা হয়? ১০॥

(যোগিগণ) ব্রাহ্মণকে ইঁহার মুখ, ক্ষত্রিয়কে বাহু কল্পনা করিয়াছিলেন। যাঁহারা বৈশ্য, তাঁহারা ইঁহার উরু; ইঁহার পাদদ্বয় হইতে শূদ্র উৎপন্ন হইল। ১১॥

ইঁহার মন হইতে চন্দ্র উৎপন্ন, চক্ষু হইতে সূর্য্য উৎপন্ন, মুখ হইতে ইন্দ্র ও অগ্নি এবং প্রাণ হইতে বায়ু উৎপন্ন হইল। ১২॥

ইঁহার নাভি হইতে অন্তরীক্ষ (ভুবর্লোক) হইল, মস্তক হইতে স্বর্গ (স্বর্গলোক) প্রকাশিত হইল, পদদ্বয় হইতে ভূমি (ভূর্লোক) এবং শ্রোত্র অর্থাৎ শ্রবণেন্দ্রিয় হইতে দিক্‌সকল উৎপন্ন হইল। এইরূপে তাঁহারা সকল লোকের (চতুর্দশ ভুবনের) কল্পনা করিয়াছিলেন। ১৩॥

দেবতাগণ যে হবিরূপ (যজ্ঞীয় দ্রব্য সামগ্রীরূপ) পুরুষের দ্বারা যজ্ঞ বিস্তার

(সম্পাদন) করিয়াছিলেন, (তাহাতে) বসন্তঋতু আজ্য বা ঘৃত, গ্রীষ্মঋতু কাষ্ঠ বা সমিধ্ এবং শরৎ ঋতু হবিঃ বা হবনীয় দ্রব্য হইয়াছিল। ১৪ ॥

দেবগণ যে যজ্ঞ বিস্তার (অনুষ্ঠান) করিয়া পুরুষকে রজ্জু প্রভৃতির দ্বারা আবদ্ধ কোন পশুর ন্যায় আবদ্ধ করিয়াছিলেন, সেই যজ্ঞের সাতটি পরিধি (গায়ত্রী প্রভৃতি সাতটি ছন্দ) এবং একবিংশতি সমিধ্ ব্যবস্থিত। ১৫ ॥

দেবগণ যজ্ঞের দ্বারা যজ্ঞপুরুষের যজন (উপাসনা) করিয়াছিলেন। সেই সকল অনুষ্ঠান [লোকের] প্রাথমিক [বা মুখ্য] ধর্ম্ম। পুরুষের [নারায়ণের] মহিম-স্বরূপ সেই সকল দেবগণ যথায় পূর্ব্বতন সাধ্যগণ বিরাজমান, সেই স্বর্গে সমবেত আছেন [অর্থাৎ বাস করেন] অথবা সেই স্বর্গের সেবা করেন। ১৬ ॥

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—

ব্রাহ্মণের পক্ষে পুরুষ-সূক্ত মন্ত্রের দ্বারা ষোড়শোপচারে পূজাবিধি; যথাক্রমে ১—আবাহনং; ২—আসনং; ৩—পাদ্যং ; ৪—অর্ঘ্যং; ৫—আচমনীয়ং ; ৬—মধুপর্কঃ ; ৭—স্নানম্ ; ৮—বস্ত্রম্ ; ৯—যজ্ঞসূত্রম্ ; ১০—অলঙ্কার ; ১১—গন্ধঃ ; ১২—পুষ্পম্ ; ১৩—ধূপঃ ; ১৪—দীপঃ ; ১৫—নৈবেদ্যম্ ; ১৬—নমস্কার।*

---

*শাখাভেদে পূজাবিধি—

ঋগ্বেদস্যাশ্বলায়ন শাখায়াস্তু 'যৎপুরুষেণ হবিষা ইত্যাদিনা স্নানীয়ং ৬, তং যজ্ঞং বর্হিষীত্যাদিনা বস্ত্রং ৭, তস্মাৎ যজ্ঞা সর্ব্বহুতঃ সংভৃতমিত্যাদিনা যজ্ঞোপবীতং ৮, তস্মাৎ যজ্ঞাৎ সর্ব্বহুত ঋচঃ সামানীত্যাদিনা চন্দনং ৯; তস্মাদশ্বাঅজায়ন্ত ইত্যাদিনা পুষ্পং ১০, যৎপুরুষং ব্যদধুরিত্যাদিনা ধূপং ১১, ব্রাহ্মণোহস্য মুখমাসীদিত্যাদিনা দীপং ১২, চন্দ্রমা মনসো জাত ইত্যাদিনা নৈবেদ্যং ১৩, নাভ্যা আসীদন্তরিক্ষমিত্যাদিনা তাম্বুলং ১৪, সপ্তাস্যাসন্‌পরিধয় ইত্যাদিনা নীরাজনং ১৫, ইতি ভেদঃ অন্যৎ সমানম্। শাখাভেদে কিছু ভেদ বিবেচনা হইলে নিজ নিজ শ্রীগুরুদেবের নিকট হইতে অবশ্য জানিয়া লইতে হইবে। নচেৎ অপরাধ হইবার বিশেষ সম্ভাবনা।

পুরুষসূক্তে ন্যাসবিধি—

উপনীত সৎ ব্রাহ্মণ পুরুষ-সূক্ত মন্ত্রে সর্ব্বাঙ্গন্যাস করিয়া পরে উক্ত মন্ত্রে উপচার সমর্পণ করিতে পারেন ; অপরের পক্ষে ইহাতে অধিকার নাই ; তবে স্তোত্র বিচারে বিষ্ণু মন্ত্রে দীক্ষিত বৈষ্ণব ইহা পাঠ করিতে পারেন। সকল শাস্ত্রই বৈষ্ণব ও ব্রাহ্মণের এই প্রকার অধিকার দিয়াছেন। শাস্ত্রবাক্য লঙ্ঘন করিলে প্রত্যয়ভাগী হইতে হয়।

পূজাক্রম —

শ্লোক	অঙ্গন্যাস	সর্ব্বাঙ্গন্যাস	উপচারদান
১ সহস্রশীর্ষা	...	বামকরে	আবাহনং
২ পুরুষ এবেদং	...	দক্ষিণকরে	আসনং
৩ এতাবানস্য	...	বামপদে	পাদ্যং
৪ ত্রিপাদূর্দ্ধ	...	দক্ষিণপদে	অর্ঘ্যং
৫ ততো বিরাড় (তাস্মাৎবিরাড়্)		বামজানুনি	আচমনীয়ং
৬ যৎপুরুষেণ	...	দক্ষিণ জানুনি	স্নানং
৭ তং যজ্ঞং	...	বাম কট্যাং	বস্ত্রং
৮ তস্মাৎ যজ্ঞাৎ	...	দক্ষিণ কট্যাং	যজ্ঞোপবীত
৯ তস্মাৎ যজ্ঞাৎ	...	নাভ্যাং (চন্দনং)	
১০ তস্মাদশ্বা	...	হৃদয়ে	পুষ্পানি
১১ যৎ পুরুষং	...	কণ্ঠে	ধূপং
১২ ব্রাহ্মণস্য মুখং	হৃদয়ায়নমঃ	বামভূজে	দীপং
১৩ চন্দ্রমামনসো	শিরসে স্বাহা	দক্ষিণভূজে	নৈবেদ্যং
১৪ নাভ্যাআসীদ্	শিখায়ৈবষট্	মুখে	তাম্বূলম্
১৫ সপ্তাস্যাসন্	কবচায় হুঁ	নেত্রয়ো	নিরাজনম্
১৬ যজ্ঞেন যজ্ঞং	অস্ত্রায় ফট্	শিরসি	পুষ্পাঞ্জলি
১৭—২২	...	...	প্রণাম

'ব্রহ্মসংহিতা' গ্রন্থের (পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ) প্রথম শ্লোক—

"ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদি গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্ ॥" ১ ॥

মূলানুবাদ—শ্রীকৃষ্ণ পরম ঈশ্বর, সচ্চিদানন্দবিগ্রহ অর্থাৎ তাঁহার শ্রীমূর্ত্তি নিত্যজ্ঞানানন্দ স্বরূপ, তিনি স্বয়ং অনাদি অতএব সকলের আদিতত্ত্ব (তাঁহার আদি আর কোন তত্ত্ব নাই) তাঁহার অপর নাম শ্রীগোবিন্দ। তিনি অনন্ত জগতের সর্ব্বকারণের মূল কারণস্বরূপ।

বিশেষ—শ্রীমন্মহাপ্রভুর পার্ষদপ্রবর স্ব-সম্প্রদায়ে সৎ-সিদ্ধান্ত সমূহের সংরক্ষক **শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামিচরণ** মূলশ্লোক সমূহের টীকায় বিস্তৃত অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন। এস্থলে মূলানুবাদের মধ্যে মধ্যে তাহার সংক্ষিপ্ত ভাবার্থ লিখিত হইবে মাত্র।

যাঁহার কৃপায় এই ব্রহ্মসংহিতা ব্যাখ্যা করিতে ইচ্ছা প্রকাশ হইয়াছে, সেই শ্রীকৃষ্ণের রূপ-মহিমা আমার চিত্তে প্রভাব বিস্তার করুন। শতাধ্যায়ী ব্রহ্মসংহিতার এই পঞ্চম অধ্যায় সূত্র স্বরূপ, অতএব সম্পূর্ণ গ্রন্থের তাৎপর্য্য ইহাতে নিহিত আছে। শ্রীমদ্ভাগবত আদি গ্রন্থে সুবুদ্ধি সম্পন্ন বিচারশীল পণ্ডিতগণ যাহা অবলোকন করিয়াছেন, সেই সমস্ত তত্ত্বই ইহাতে প্রকাশিত, তজ্জন্য আমার হৃদয় আনন্দে পরিপূর্ণ।

'এতে চাংশ কলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভাগবান্ স্বয়ম্' শ্রীমদ্ভাগবতের ১ম স্কন্ধঃ ৩য় অধ্যায়ে এই তত্ত্ব উক্ত আছেন. এই গ্রন্থেও তাহাই প্রথম নির্ণীত হইতেছেন। শ্রীকৃষ্ণ সকল অবতারের মূল অবতারী স্বয়ং ভগবান্। মূল শ্লোকে 'কৃষ্ণ' পদটী তাঁহার মুখ্য নাম। নাম কারণ প্রসঙ্গে শ্রীগর্গাচার্য্য প্রথম 'কৃষ্ণ' নামই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। মূলমন্ত্রেও কৃষ্ণনামের প্রথম প্রয়োগ থাকায় ইহাই মুখ্যনামরূপে সুনিশ্চিত। এই গ্রন্থে অগ্রে যে 'গোবিন্দ' নামে স্তব করিবেন, তাহা শ্রীশ্রীকৃষ্ণের গবেন্দ্রস্বরূপ (গো-সমূহের অধিনায়করূপে) অর্থ বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন জন্যই জানিতে হইবে। 'আসন্ বর্ণাস্ত্রয়োহস্য' ইত্যাদি শ্লোকদ্বয়েও শ্রীকৃষ্ণে কর্তৃত্ব এবং সর্ব্বোৎ-

কর্ষকত্ব গুণ থাকায় তাঁহার 'কৃষ্ণ' এই নাম মুখ্যরূপে প্রতিপাদিত হইয়াছেন। রূঢ়ি ও যোগবৃত্তি অর্থাৎ ব্যুৎপত্তি দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের মুখ্যত্ব টীকায় বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছেন।

এই শ্লোকে 'কৃষ্ণ' পদই বিশেষ্য। অন্য পদ সমূহ বিশেষণ। রূপ-গুণ-মাধুর্য্যাদির দ্বারা সর্ব্বাকর্ষক আনন্দময় মূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণ। ইনিই পরমতমতত্ত্ব স্বয়ং ভগবান্ শ্রীব্রজেন্দ্র-নন্দন। শ্রীজীব গোস্বামিপাদ শ্রীমদ্ভাগবত ও বেদাদি শাস্ত্র প্রমাণের দ্বারা টীকায় তাহা নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। তিনিই সর্ব্বশক্তিমান্ পরম-ঈশ্বর। তাঁহার শ্রীবিগ্রহ অপ্রাকৃত, নিত্যচৈতন্য আনন্দ স্বরূপ। জীবাদির মত মায়িক মূর্ত্তি নহেন। তিনি অনাদিকাল হইতেই স্ব-পরকীয় নিত্যলীলাস্থল শ্রীবৃন্দাবনাদিতে বিরাজিত আছেন। তিনি গোচারণ-লীলাকৌতুকী বলিয়া তাঁহার 'গোবিন্দ' নাম প্রসিদ্ধ। নানা শাস্ত্রে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের মূলকারণ অনেকরূপে নির্দ্দিষ্ট হইলেও সর্ব্বশাস্ত্র সমন্বয়বিচারে শ্রীকৃষ্ণই সর্ব্বকারণের মূল কারণ বলিয়া নির্ণীত হইয়াছেন ॥ ১ ॥ (শ্রীবৃন্দাবনধামস্থ পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ভক্তিতীর্থ মহাশয়-সংস্করণ ব্রহ্মসংহিতা-গ্রন্থে দ্রষ্টব্য)।

এই গ্রন্থে শ্রীধামতত্ত্ব পরিকরসহ লীলাবিলাস-রহস্য, শ্রীগোবিন্দের সচ্চিদানন্দময় শ্রীবিগ্রহের সারস্য প্রভৃতি অনুভব করিতে পারা যায়। এই নিমিত্ত সপ্তবিংশতি (২৭) শ্লোকে যে, 'গায়ত্রীং গায়তস্তস্মাদধিগত্য সরোজজঃ। সংস্কৃতশ্চাদিগুরুণা দ্বিজতামগমত্ততঃ' এই বাক্যে 'গায়ত্রী' ও 'দ্বিজত্ব' বলিতে যদি কেহ 'ব্রহ্ম-গায়ত্রী'* ও 'ব্রাহ্মণত্ব' বলিতে ইচ্ছা করেন তবে সেই ব্রহ্ম-গায়ত্রীর অর্থও যে 'শ্রীকৃষ্ণ' তাহাই দেখান হইতেছে। আরও 'শ্রীকৃষ্ণই' মূলকারণ রূপে যেখানে সকল অবতার ও অনন্ত প্রকাশের আদি সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ হইতেছেন। সেই শ্রীবিগ্রহের সেবার আকর বা মূলশ্রীমূর্ত্তি হইতেছেন—'শ্রীরাধা'। শ্রীকৃষ্ণই —শ্রীনারায়ণ, শ্রীরাম, শ্রীগৌরাঙ্গ ইত্যাদি স্বরূপে যেমন—লীলা প্রকাশ করিয়াছেন; সেই সেই লীলায় সেবার জন্য শ্রীরাধাও তদ্রূপযোগী শ্রীমূর্ত্তি ধারণ করিয়া-

* 'ভূর্ভুবঃ স্বঃ তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গোদেবস্য ধীমহি ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ'

ছেন। যেমন—শ্রীলক্ষ্মী, শ্রীসীতা ইত্যাদি। এস্থলেও তেমনই গায়ত্রীর দেবতা শ্রীকৃষ্ণের সেবার জন্য আবাহনকালে যথা—'আয়াহি বরদে 'দেবী' বলিয়া যাঁহার আবাহন, তিনিই হইতেছেন—শ্রীমতী রাধারাণী। ইহাই 'দেবী' শব্দের প্রকৃত তাৎপর্য্য দেখানো হইতেছে।

যদি কেহ সূর্য্য, শিব, অগ্নি ইত্যাদি ব্রহ্মগায়ত্রীর অর্থ করিতে ইচ্ছা করেন তবে তৎস্থলেও 'দেবী' শ্রীরাধা শক্তির অনুগতা কুমারী, সাবিত্রী ও সরস্বতীকে জানিলে আর স্বতন্ত্র ঈশ্বরাভিমানের সম্ভাবনা নাই। অপর 'ব্রাহ্মণ' শব্দ হইতেছে বর্ণোত্তম দেহের পরিচয় আর 'দ্বিজ' শব্দ হইতেছে পরব্রহ্মের উপাসনামূলক দ্বিতীয় জন্ম। শ্রীব্রহ্মার প্রথম জন্ম হইল শ্রীনারায়ণের নাভিকমল হইতে আর দ্বিতীয় জন্ম হইল 'অষ্টাদশাক্ষর' মন্ত্র প্রাপ্তি হইতে। এই অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্র ও কামগায়ত্রী কি, তাহাই ব্রহ্মসংহিতা তৃতীয় শ্লোকে 'ষড়ঙ্গ ষট্‌পদীস্থানং' ও চব্বিশ শ্লোকে 'কাম কৃষ্ণায় গোবিন্দ ও গোপীজন ইত্যাদি' শব্দে প্রকাশমান্।

বৃহগৌতমীয় তন্ত্রে 'দেবী' শব্দের অর্থ—

'**দেবী** কৃষ্ণময়ী প্রোক্তা রাধিকা পরদেবতা।
সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী সর্ব্বকান্তিঃ সম্মোহিনী পরা॥'

অর্থাৎ পরদেবতা রাধিকাদেবী 'সাক্ষাৎকৃষ্ণময়ী', 'সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী', 'সর্ব্বকান্তি', 'কৃষ্ণসম্মোহিনী' ও পরাশক্তি বলিয়া কথিত হইয়াছেন।

'দেবী' শব্দে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আঃ ৪।৮৪—১০০ পয়ারে বলিতেছেন,—

'দেবী' কহি দ্যোতমানা, পরমাসুন্দরী। কিম্বা, কৃষ্ণ পূজা-ক্রীড়ার বসতি নগরী॥
কৃষ্ণময়ী—কৃষ্ণ যাঁর ভিতরে বাহিরে। যাঁহা যাঁহা নেত্রপড়ে তাহা কৃষ্ণ স্ফুরে॥
কিম্বা, প্রেমরসময় কৃষ্ণের স্বরূপ। তাঁর শক্তি তাঁর সহ হয় একরূপ॥
কৃষ্ণবাঞ্ছা পূর্ত্তিরূপ করে আরাধনে। অতএব 'রাধিকা' নাম পুরাণে বাখানে॥

শ্রীভাঃ ১০ স্কঃ, ৩০ অঃ, ২৪ শ্লোকে—দেবী শ্রীরাধার সঙ্কেত—

'অনয়ারাধিতো নূনং ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ।
যন্নো বিহায় গোবিন্দঃ প্রীতো যামনয়দ্রহঃ॥'

অতএব সর্ব্বপূজ্যা, পরম দেবতা। সর্ব্বপালিকা, সর্ব্ব জগতের মাতা ॥(ক)
'সর্ব্বলক্ষ্মী' শব্দ পূর্ব্বে করিয়াছি ব্যাখ্যান। সর্ব্বলক্ষ্মীগণের তেহোঁ হন অধিষ্ঠান ॥
কিম্বা,'সর্ব্বলক্ষ্মী'—কৃষ্ণের ষড়্বিধ ঐশ্বর্য্য। তাঁর অধিষ্ঠাত্রীশক্তি—সর্ব্বশক্তিবর্য্যা ॥
সর্ব্ব-সৌন্দর্য্য কান্তি বৈসয়ে যাঁহাতে। সর্ব্বলক্ষ্মীগণের শোভা হয় যাঁহা হৈতে ॥
কিম্বা 'কান্তি' শব্দে কৃষ্ণের সব ইচ্ছা কহে। কৃষ্ণের সকল বাঞ্ছা রাধাতেই রহে ॥
রাধিকা করেন কৃষ্ণের বাঞ্ছিত পূরণ। সর্ব্বকান্তি শব্দের এই অর্থ বিবরণ ॥
জগৎমোহন কৃষ্ণ তাঁহার মোহিনী। অতএব সমস্তের পরা-ঠাকুরাণী ॥
রাধা—পূর্ণশক্তি, কৃষ্ণ—পূর্ণশক্তিমান্। দুই বস্তু ভেদ নাহি, শাস্ত্র পরমাণ ॥
মৃগমদ, তারগন্ধ,—যৈছে অবিচ্ছেদ। অগ্নি, জ্বালাতে যৈছে কভু নাহি ভেদ ॥
রাধাকৃষ্ণ ঐছে সদা একই স্বরূপ। লীলারস আস্বাদিতে ধরে দুইরূপ ॥
প্রেমভক্তি শিখাইতে আপনে অবতরি। রাধাভাব কান্তি দুই অঙ্গীকার করি ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে কৈল অবতার। এইত' পঞ্চমশ্লোকে অর্থ পরচার ॥
('বুঝহ গায়ত্রী অর্থ এই বেদসার। বহু-রূপে প্রকাশিত নানা শক্তি তার ॥')

(ক) সর্ব্বলক্ষ্মীগণের রাধিকা আশ্রয় স্বরূপা ; অথবা সর্ব্বলক্ষ্মী শব্দে কৃষ্ণের ষড়বিধ ঐশ্বর্য্য ; তিনিই কৃষ্ণের অধিষ্ঠাত্রী শক্তি। অতএব সমস্তের (গায়ত্রী-দেবীরও) পরা-ঠাকুরাণী এই পর্য্যন্ত 'দেবী কৃষ্ণময়ী' শ্লোকের অর্থ হইতেছে— (শ্রীভাঃ ১০।৩০।৩৬-৩৭)—

'যাং গোপীমনয়ৎ কৃষ্ণো বিহায়ান্যাঃ স্ত্রিয়ো বনে' ;
'সা চ মেনে তদাত্মানং বরিষ্ঠং সর্ব্বযোষিতাম্' ইতি চ।

তাপনীভ্যশ্চ (উত্তর ১২)—

'তাসাং মধ্যে গান্ধর্বা শ্রেষ্ঠা' ইতি চ।
'কেবলং যো ভজেদ্ভক্তো মাধবং রাধিকাং বিনা।
মাধবোনৈব তুষ্টঃ স্যাৎ সাধনং তদ্বৃথা ভবেৎ ॥' ইতি।
'রাধা ভজনে যদি মতি নাহি ভেলা। কৃষ্ণভজন তব অকারণ গেলা ॥
আতপ রহিত সূরজ নাহি জানি। রাধা বিরহিত মাধব নাহি মানি ॥'

কেবল মাধব পূজয়ে, সো অজ্ঞানী। রাধা অনাদর করই অভিমানী ॥১॥
কবঁহি নাহি করবি তাঁকর সঙ্গ। চিত্তে ইচ্ছসি যদি ব্রজরস-রঙ্গ ॥২॥
রাধিকা-দাসী যদি হোয় অভিমান। শীঘ্রই মিলই তব গোকুল কান ॥৩॥
ব্রহ্মা, শিব, নারদ, শ্রুতি নারায়ণী। রাধিকা পদরজ পূজয়ে মানি ॥৪॥
উমা, রমা, সত্যা, শচী, চন্দ্রা, রুক্মিণী। রাধা-অবতার সবে, আম্নায়-বাণী ॥৫॥
হেন রাধা-পরিচর্য্যা যাকর ধন। ভকতিবিনোদ তাঁর মাগয়ে চরণ ॥৬॥

বেদান্তদর্শন—'শক্তিশক্তিমতোরভেদঃ'*

'তৎ সবিতুর্বরেণ্যং ভর্গোদেবস্য ধীমহি ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ।'—ঋগ্বেদ ৩য় মণ্ডল, ৬২ সূক্ত, ১০ ঋক্। বিশ্বামিত্র ঋষি এইরূপে গায়ত্রী প্রকাশ করিয়াছেন।

অন্বয়—যঃ (সবিতা) নঃ (আমাদিগের) ধিয়ঃ (বুদ্ধিবৃত্তি সমূহকে) প্রচোদয়াৎ (প্রেরণা করিতেছেন) তৎসবিতুঃ (সেই সবিতাদেবের) বরেণ্যং (বরণীয়) ভর্গঃ (তেজকে) বয়ং (আমরা) ধীমহি (ধ্যান করি)। ভর্গঃ—দ্বিতীয়া বিভক্তির একবচন (ধীমহির কর্ম্ম)।

ধিয়ঃ— দ্বিতীয়া বিভক্তির বহুবচন (বুদ্ধিবৃত্তি সমূহকে—প্রচোদয়াৎ ক্রিয়ার কর্ম্ম। বর্ত্তমানকালে প্রচোদয়তি।)

'শ্রীব্রহ্মাসংহিতায়' শ্রীগোপালমন্ত্র বা অষ্টদশাক্ষরমন্ত্রের বিষয় বলা হইতেছে,—

কর্ণিকারং মহদযন্ত্রং ষট্কোণং বজ্রকীলকং।
ষড়ঙ্গ-ষট্পদাস্থানং প্রকৃত্যা পুরুষেণ চ ॥

---

* বারাণস্যাং বিশালাক্ষী বিমলা পুরুষোত্তমে। রুক্মিণী দ্বারবত্যাস্তু রাধা বৃন্দাবনে বনে' ইতি মৎসপুরাণাৎ। 'রাধয়া মাধবো দেবো মাধবেনৈব রাধিকা। বিভ্রাজন্তে জনেষ্বা' ইতি ঋক্ পরিশিষ্টশ্রুতৌ চ। অত্রবিশেষজিজ্ঞাসায়াং কৃষ্ণার্চ্চনদীপিকা দ্রষ্টব্যা। (ব্রঃ সং—৪নং শ্লোকের শ্রীজীবপাদের টীকা দ্রষ্টব্য)।

প্রেমানন্দ-মহানন্দরসেনাবস্থিতং হি যৎ।
'জ্যোতীরূপেণ মনুনা' কামবীজেন সঙ্গতম্ ॥ ৩ ॥

বঙ্গার্থ— এই শ্লোকে শ্রীমদষ্টাদশাক্ষরাত্মক মহামন্ত্ররাজের মুখ্যপীঠ বর্ণিত হইতেছেন। পূর্ব্বোক্ত সহস্রদল কমলের কর্ণিকার অর্থাৎ মধ্যস্থল, মহাযন্ত্ররূপে অবস্থিত। সর্ব্বত্র পূজার জন্য যে যন্ত্র লিখিত হয়, তাহার স্বরূপ যথা—যাহার অভ্যন্তরে, ত্রিকোণদ্বয়ের সন্নিবেশ বিশেষের দ্বারা ষট্ কোণ অবস্থিত ; এবং কর্ণিকারে, বীজরূপ হীরক কীলক অর্থাৎ বীজ সহিত চতুর্থ্যন্ত কৃষ্ণ শব্দ শোভিত। ষড়ঙ্গ যুক্ত ষট্পদী অর্থাৎ শ্রীমদষ্টাদশাক্ষরী (মন্ত্ররাজ) তাহার স্থান। শ্রীকৃষ্ণই মন্ত্রের কারণ রূপে, তদধিষ্ঠাতৃ দেবতা রূপে, বর্ণসমুদায় রূপে, আরাধ্য রূপে অবস্থান করেন। প্রেমরসের পরিপক্ক অবস্থার নাম-মহানন্দরস, শ্রীগোকুলধাম ঐ মহানন্দরসে নিত্য অবস্থিত আছে। আর স্বয়ং প্রকাশরূপ কামবীজ সহিত মহামন্ত্ররাজ ঐ যন্ত্রে অবস্থিত রহিয়াছেন। এই শ্লোকে শ্রীগোকুল-ধামের সৎ, চিৎ, আনন্দরূপ দেখাইয়াছেন। 'সঙ্গত' শব্দ হইতে নিত্য অধিষ্ঠিত হইবার জন্য 'সৎ' ভাব প্রকট হইতেছে, 'জ্যোতীরূপ' হইতে স্ব-প্রকাশ হইবার জন্য 'চিদ্' ভাব স্পষ্ট হইয়াছে ; তথা 'প্রেমানন্দ মহানন্দরস' হইতে আনন্দরূপ ব্যক্ত হইয়াছে। এইজন্য শ্রীগোকুল-ধামকে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ হইতে অভিন্ন রূপে মানিতে হইবে। বরাহ পুরাণেও বলিতেছেন,—'ইদং বৃন্দাবনং নাম মম ধামৈব কেবলম্। পঞ্চ যোজন মেবাস্তি 'বনং মে দেহরূপকম্' ॥ সর্ব্বদেবময়শ্চাহং ন ত্যজামি বনং ক্বচিৎ। তেজোময়মিদং রম্যমদৃশ্যং চর্ম্মচক্ষুষা ॥' একমাত্র পঞ্চ-যোজন এই শ্রীব্রজধাম আমার দেহ স্বরূপ। সর্বদেবময় আমি এই বন কখনও পরিত্যাগ করিনা। এইরূপ রম্য তেজোময় বন চর্ম্মচক্ষুর (প্রাকৃত-চক্ষুর) দৃষ্টির অগোচর।

অন্বয়—কর্ণিকারং (কমলস্য মধ্যভাগ) মহদ্ যন্ত্রম্ (দেবাস্যধিষ্ঠানম্) ষট্কোণং (ষট্ কোণাভ্যন্তরে যস্য তৎ) বজ্র কীলকং (বীজরূপ হীরক কীলকশোভিতম্)

ষড়ঙ্গ-ষট্পদী স্থানং (ষড়ঙ্গানি যস্যাঃ সা ষড়ঙ্গা, ষট্পদানি যস্যাঃ সা ষট্পদী শ্রীমদষ্টাদশাক্ষরী ষড়ঙ্গা চাসৌ ষট্পদী চ ষড়ঙ্গ ষট্পদী তস্যাঃ স্থানম্") প্রকৃত্যা (প্রকৃতি মন্ত্র সম্বরূপঃ স্বয়মেব শ্রীকৃষ্ণঃ কারণ রূপস্তস্যা) পুরুষেণ চ (পুরুষোঽপি স এব তদাধিষ্ঠাতৃ দেবতা রূপস্তেন চ) অবস্থিতম্।

প্রেমানন্দ মহানন্দ রসেনাবস্থিতম্ (প্রেমরূপো য আনন্দস্তং পরিপাক ভেদেন সঞ্জাতো মহানন্দ রসস্তদাত্মকেনাবস্থিতম্) তথা জ্যোতীরূপেণ—(স্বপ্রকাশেন) মন্থনা (মন্ত্ররূপেণ) কামবীজেন সঙ্গতম্ (মিলিতম্) যং (গোকুল ধাম)। ৩॥

টীকায়—শ্রীজীব গোস্বামিপাদ 'সর্ব্ব মন্ত্রগণ সেবিতস্য **শ্রীমদষ্টাদশাক্ষর মন্ত্র রাজস্য**, বহু পীঠস্য মুখ্যং পীঠমিদমিত্যাহ কর্ণিকার মিতি দ্বয়েণ। মহদ্-যন্ত্র মিতি যং প্রকৃতিরেব সর্ব্বত্র যন্ত্রত্বেন পূজার্থং লিখ্যতে ইত্যর্থঃ। যন্ত্রমেব দর্শয়তি, ষট্ কোণা অভ্যন্তরে যস্য তৎ। বজ্র কীলকং কর্ণিকারে বীজ রূপ হীরক কীলক শোভিতং। যন্ত্রেচকারো-পলক্ষিতা চতুর্থ্যন্তা চতুরক্ষরী কীলরূপা জ্ঞেয়া। ষট্ কোনত্বে প্রয়োজনমাহ—ষট্ অঙ্গানি যস্যাং সা ষট্ পদী **শ্রীমদষ্টাদশাক্ষরী** তস্যাঃ স্থানং প্রকৃতি মন্ত্রস্য স্বরূপং স্বয়মেব শ্রীকৃষ্ণঃ কারণরূপত্বাৎ তচ্চোক্তং ঋষ্যাদি স্মরণে-কৃষ্ণপ্রকৃতিরিতি। পুরুষশ্চ স এব তদাধিষ্ঠাতৃ দেবতারূপঃ তাভ্যামবস্থিতমধিষ্ঠিতং। সহি মন্ত্রে চতুর্ধা প্রতীয়তে ১ মন্ত্রস্য কারণ রূপত্বেন, ২ অধিষ্ঠাতৃ দেবতারূপত্বেন, ৩ বর্ণ সমুদায় রূপত্বেন, ৪ আরাধ্য রূপত্বেন চ। তত্র কারণ রূপত্বেনাধিষ্ঠাতৃ দেবতা রূপত্বেন ত্রোচ্যতে। আরাধ্য রূপত্বেন প্রাগুক্তঃ। ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণ ইতি। বর্ণ রূপত্বেনাগ্রত উদ্ধরিষ্যতে। কামঃ কৃষ্ণায় ইতি। যথোক্তং হয়শীর্ষ পঞ্চরাত্রে, বাচ্যত্বং বাচকত্বঞ্চ দেবতা মন্ত্রয়োরিহ। অভেদেনোচ্যতে ব্রহ্মণ্ তত্ত্ববিদ্ভির্বিচারত";ইতি। গোপাল-তাপনী শ্রুতিষু,'বায়ু যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো জন্যে জন্যে পঞ্চ রূপো বভূব*। কৃষ্ণ-স্তথৈকোঽপি জগদ্ধিতার্থং শব্দেনাসৌ পঞ্চ পদো বিভাতি' ইতি। ক্বচিদ্ গাঁথা

* পঞ্চবায়ু—প্রাণ, অপান, উদান, ব্যান, সমান।

অধিষ্ঠাতৃত্বং শক্তি-শক্তিমতোরভেদ বিবক্ষয়া। যঃ কৃষ্ণ সৈব দুর্গা স্যাদ যা দুর্গা কৃষ্ণ এব সঃ'—গৌতমীয়-তন্ত্র।

পঞ্চ পদের ব্যাখ্যা—শ্রীগোকুল নামক কমলের কর্ণিকায় শ্রীকৃষ্ণ ভগবানের নিত্য আবির্ভাব। অতএব শ্রীগোকুল মহাযন্ত্র স্বরূপ। এই মূল যন্ত্রের প্রতিকৃতিই সর্ব্বত্র পূজার জন্য লিখিত হয়। এই যন্ত্র কিরূপ? সহস্রদল কমলের কর্ণিকার মধ্যস্থলে এক ষট্ কোণ অর্থাৎ সম্পুটিত দুই ত্রিকোণ বর্ত্তমান। আর কর্ণিকায় কামবীজ এবং হীরকময় কীলক দ্বারা সুশোভিত আছে। শ্রীগোপাল-কল্পতন্ত্রে লিখিত আছে, 'তন্মন্ত্রস্য কীলকমুচ্যতে—হ্রীং কীলকমিতি' অষ্টাদশাক্ষর মহামন্ত্ররাজের 'হ্রীং' কীলক বলিয়া বিদিত। এই জন্য গোপাল পীঠে 'হ্রীং' কীলকের কোণত্রয়ে ন্যাস হইয়া থাকে। এই মন্ত্ররাজ কিরূপ? 'ষড়ঙ্গ'—ষড়ঙ্গ-ন্যাসের সহিত যুক্ত আছে। 'শ্রীহরিভক্তি বিলাস' নামক বৈষ্ণব-স্মৃতি-গ্রন্থে নিম্ন প্রকারের ষড়ঙ্গ-ন্যাসের উল্লেখ আছে,—

"বর্ণৈনৈকেন হৃদয়ং ত্রিভিরেব শিরো মতম্। চতুর্ভিশ্চ শিখা প্রোক্তা তথৈব কবচং মতম্॥ নেত্রং তথা চতুর্বর্ণৈরস্ত্রং দ্বাভ্যাং তথা মতম্।" অর্থাৎ এক অক্ষর 'ক্লীং' (১) কাম বীজ হইতে 'হৃদয়ায় নমঃ' (২) তিন অক্ষর 'কৃষ্ণায়' হইতে 'শিরসে স্বাহা'। (৩) চার অক্ষর 'গোবিন্দায়' হইতে 'শিখায়ৈ বষট্'। (৪) চার অক্ষর 'গোপীজন' হইতে 'কবচায় হুম'। (৫) চার অক্ষর 'বল্লভায়' হইতে 'নেত্র ত্রয়ায় বৌষট্'। (৬) দুই অক্ষর 'স্বাহা' হইতে 'অস্ত্রায় ফট্'। 'ষট্ পদী' মহামন্ত্র রাজে 'কাম বীজ' আদি ছয় পদ আছে। এইরূপে এই শ্লোকের এই অর্থ হইল যে, মহাযন্ত্র স্বরূপ শ্রী গোকুল নামক সহস্রদল কমলের কর্ণিকায় কাম-বীজ যুক্ত অষ্টাদশাক্ষর মহামন্ত্ররাজ বিরাজমান আছেন। এই শ্রীগোকুল-ধাম প্রকৃতি-পুরুষ দ্বারা অধিষ্ঠিত। প্রকৃতির অর্থ মন্ত্রের আশ্রয় স্থান স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই, কারণ ইনিই মূল কারণ। ঋষ্যাদিস্মরণেও 'কৃষ্ণ প্রকৃতিরিতি' বলা হইয়াছে। পুরুষের অর্থও শ্রীকৃষ্ণই; কেননা শ্রীকৃষ্ণই মন্ত্রের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা স্বরূপে তথা কারণ, বর্ণ, আরাধ্য এই চার রূপে বিরাজমান।

অপর তাৎপর্য্য—শ্রীকৃষ্ণলীলা-প্রকট ও অপ্রকট ভেদে দ্বিবিধ। সাধারণ মানবের নয়নগোচর যে শ্রীবৃন্দাবন লীলা, তাহাই প্রকট কৃষ্ণ-লীলা এবং যাহা চর্ম্মচক্ষে লক্ষিত হয় না, সেই শ্রীকৃষ্ণ-লীলাই অপ্রকট। গোলোকে অপ্রকট-লীলা সর্ব্বদা প্রকট, এবং গোকুলে অপ্রকট লীলা কৃষ্ণের ইচ্ছা হইলে প্রাপঞ্চিক চক্ষে প্রকট হন। কৃষ্ণসন্দর্ভে শ্রীজীবপাদ বলিয়াছেন—'অপ্রকট-লীলাতঃ প্রসৃতিঃ প্রকট লীলায়ামভিব্যাক্তিঃ' অর্থাৎ অপ্রকট লীলার অভিব্যক্তিই প্রকট লীলা। শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে আরও বলিয়াছেন—'শ্রীবৃন্দাবনস্থ প্রকাশ বিশেষো গোলোকত্বং তত্র প্রাপঞ্চিক লোক প্রকট লীলা বিকাশত্বেনাবভাসমানঃ প্রকাশো গোলোক ইতি সমর্থনীয়ম্।' অর্থাৎ প্রাপঞ্চিকলোকে প্রকট-লীলা হইতে যে অবকাশ, তাহাতে যে লীলার অপ্রকট-ভাবে অবভাস হয়, তাহাই 'গোলোক'-লীলা; সুতরাং শ্রীরূপের ভাগবতামৃত বচনই এই কথার সমাধান—'যত্তু গোলোক-নামস্যাত্তচ্চগোকুল-বৈভবম্, তাদাত্ম্য-বৈভবত্বঞ্চ তস্যাতন্মহিম্নোন্নতেঃ॥' অর্থাৎ গোকুলে তদাত্মবৈভবই তাহার মহিমার উন্নতি। এতএব গোলোক গোকুলের বৈভব মাত্র। শ্রীকৃষ্ণের অখিল লীলা গোকুলে অপ্রকট হইলেও গোলোকে নিত্য প্রকট। সেই গোকুলের বৈভবরূপ গোলোকে বদ্ধজীব সম্বন্ধে অপ্রকট লীলার যে প্রকটতা, তাহাই আবার দুই প্রকার, অর্থাৎ—১ **মন্ত্রোপাসনাময়ী এবং ২ স্বারসিকী।** শ্রীজীব বলিয়াছেন যে, 'তত্তদেকতর স্থানাদি নিয়তস্থিতিক তৎ তৎমন্ত্রধ্যানময়।' একটিমাত্র লীলাও উপযুক্ত স্থানেই নিয়ত স্থিতিভাবে মন্ত্রধ্যান হইয়া থাকে। সেই ধ্যানগত গোলোক প্রকাশেই **মন্ত্রোপাসনাময়ী লীলা।** তাহা বিবিধ স্বেচ্ছাময়ী, অতএব **স্বারসিকী।** এই শ্লোকে দুই প্রকারই অর্থ এই যে—অষ্টাদশাক্ষরময়ী লীলার মন্ত্রগত পদ স্থানে স্থানে ন্যস্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের একটিমাত্র লীলা প্রকাশ করে; যথা—'ক্লীং কৃষ্ণায় গোবিন্দায় গোপীজন-বল্লভায় স্বাহা' এই মন্ত্রকে ষড়ঙ্গ ষট্পদী মন্ত্র বলে,—(১) কৃষ্ণায়, (২) গোবিন্দায়, (৩) গোপীজন, (৪) বল্লভায়,, (৫) স্বা, (৬) হা,—এই ষড়ঙ্গ ষট্পদী উত্তরোত্তর ন্যাস্ত করিয়া দেখাইলে মন্ত্রের অবস্থিত হয়।

ষট্‌কোণ মহাযন্ত্র এইরূপ,—বীজ অর্থাৎ কামবীজ 'ক্লীং' যন্ত্র কীলক স্বরূপে অভ্যন্তরস্থিত। এইরূপ যন্ত্র অঙ্কিত করিয়া চিন্ময়তত্ত্ব চিন্তা করিতে করিতে চন্দ্রধ্বজের ন্যায় তত্ত্বজ্ঞান হয়। 'স্বা-শব্দেন চ ক্ষেত্রজ্ঞো হেতি চিৎ প্রকৃতিঃ পরা ইতি গৌতমীয় তন্ত্রোপদেশে। শ্রীহরিভক্তিবিলাস মতে 'উত্তরাদ্ গোবিন্দায়েত্যস্মাৎ সুরভিং গোজাতিম্। তদুত্তরাদ্ গোপীজনেত্যস্মাৎ বিদ্যাশ্চতুর্দ্দশ। তদুত্তরাদ্ বল্লভ' ইত্যাদি। এইপ্রকার অর্থদ্বারা মন্ত্রোপাসনাময়ী একস্থান স্থিতা লীলানুভূতি হয়—ইহাই মন্ত্রোপাসনার তাৎপর্য্য। সাধারণ তাৎপর্য্য এই যে, শ্রীকৃষ্ণের চিন্ময় লীলায় প্রবেশ করিবার যাহার নিতান্ত বাসনা, তিনি ভক্তিরসজনিত সম্বন্ধ-জ্ঞানের আলোচনার সহিত স্বীয় চিৎ স্বরূপগত শ্রীকৃষ্ণ সেবা বিধান করিবেন। (১) শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপ, (২) শ্রীকৃষ্ণের চিন্ময় ব্রজলীলা-বিলাসস্বরূপ, (৩) তৎপরিকর গোপীজন স্বরূপ, (৪) তৎবল্লভ অর্থাৎ গোপীর অনুগত ভাবে শ্রীকৃষ্ণে আত্ম-নিবেদন স্বরূপ, (৫) শুদ্ধজীবের চিৎ (জ্ঞান) স্বরূপ, (৬) চিৎ প্রকৃতি অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ সেবা স্বভাব। এই স্বরূপ জ্ঞানোদয়ে সম্বন্ধ স্থাপন হয়। তাহাতে আত্ম-সংযোগ স্বরূপ অভিধেয় নিষ্ঠাক্রমে পরমাশ্রয় শ্রীকৃষ্ণ-রূপ পুরুষ ও শ্রীরাধার দাসী-রূপ 'অহং' প্রকৃতি,—এই ভাগবত-সেবা-সুখই একমাত্র রস—ইহাই অর্থ। সাধনাবস্থায় গোলোকে বা গোকুলে **মন্ত্রোপাসনাধ্যানময়ীলীলা**, এবং সিদ্ধাবস্থায় অসঙ্কোচিত বিহাররূপ স্বারসিকী লীলার উদয়; ইহাই গোলোক বা গোকুলেস্থিতি, তাহা ক্রমশঃ প্রকাশিত হইবেন। 'জ্যোতিরূপেণ মনুনা'—এইকথার অর্থ এই যে মন্ত্রে চিন্ময় অর্থ প্রকাশ এবং তাহাতে অপ্রাকৃত কামবীজ রূপ শুদ্ধ শ্রীকৃষ্ণ-প্রেম সম্মিলিত করিয়া সেবা করিতে করিতে প্রেমানন্দমহানন্দ রসের সহিত অবস্থিতি হয়। এইরূপ নিত্যলীলাই গোলোকে দেদীপ্যমানা। সর্ব্ব অভীষ্ট-পূরণকারী শ্রীকৃষ্ণ-নাম যেমন যেমন স্ফূর্ত্তি লাভ করিবেন, তেমন তেমন লীলা-শক্তির কৃপা হইতে থাকিবে। অতএব শ্রীকৃষ্ণ নামই সর্ব্বতোভাবেই আশ্রয়নীয়। শ্রীরূপ গোস্বামিপাদ বলিতেছেন,—

'নামচিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্য রস-বিগ্রহঃ।
পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যমুক্তোঽভিন্নত্বান্নামনামিনোঃ॥'
—পদ্মপুরাণও—ভঃ রঃ সিঃ পূঃ ২লঃ ১০৮॥ বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর।

শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য-মহাপ্রভুজীউ তাঁহার শিক্ষাষ্টকের প্রথম শ্লোকে বলিয়াছেন,—

'চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি নির্ব্বাপণম্।
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকা বিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং **'পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনম্'** ॥'

শ্রীরূপ গোস্বামিপাদ শ্রীকৃষ্ণ-নামাষ্টকে বলিয়াছেন,—

সুদিত্যাশ্রিতজনার্ত্তিরাশয়ে, রম্যচিদ্ঘন সুখস্বরূপিণে।
নাম গোকুল-মহোৎসবায়তে, কৃষ্ণ পূর্ণবপুষে নমো নমঃ॥
নারদবীণোজ্জীবন সুধোর্ম্মিনির্য্যাস মাধুরীপুর।
ত্বং কৃষ্ণনাম কামং স্ফুর মে রসনে রসেন সদা॥

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মঃ ১৭।১৩১-১৩৫ পয়ারে,—

**'নাম' 'বিগ্রহ' 'স্বরূপ'—তিন একরূপ।
তিনে' 'ভেদ'নাহি—তিন 'চিদানন্দ-রূপ॥
দেহ-দেহীর, নাম-নামীর কৃষ্ণে নাহি 'ভেদ'।
জীবের ধর্ম্ম-নাম-দেহ-স্বরূপে 'বিভেদ'॥
অতএব কৃষ্ণের নাম, 'দেহ' 'বিলাস'।
প্রাকৃতেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য নহে, হয় স্বপ্রকাশ॥
'কৃষ্ণ নাম', 'কৃষ্ণ গুণ', 'কৃষ্ণ লীলা'-বৃন্দ।
কৃষ্ণের স্বরূপ-সম, সব-চিদানন্দ॥
"হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরেহরে।
হরেরাম হরেরাম রাম রাম হরেহরে॥**

এই অষ্টাদশাক্ষরীয় শ্রীগোপাল মন্ত্ররাজ সম্বন্ধে শ্রীগোপাল তাপনী উপনিষৎ বলিতেছেন,—

শ্রীকৃষ্ণ-তত্ত্ব মননশীল সনকাদি মুনিগণ নিজপিতা শ্রীব্রহ্মাজীকে প্রশ্ন করেন,— ওঁ মুনয়ো হ বৈ ব্রাহ্মণমূচুঃ। কঃ পরমো দেবঃ? কুতো মৃত্যু বিভেতি? কস্য জ্ঞানেনাখিলং বিজ্ঞাতং ভবতি? কেনেদং বিশ্বং সংসরতীতি? ২ ॥

তদুহোবাচ ব্রাহ্মণঃ। কৃষ্ণ বৈ পরমং দৈবতং। গোবিন্দান্ মৃত্যু বিভেতি। গোপীজন-বল্লভজ্ঞানেন তজ্ জ্ঞাতং ভবতি। স্বাহয়েদং সংসরতীতি ॥ ৩ ॥

'কঃ কৃষ্ণো গোবিন্দশ্চ কো সাবিতি গোপীজন বল্লভঃ কঃ কা স্বাহেতি?' ৪॥ তাহার উত্তরে লোকপিতামহ ব্রহ্মা বলেন,—'তানুবাচ ব্রাহ্মণঃ পাপকর্ষকো গো-ভূমিবেদবিদিতো বিদিতা গোপীজনাবিদ্যাকলাপ্রেরকস্তন্মায়া চেতি সকলং পরং ব্রহ্মৈব তৎ ॥' ৫ ॥

বিবৃতি—শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীপাদ বলিতেছেন,—শ্রীগুরুকৃপালব্ধমষ্টাদশাক্ষর-মন্ত্র প্রকরণকং তদারাধনং বর্ণয়িতুং মুনিঃ প্রশ্নানবতারয়তি—মুনয় ইতি। হ স্পষ্টং। ব্রহ্মবেদং বেত্তীতি ব্রাহ্মণঃ পরমেষ্ঠী তং। অখিলং প্রাকৃতাপ্রাকৃতং সর্ব্ব বস্তু ॥ ২ ॥ পরমদৈবতমিতি—ভজনস্য কৃষ্ণ বিষয়েণ স বিষয়ো ভবতীত্যর্থঃ মৃত্যুর্বিভেতীতি গোবিন্দ রূপেণ স এব গোচারকো ব্যাঘ্রাদ্ গা উপমৃত্যো র্জীবানপি রক্ষতীত্যর্থঃ। তস্মিন্নেব গোপীজনানাং বল্লভত্বেনানুভূতে সতি ইদং প্রাকৃতাপ্রাকৃতং বস্তু সর্ব্ব-মেব বিনানুসন্ধানমপি জ্ঞাতং ভবতীতি ন ততোঽধিকমন্যজ্ জ্ঞানং নাস্ত্যেব। গোপীবল্লভ-বিষয়িণী ভক্তির্হি ভক্তি পরমকাষ্ঠা ভবতি। 'ভক্ত্যা মামাভিজানাতি'। ইত্যুক্তেঃ। ভক্তি পরমকাষ্ঠায়াং তস্যাং সত্যাং জ্ঞান পরমকাষ্ঠাপি ভবেদিত্যুক্তেঃ স্বাহেতি স্ব এব স্বাহারূপেণ জগদিদং বধ্নাতি চেত্যর্থঃ ॥ ৩-৪ ॥

'পাপানি প্রারব্ধাপ্রারব্ধ-সঞ্চিতানি কর্ষতি নাশয়তি, পাপং চিত্তমপি স্বীয় লীলায়ামাকর্ষতি। পাপ পুরুষান্ পুতনাবকেশ্যাদিন্ অসুরানপি স্বহতান্ মুক্তি-দানর্থমাকর্ষতি ইতি 'কৃষ্ণঃ' স এব পরম কৃপালুত্বাৎ পরমং দৈবতমিতি ভাবঃ। গোষু ব্রজস্থ সুরভিষু বিদিত শুদ্ ব্রহ্মকত্বাৎ, গো শব্দ বাচ্যেষু বেদেষ্বপি বিদিত-

স্তদ্ বাচ্যত্বাৎ; অতঃ সুরভি পৃথ্বী বেদান্ গাঃ পালয়িতুং বিন্দতীতি 'গোবিন্দঃ' স চ জীবানপি মৃত্যোঃ পালয়তীতি ভাবঃ। গোপায়তি সকলমিদং, গোপয়তি বা পুরং পুমাংসমিতি গোপী প্রকৃতিঃ; তস্যাং জাত জন ইতি মহদাদিকং পৃথিব্যন্তমিতি ক্রমদীপিকোক্তেঃ। গোপীজনৈর্ম্মা বিকৈস্তত্ত্বৈর্জ্জীবেধবিদ্যাং প্রেরয়তি ইতি সঃ। যদ্বা গোপীজনেষু ব্রজদেবী জনেষু হ্লাদিনী-শক্তিবৃত্তি-রূপেষু অবিদ্যাপ্রেরণস্যাসম্ভবাৎ অবিদ্যাশব্দেন মোহন সাধর্ম্ম্যাৎ প্রেমোচ্যতে; কলা বিস্তারঃ। 'কলাইলী কামধেনু'। যদ্বা গোপীজনেষু অবিদ্যাকলাং অজ্ঞান-চন্দ্রকলাং প্রেরয়তীতি সঃ। স্বসৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যাদিভিজ্র্ঞানমপহৃত্য স্বপ্রেম্ণা তান মোহয়তীত্যর্থঃ। বল্লভঃ খলু স্বগুণৈঃ স্বপ্রেয়সীর্যন্মোহয়তি, তদেব তস্য বল্লভতা। অতস্তন্মাধুর্য্য-করণক-তদীয় মোহনাজ্ঞানং সর্ব্বজ্ঞানতোঽপি বরিষ্ঠং জীবন্মুক্তাত্মারামেষপি অদৃষ্টত্বাদিতি ভাবঃ। স্বাহা তন্মায়া। সকলমিতি মায়ায়াস্তচ্ছক্তিত্বেন তদনন্যত্বাদিতিভাবঃ॥ ৫ ॥' এই টীকাতেও শ্রীল বিশ্বনাথ-চক্রবর্ত্তিপাদ 'কৃষ্ণ', 'গোবিন্দ', 'গোপীজনবল্লভ' এই তিনটী নামই যে পৃথক্ পৃথক্ বিশেষণে বিভূষিত আছেন, তাহা সুস্পষ্টভাবেই দেখাইয়াছেন। অনন্তনামবিশিষ্ট, অনন্তলীলাময়, আখিল রসামৃতসিন্ধু, নিখিল বেদৈকবেদ্য অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব ব্রজে ব্রজেন্দ্র-নন্দন 'কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং,' 'রসো বৈ সঃ'। ইহাই গৌড়ীয়গণের স্থির সিদ্ধান্ত। সেই অদ্বয়জ্ঞান-তত্ত্বই অষ্টাদশাক্ষরমন্ত্ররাজ শ্রীগোপালমন্ত্রে – 'কৃষ্ণ', 'গোবিন্দ,' গোপীজনবল্লভ' স্বরূপে শ্রীবৃন্দাবনধামের 'শ্রীমদনমোহন,' 'শ্রীগোবিন্দ', 'শ্রীগোপীনাথ' বিগ্রহ ত্রয়।

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামিকৃত 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতোক্ত'—

'জয়তাং সুরতৌ পঙ্গোর্মম মন্দমতের্গতী।

মৎসর্ব্বস্বপদাম্ভোজৌ রাধামদনমোহনৌ ॥'

'দীব্যদ্বৃন্দারণ্য কল্পদ্রুমাধঃ শ্রীমদ্রত্নাগারসিংহাসনস্থৌ।

শ্রীশ্রীরাধা শ্রীল গোবিন্দদেবৌ প্রেষ্ঠালীভিঃ সেব্যমানৌ স্মরামি ॥'

'শ্রীমন্‌রাসরসারম্ভী বংশীবটতটস্থিতঃ।
কর্ষন্ বেণুস্বনৈর্গোপী গোপীনাথঃ শ্রিয়েঽস্তু নঃ॥'
—শ্রীচৈঃ চঃ আঃ ১।১৫—১৭ শ্লোঃ

'এই তিনঠাকুর গৌড়ীয়াকে করিয়াছেন আত্মসাথ।
এতিনের চরণ বন্দোঁ, তিনি মোর নাথ• ॥'
—চৈঃ চঃ আঃ ১।১৯ পঃ

বঙ্গার্থ—'আমি পঙ্গু এবং মন্দমতি, যাঁহারা আমার একমাত্র গতি, যাঁহাদের পাদপদ্ম আমার সর্ব্বস্বধন, সেই পরমকৃপালু **শ্রীরাধামদনমোহন** জয়যুক্ত হউন্।' 'জ্যোতির্ম্ময়শোভাবিশিষ্ট বৃন্দাবনের কল্পবৃক্ষ তলে রত্নমন্দিরস্থ সিংহাসনের উপরে অবস্থিত **শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দকে** প্রিয়সখীগণ সেবা করিতেছেন। আমি তাঁহাদিগকে স্মরণ করি।' 'রাসরসপ্রবর্ত্তক বংশীবট-তটস্থিত **শ্রীমদ্‌গোপীনাথ** বেণু ধ্বনিদ্বারা গোপীগণকে আর্ষকণ করিতেছেন। তিনি আমাদের মঙ্গল বিধান করুন্।'—চৈঃ চঃ আঃ ১।১৫—১৭ শ্লোকার্থ।

বিশেষ—'গৌড়ীয় বৈষ্ণবের সেব্য অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্রের নির্দ্দিষ্ট কৃষ্ণই মদন-মোহন, গোবিন্দই গোবিন্দ, এবং গোপীজনবল্লভই গোপীনাথ। **মদনমোহন কৃষ্ণানুভবই সম্বন্ধ, গোবিন্দসেবাই অভিধেয়, গোপীজনবল্লভ-কর্ত্তৃক আকৃষ্টিই প্রয়োজন।** শ্রীমন্মহাপ্রভুজীউর উপদিষ্ট সম্বন্ধাভিধেয় প্রয়োজন-

---

•উপক্রম, উপসংহার, অভ্যাস, অপূর্ব্বফলতা, অর্থবাদ, উপপত্তি—এই লক্ষণ যুক্ত গ্রন্থই ধর্ম্ম ক্ষেত্রে প্রামাণিকতা লাভ করেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থের উপক্রম, উপসংহারেও সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজনাধিদেবরূপে এই তিন ঠাকুরের উল্লেখ পাওয়া যায়। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থখানি আদি-মধ্য-অন্ত্য-খণ্ডে বিভক্ত নানা সিদ্ধান্তযুক্ত প্রসঙ্গেও সম্বন্ধ, অভিধেয়, প্রয়োজন-তত্ত্ব-বর্ণনে মুখরিত ও সমৃদ্ধ।

তত্ত্বত্রয়াশ্রয় ভগবদ্বিগ্রহ এই তিন ঠাকুর শ্রীবৃন্দাবনের অধিদেব।' চৈঃ চঃ আঃ ১।১৯ পঃ শ্রীগৌড়ীয়মঠ সংস্করণ দ্রষ্টব্য।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থের **উপসংহারেও** বলিতেছেন,—

শ্রীরাধা-সহ **'শ্রীমদনমোহন'**।
শ্রীরাধা-সহ **'শ্রীগোবিন্দ চরণ'** ॥
শ্রীরাধা-সহ **'শ্রীগোপীনাথ'**।
এই তিনঠাকুর হয় 'গৌড়িয়ার নাথ' ॥

—চৈঃ চঃ অঃ ২০।১৪২—৪৩ পয়ার।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থের উপক্রম ও উপসংহারে এই তিনঠাকুরের কথাই উল্লেখ আছেন। 'নাথ' শব্দ একজনের উদ্দেশ্যে হইলেও যেমন জগদ্ধিতের জন্য এক বায়ুই প্রাণ, অপান, উদান, ব্যান, সমান্ পঞ্চরূপে বিভক্তের ন্যায় সেই একজনই ঐ তিনরূপে বা ঐ তিন জনই একরূপে অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব ব্রজে ব্রজেন্দ্র-নন্দন। এই **তিনঠাকুর** গৌড়ায়াকে করিয়াছেন আত্মসাথ। এই **তিনের চরণ বন্দো, তিনে মোর 'নাথ'** ॥ এই **তিনঠাকুর হয় গৌড়ীয়ার 'নাথ'**। তাহা হইলে স্বাভাবিক সিদ্ধান্ত ইহাই হইতে পারে যে,—ঐ তিন ছাড়া এক নহেন এবং একছাড়াও ঐ তিন নহেন—তিনে—এক। একে—তিন। ঐ একইতত্ত্ব অনন্ত নাম, বিগ্রহ, স্বরূপে বিরাজিত। এই জন্য যে কোন ভগবৎ স্বরূপের সহিত যেন ভেদবুদ্ধি না হয়। যেমন,—

পরব্রহ্ম-তত্ত্ব কেবল তিনরূপে কেন, শ্রীব্রজে শ্রীব্রহ্মা গো-বৎস হরণ করিলে, শ্রীরাসবিলাসে, শ্রীদ্বারকায় মহিষী-বিবাহে অনেকরূপে প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্রীভীষ্ম পিতামহ সহস্রনামের দ্বারা স্তুতি করিয়াছেন। এইরূপে অচিন্ত্যশক্তি সম্পন্ন শ্রীভগবান্ অনন্তরূপে অনন্তলীলা করিয়া তাঁহার ভক্তবৎসল নামের সার্থকতা সম্পাদন করেন।

অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্রের কৃষ্ণ, গোবিন্দ, গোপীজনবল্লভ নামের বিশেষ সার্থকতা অবশ্যই আছে। শ্রীবৈষ্ণবসম্রাট্ শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ পাদ বলিতেছেন,—

'গোবিন্দাদি শব্দেন কৃষ্ণস্যৈব বিশেষণাৎ'। তাঁহার লিখিত 'প্রমেয়রত্নাবলী' গ্রন্থের শ্রীকৃষ্ণদেব শর্ম্মা সার্ব্বভৌম, বেদান্তবাগীশ-কৃত* 'কান্তিমালা' টীকার মঙ্গলাচরণে নিম্নরূপ পাওয়া যায়, (৪৩৯ গৌরাব্দ, গৌড়ীয়মঠ-সংস্করণ দ্রঃ)।

'বেদান্তবাগীশকৃত প্রকাশা, প্রমেয়রত্নাবলি কান্তিমালা। গোবিন্দ-পাদাম্বুজভক্তিভাজাং, ভূয়াৎ সতাং লোচনরোচনীয়ম্'॥ ইনি 'বেদান্তবাগীশ' নামেও পরিচিত। ১৬২৮ শকাব্দায় জয়পুরে 'গলতা'-নামক পর্ব্বত-সঙ্কুল প্রদেশে গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের আসন সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য যখন শ্রীশ্রীল বল-দেব বিদ্যাভূষণপাদ যাত্রা করেন, তখন ইনিই তাঁহার সহচর ছিলেন।

ইনি প্রমেয়রত্নাবলী-নামক শ্রীমদ্বলদেববিদ্যাভূষণ-কৃত বেদান্ত-প্রকরণ গ্রন্থের টীকাকার, ইনি গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সমাজে সার্ব্বভৌম পদবী দ্বারা পরিচিত হইলেও প্রমেয়রত্নাবলীর টীকা 'কান্তিমালার' অন্তিম শ্লোকে 'বেদান্তবাগীশ' পদবীও দেখা যাইতেছে, উপরে লিখিত সেই শ্লোকটী দেখুন।

আচার্য্য শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি পাদ-কৃত 'শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃত'—মহাকাব্যের ও 'শ্রীসংকল্পকল্পদ্রুমঃ' গ্রন্থের টীকাকারও ইনি। এই মহাকাব্যের প্রারম্ভ শ্লোকটী এই,—'বৃন্দাটবীশ্বর-সভাজন-রাজমান, শ্রীবিশ্বনাথ গুণ সূচক-কাব্যরত্নম্। মচ্চিত্ত-সম্পুটমলঙ্কৃতাং তদীক্ষা-সৌভাগ্য ভাজমপি শীঘ্রমমুং বিধত্তাম॥'

শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃতে যত শ্লিষ্টশব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে,এই টীকায় অতি সুন্দররূপে তাহার বিশ্লেষণ করিয়াছেন। দ্ব্যর্থক শ্লোকগুলিরও যথাযথ-ব্যাখ্যানে ইনি কুশলতা দেখাইয়াছেন। শ্লোকাবলিতে বীজাকারে রসরহস্যলীলা-বলি উক্ত হইলেও টীকাকার সুদক্ষতাসহকারে তাহারও বিবৃত দিয়াছেন। 'বিদগ্ধমাধবের' টীকা বিশ্বনাথের নামে আরোপিত হইলেও প্রকৃতপক্ষে তাঁহার শিষ্য এই সার্বভৌমই শ্রীল রূপ গোস্বামিপাদের রচিত 'বিদগ্ধমাধবের'ও ইনিই টীকাকার বলিয়া গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সমাজের ধারণা ও বিশ্বাস।

কোনও কোনও পুঁথির অন্তিম শ্লোকের ইঙ্গিতে বুঝা যায় যে, 'অলঙ্কার-

---

*শ্রীকৃষ্ণদেব শর্ম্মা সার্ব্বভৌম, বেদান্তবাগীশ। বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের পরিচয়—

কৌস্তুভ' গ্রন্থেরও ইনিই টীকা করিয়াছেন। 'অলঙ্কার-কৌস্তুভ' গ্রন্থখানি শ্রীল কবি কর্ণপূর বিরচিত। বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীপাদকৃত 'সুবোধিনী' নামক এই গ্রন্থের টীকা আছে। কাশী সারস্বত ভবনের এক পুঁথিতেও (4th Book 915. 42, 3092) ইহা সার্ব্বভৌমকৃত বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

—গৌঃ বৈঃ অভিধান ২—৪র্থ খণ্ড ১১৯১ ও ১৪৩৮-৩৯ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

শ্রীপ্রমেয়রত্নাবলী (প্রথম প্রমেয়)—

'জয়তি শ্রীগোবিন্দো গোপীনাথঃ সমদনগোপালঃ।
বক্ষ্যামি যস্য কৃপয়া প্রমেয়রত্নাবলীং সূক্ষ্মাম্ ॥১॥'

কান্তিমালা টীকা—গৌড়োদয়মুপয়াতস্তমঃ সমস্তং নিহন্তি যো যুগপৎ।
জ্যোতিশ্চ যোঽতিশীতঃ পীতস্তমুপাস্মহে কৃতাঞ্জলয়ঃ ॥'

বিদ্যাভূষণাপরনাম্না বলদেবেন শ্রীগোবিন্দকান্তিনা **ব্রহ্মসূত্রেষু গোবিন্দ-ভাষ্যাভিধানং** ব্যাখ্যানং বিরচিতম্। অথ কৈশ্চিচ্ছিষ্যৈর্ভাষ্যপ্রমেয়াণি পরিপৃষ্টঃ, স তানি সংক্ষেপাদ্বক্ষ্যন্নির্বিঘ্নতায়ৈ তৎপূর্ত্তয়ে মঙ্গলমাচরতি—**জয়তীতি**। কীদৃশঃ শ্রীগোবিন্দঃ ইত্যাহ গোপীনাথো বল্লবীকান্তঃ ; মদয়তি মনাংসি ভক্তানা-মিতি মদনঃ, গাঃ পালয়তীতি গোপালঃ, ততঃ কর্ম্মধারয়ঃ। স্ফুটার্থমন্যৎ। **শ্লেষেণ বৃন্দাটবীমধিষ্ঠিতানাং শ্রীগোবিন্দাদি সংজ্ঞানাং নিখিল চৈতন্য-ভক্তাভীষ্টানাং ত্রয়াণামর্চ্চাবতারাণাং জয়াশংসনম্** উভয়ত্র প্রণতি-লক্ষণ মঙ্গলং কৃতম্ জয়তিনা তস্যাক্ষেপাৎ*।

---

*অতঃ সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজনাধিদেব শ্রীগোবিন্দাদি ত্রয়েণ যথা-ক্রমাৎ মদন-গোপালঃ, গোবিন্দঃ, গোপীনাথঃ ইত্যর্থঃ।

শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ বিরচিত প্রমেয়রত্নাবলী গ্রন্থের শ্রীকৃষ্ণদেব বেদান্ত-বাগীশ সার্ব্বভৌম বিরচিত কান্তিমালাখ্যটীকান্বিতা, ব্যবস্থারত্নোপাধ্যলঙ্কৃত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গোস্বামিনা তথা শ্রীহেমাঙ্গ গোস্বামি-শাস্ত্রিণা ভাষান্তরং প্রাপিতা, শ্রীগৌরকৃষ্ণ গোস্বামি-শাস্ত্রি-কাব্যতীর্থেন সপরিষ্কার সংশোধিতা, প্রেমমণ্ডল সংস্থাপক মহান্ত শ্রীবিহারী দাস চরণাশ্রিত শ্রীবৃন্দাবন শ্রীরাধারমণ-ঘেরা নিবাসী শ্রীদীনবন্ধু দাস দ্বারা প্রকাশিত হিন্দি সংস্করণ। চৈতন্যাব্দ ৪৫৫।

এখানেও শ্রীবৃন্দাবনধামে অধিষ্ঠিত শ্রীমদনমোহন, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীগোপীনাথ অর্চ্চা শ্রীবিগ্রহত্রয়কেই নিখিল চৈতন্য-ভক্তের অভীষ্ট বলিয়া জয় প্রদান করিয়াছেন। এই সমস্ত আলোচনা হইতে সরল ভাবে স্পষ্টতঃই জানা যাইতেছে যে,—শ্রীগোবিন্দ বেণুধ্বনি দ্বারা অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্রে যে কৃষ্ণ, গোবিন্দ, গোপীজন-বল্লভ বলিয়াছেন; তাঁহারাই সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজনাধিদেবরূপে শ্রীবৃন্দাবনের শ্রীরাধা-মদনমোহন, শ্রীরাধা-গোবিন্দ, শ্রীরাধাগোপীনাথ অর্চ্চাবতারত্রয়রূপে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-গ্রন্থের উপক্রম, উপসংহারে বর্ণিত হইয়াছেন। এক্ষণে বেদ শাস্ত্রে কি বলিতেছেন, তাহা দেখা যাউক।

বেদের উত্তর কাণ্ডের অন্তর্গত উপনিষৎ সমূহের এবং তদনুগত স্মৃতি-গ্রন্থ-সমূহের সম্যক্ বিচার পূর্ব্বক ব্যাসদেব যে মীমাংসায় উপনীত হইয়াছেন, তিনি তাঁহার ব্রহ্মসূত্রে তাহা গ্রথিত করিয়াছেন। এই ব্রহ্মসূত্রের অপর নাম **'বেদান্ত-দর্শণ'** বা 'উত্তর-মীমাংসা'। বিভিন্ন আচার্য্যগণ নিজ নিজ মত প্রতিপাদন ও প্রচার জন্য বিভিন্ন ভাষ্যও করিয়াছেন। গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্য-সম্রাট্ শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণপাদ স্বয়ং শ্রীগোবিন্দ দেবের সাক্ষাৎ কৃপাদেশে যে ভাষ্য প্রণয়ন করিয়াছেন, তাঁহার নামই—**"শ্রীগোবিন্দ-ভাষ্যম্"**। উত্তর-মীমাংসার প্রথম সূত্রই হইল—**"অথাতো ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা"**। বেদান্ত-দর্শণ বা উত্তর-মীমাংসা গ্রন্থখানি চারিটী অধ্যায়ে বিভক্ত জন্য এই গ্রন্থকে গোবিন্দভাষ্য ১.১.১ ব্যাখ্যায় **চতুর্লক্ষণী** বলিয়াছেন। **ইহার প্রথমাধ্যায়ে সমস্ত বেদের ব্রহ্মে সমন্বয়** 'সর্ব্বেবেদা যৎপদমামনন্তি তপাংসি সর্ব্বাণি চ যদ্বদন্তি। যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যঞ্চরন্তি তত্তে পদং সংগ্রহেণ ব্রবীম্যোমিত্যেতৎ॥'—কঠঃ ২।১৫॥ নচিকেতা ব্রহ্মতত্ত্ব জানিবার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করিলে যম তাঁহাকে বলিলেন,—সমস্ত বেদ যাঁহাকে প্রাপ্তব্য বলিয়া উদ্দেশ করেন, যাঁহাকে পাইবার নিমিত্ত সর্ব্বপ্রকার তপস্যা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, যাঁহাকে পাইবার নিমিত্ত গুরুগৃহে বাসরূপ ব্রহ্মচর্য্য অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, সেই ব্রহ্মপদের কথা আমি তোমাকে সংক্ষেপে বলিতেছি। **সেই ব্রহ্মই ওঙ্কার। দ্বিতীয়াধ্যায়ে সর্ব্বশাস্ত্রের সহিত অবিরোধ।**

তৃতীয়ে ব্রহ্মপ্রাপ্তির সাধন এবং চতুর্থে পুরুষার্থলাভবিষয়ে বর্ণিত হইয়াছে। এইজন্য শ্রীমন্‌মহাপ্রভুজীউর উক্তি বলিয়া শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামিপাদ তাঁহার কৃত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে লিখিয়াছেন—'বেদশাস্ত্র কহে—সম্বন্ধ, অভিধেয়, প্রয়োজন। কৃষ্ণ, কৃষ্ণভক্তি, প্রেম—তিন মহাধন ॥'*

সম্বন্ধ— 'ওঁ অগ্নিমীলে পুরোহিতং যজ্ঞস্য দেবমৃত্বিজম্। হোতারং রত্নধাতমম্ ॥' (ঋক্—১।১।১)।

'ওঁ ইষে ত্বোর্জ্জেত্বা বায়ব স্থ দেবো বঃ সবিতা প্রার্পয়তু শ্রেষ্ঠতমায় কর্মণে। আপ্যায়ধ্বমঘ্ন্যা ইন্দ্রায় ভাগং প্রজাবতীরনমীবা অযক্ষ্মা মা ব স্তেন ঈশত। মাঘ-শংসো ধ্রুবা অস্মিন্ গোপতৌ স্যাৎ বহ্বীর্যজমানস্য পশূন্ পাহি।' (যজুঃ—১।১)।

অভিধেয়— 'ওঁ অগ্ন আয়াহি বীতয়ে গৃণানো হব্যদাতয়ে। নি হোতা সৎসি বর্হিষি।' (সাম—১।১।১)।

প্রয়োজন— 'ওঁ শং নো দেবীরভীষ্টয় আপোভবন্তুপীতয়ে শংযোরভিস্রবন্তু নঃ।' (অথর্ব—১।৬।১)।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীপাদ স্তবামৃতলহরীতে বলিয়াছেন,—

সম্বন্ধাধিদেব,—'কৃত নরাকার ভবমুখবিবুধসেবিত !
দ্যুতি সুধাসার ! পুরুকরুণ ? কমপিক্ষিতৌ।
প্রকটয়ন্ প্রেমভরমধিকৃত **সনাতনং**
মদনগোপাল ! নিজসদনমনুরক্ষ মাম্ ॥'

---

*শাকপুণি, ঔর্ণনাভ বিষ্ণু শব্দের বিভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়াছেন। সায়ন, বাদরায়ণ কমত। মহীধর শাকপুণির মতে অগ্নি, বায়ু ও সূর্য্যরূপে বিষ্ণু ত্রিবিক্রম। দরায়ণ, সায়ণের মতে বিষ্ণু স্বতন্ত্র ; সূর্য্য তাঁহার তেজ মাত্র। এই গ্রন্থের াস্থানে এইসকল বেদ-মন্ত্রের ভাবার্থ দেওয়া হইয়াছে।

অভিধেয়াধিদেব,—'নবীন লাবণ্যভরৈঃ ক্ষিতৌ-শ্রী-

রূপানুরাগাম্বুনিধি প্রকাশৈঃ।

সতশ্চমৎকারবতঃ প্রকুর্বন্

গোবিন্দদেবঃ শরণং মমাস্তু ॥'

প্রয়োজনাধিদেব,—'আস্তেহাস্যং তত্র মাধ্বীকমস্মিন্,

বংশী তস্যাং নাদপীযূষ সিন্ধুঃ।

তদ্বিচীভির্মজ্জয়ন্ ভাতি গোপী-

গোপীনাথঃ পীনবক্ষা গতির্নঃ ॥' স্তবামৃত ১ম শ্লোক।

'জাহ্নব্যা মূর্ত্তিমান্ প্রেমপুঞ্জো

দীনানাথান্ দর্শয়ন্ স্বং প্রসীদন্।

পুষ্ণন্ দেবালভ্যকেল্যা সুধাভি-

গোপীনাথঃ পীনবক্ষা গতির্নঃ ॥'*

—(শ্রীস্তবামৃতলহরী দ্রষ্টব্য।)

---

* পঞ্চতত্ত্বের অন্যতম শ্রীল গদাধর পণ্ডিতের গণ; শ্রীরূপ-সনাতনের ভক্তি-শাস্ত্রের শ্রীগুরু শ্রীপরমানন্দ ভট্টাচার্য্য বা গোস্বামীজী, শ্রীবৃন্দাবনবাসী। ইনি শ্রীবংশীবটে শ্রীগোপীনাথ বিগ্রহ প্রাপ্ত করেন এবং শ্রীমধুপণ্ডিত তাঁহার সঙ্গী ছিলেন। এই মধুপণ্ডিতকে শ্রীগোপীনাথ বিগ্রহের সেবা সমর্পণ করেন (সাধনদীপিকা)। শাখা নির্ণয় ২৫ ও ৩৪ দ্রঃ। 'শ্রীপরমানন্দ ভট্টাচার্য্য মহাশয়। শ্রীমধু পণ্ডিত আর গুণের আলয় ॥ দুঁহু প্রেমাধীন কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্র-কুমার। পরম দুর্গমচেষ্টা বুঝে সাধ্য কার ॥ বংশীবট নিকট পরমরম্য হয়। তথা গোপীনাথ মহারঙ্গে বিলসয়। অকস্মাৎ দর্শন দিলেন কৃপা করি। শ্রীমধু-পণ্ডিত হৈলা সেবা-অধিকারী ॥ শ্রীগোপীনাথ অধিকারী শ্রীমধু পণ্ডিত। গদাধর পণ্ডিতের শিষ্য এবিদিত ॥ ভঃ রঃ ২।৪৭৫—৭৯; ১৩।৩১৯ দ্রঃ। শ্রীজাহ্নবা দেবী সম্বন্ধে—গৌঃ গঃ ৬৫, ৬৬, ও শ্রীগোপীনাথ বিগ্রহ সম্বন্ধে—ভক্তি রঃ ৩ দ্রষ্টব্য। শ্রীব্রজে কাম্যবনে বিশেষ ঘটনা হয়।

শ্রীঅষ্টাদশাক্ষর-মন্ত্রার্থঃ

'তত্রাপি ভগবত্তাং স্বাং তন্বতো গোপলীলয়া।
তস্য শ্রেষ্ঠতমা মন্ত্রাস্তেষপ্যষ্টাদশাক্ষরঃ ॥'

--শ্রীহরিভক্তিবিলাসঃ।

১। **"পাপকর্ষণঃ কৃষ্ণ"** ইতি গোপালতাপনী-শ্রুতিঃ। যিনি পাপ-সকল কর্ষণ করেন, তিনি কৃষ্ণ। এস্থলে পাপশব্দে অসুর ভাবোচিত অপরাধ পর্য্যন্ত যাবতীয় অপরাধও বুঝিতে হইবে। যে হেতু—'কর্ষতি সর্ব্বাপরাধান্'—সর্ব্বপ্রকার অপরাধ কর্ষণ করেন, ইহাই কৃষ্ণ শব্দের নিরুক্তি-বিশেষ। অতএব যিনি অসুরগণের পর্য্যন্তও সর্ব্ববিধ অপরাধ বিনষ্ট করেন—যিনি বেণু-রূপ-লীলাদি অসমোর্দ্ধ মাধুর্য্য প্রভাবে, পুরুষ-যোষিৎ কিম্বা স্থাবর-জঙ্গম হইতে আরম্ভ করিয়া আত্ম পর্য্যন্ত সকলের চিত্তকে আকর্ষণ করেন, তিনিই 'কৃষ্ণ' শব্দের বাচ্য। সেই কৃষ্ণই পরম আরাধ্য। ইহাই প্রথম পদের অর্থ। 'বৃন্দাবনে অপ্রাকৃত নবীন মদন। কামগায়ত্রী কামবীজে যাঁর উপাসন॥ পুরুষ-যোষিৎ কিবা স্থাবর জঙ্গম। সর্ব্ব চিত্তাকর্ষক সাক্ষাৎ মন্মথ-মথন ॥'

—চৈঃ চঃ মঃ ৮।১৩৮-১৪০ পয়ার ও শ্লোক দ্রষ্টব্য।

২। **"গো-ভুমি-বেদ-বিদিতো বিদিতা (বেদিতা) গোবিন্দঃ"** ইতি গোপালতাপনিশ্রুতিঃ। বিদিতঃ—প্রসিদ্ধ। বিদিতা বেদিতা—লাভকর্ত্তা। যিনি গো, ভূমি ও বেদমধ্যে প্রসিদ্ধ আছেন এবং যিনি গো-ভূমি-বেদ-সমূহকে প্রাপ্ত আছেন, তিনি গোবিন্দ। গো-শব্দের বহু অর্থ। তন্মধ্যে গো—প্রসিদ্ধ পশুজাতিবিশেষ। গো-ভূমি, ভুবন। গো—বেদ; এই তিনটি অর্থ এস্থলে গ্রহণ করিয়াছেন। গো-শব্দের 'পশুজাতি-বিশেষ' অর্থে শ্রীমন্নন্দগোকুলস্থ গো-সকলই কথিত হইতেছেন। পরন্তু ঐ গোসকলের দ্বারা আবার অখণ্ড শ্রীমন্নন্দগোকুলই লক্ষিত হইতেছেন। বেদের প্রতিপাদ্য বস্তু 'স্বরূপ'। তদুপরি অধিকতররূপে বিরাজমান ঐশ্বর্য্য। সেই অসমোর্দ্ধ ঐশ্বর্য্যের উপর অধিকতম-

রূপে বিরাজমান মাধুর্য্য। যিনি অসমোর্দ্ধ স্বরূপ ঐশ্বর্য্য-মাধুর্য্য-পরিপূর্ণ হইয়াও গোসমূহ-পরিবৃত শ্রীমন্নন্দগোকুলমধ্যে স্বৈরক্রীড়াশীল বলিয়া প্রসিদ্ধ আছেন—যিনি ঐরূপেই (শ্রীমন্নন্দগোকুলে স্বৈরক্রীড়াশীল বলিয়াই) নিখিল ভুবন ভিতরে ও বেদ সমূহমধ্যে উচ্চৈঃস্বরে ঘোষিত হইতেছেন; যিনি গোকুলমধ্যে স্বকীয় দ্বিভুজমুরলীধর শ্যামসুন্দর স্বরূপের দ্বারা স্বৈরক্রীড়াশীলতাকে প্রাপ্ত আছেন—যিনি নিখিল ভুবন ভিতরেও বেদসমূহ মধ্যে নামগুণাদিময় যশঃ দ্বারা গোকুলস্থ স্বৈরক্রীড়াশীল বলিয়া উচ্চ ঘোষণা প্রাপ্ত আছেন, সেই গোকুলচন্দ্রই শ্রীকৃষ্ণ 'গোবিন্দ' পদের বাচ্য। ইহাই দ্বিতীয় পদের অর্থ।

৩। **"গোপীজনাবিদ্যাকলা"** ইতি গোপালতাপনী শ্রুতিঃ। গোপীজন—গোপীসমূহ। অবিদ্যা—সম্যক্ বিদ্যা, প্রেমভক্তিবিশেষরূপা। একমাত্র প্রেম ভক্তিই শ্রীকৃষ্ণকে বশীভূত করিতে সমর্থা; এজন্য প্রেমভক্তিকে বিদ্যা বলা হইয়া থাকে, তন্মধ্যে যে প্রেমভক্তি-বিশেষ শ্রীকৃষ্ণকে সর্ব্বতোভাবে বশীভূত করেন, সেই মধুর জাতীয় প্রেমভক্তিই সম্যক্ বিদ্যা (শ্রীকৃষ্ণাকর্ষণী-শক্তি) বলিয়া অভিহিতা। এই মধুর-জাতীয় প্রেম,—দাস্য-সখ্য-বাৎসল্য-জাতীয় প্রেমকে পরাভূত করিয়া, সর্ব্বোপরি পরম শ্রেষ্ঠ রূপে বিরাজমান। তাহাই শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ৮ম পরিচ্ছেদে আছে, "পরিপূর্ণ কৃষ্ণপ্রাপ্তি এই প্রেমা হৈতে। এই প্রেমার বশ কৃষ্ণ কহে ভাগবতে।"

কলা - মূর্ত্তি। যাঁহারা প্রেম ভক্তি বিশেষরূপা সম্যক্ বিদ্যার (শ্রীকৃষ্ণাকর্ষিণী শক্তির) মূর্ত্তি, তাঁহারাই গোপীজন অর্থাৎ গোপীসমূহ। গোপায়তীতি গোপী। গুপ্ ধাতুর অর্থ—রক্ষা করা, পালন করা। যে শক্তিবিশেষ প্রেম দিয়া ভক্তগণকে পালন করেন, তাঁহার নামই 'গাপী তু প্রকৃতীরাধা জন স্তদংশ-মণ্ডলঃ।' 'গোপী' শব্দে হ্লাদিনী শক্তির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা প্রকৃতিকুল-ললাম-ভূতা শ্রীমতীরাধিকা বৃষভানুসুতা। 'জন' বলিতে শ্রীরাধিকা অংশমণ্ডল অর্থাৎ কায়ব্যূহরূপা গোপীমণ্ডল। শ্রীরাধিকা ও তদীয় কায়ব্যূহরূপা (শ্রীললিতা-বিশাখাদি) গোপীমণ্ডলই 'গোপীজন' পদের বাচ্য। ইহাই তৃতীয় পদের অর্থ।

৪। ***"প্রেরকঃ (বল্লভঃ)" ইতি গোপালতাপনী শ্রুতিঃ। প্রেরক—প্রবর্ত্তক, প্রবর্ত্তনকর্ত্তা। স্বকীয় মাধুর্য্যময়ী লীলাসমূহ মধ্যে পূর্ব্বোক্ত গোপী-সকলের প্রবর্ত্তনকর্ত্তা অর্থাৎ রমণই 'বল্লভ' পদের বাচ্য। বল্লভো নায়কঃ কৃষ্ণঃ। বল্লভ বলিতে পরম প্রেমবতী নবীনা ব্রজকুল ললনামণ্ডলীর নায়ক—রসিকেন্দ্র চূড়ামণি শ্রীকৃষ্ণ। এই গোপীকণা প্রেয়সীবর্গের প্রাণবল্লভ বা নায়করূপেই শ্রীকৃষ্ণের কৃষ্ণত্ব বা মদনমোহনত্ব অভিব্যক্ত হইয়াছেন। 'রাধা-সঙ্গে যদা ভাতি তদা মদনমোহনঃ'—প্রেয়সী শিরোমণি শ্রীরাধিকার সঙ্গে যখন বিহার করেন, তখনই শ্রীকৃষ্ণ মদনমোহনরূপে বিরাজিত হন। যেহেতু পরিকর-বৈশিষ্ট্যেই শ্রীকৃষ্ণের বৈশিষ্ট্য (শোভাবিশেষ) প্রকাশ পাইয়া থাকেন।—'যদ্যপি কৃষ্ণ সৌন্দর্য্য মাধুর্য্যের ধুর্য্য। ব্রজদেবী সঙ্গে তাঁর বাড়য়ে মাধুর্য্য।'

তাহাই শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—তত্রাতিশুশুভেতাভিরিত্যাদি। শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্ব-বিধ ঐশ্বর্য্য এবং সর্ব্বপ্রকার শোভাতিশয় সম্পন্ন (অসমোর্দ্ধ স্বরূপ ঐশ্বর্য্য-মাধুর্য্য-পরিপূর্ণ হইয়াও রাসমণ্ডলে শ্রীব্রজসুন্দরীগণ কর্তৃক আলিঙ্গিত হইয়াই সর্ব্বাতি-শায়ি শোভাবিশেষ প্রাপ্ত হয়েন। এই গোপীজন-বল্লভরূপেই যে শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্যের পূর্ণকলা বিকশিত, ইহাই বুঝাইবার নিমিত্ত 'কৃষ্ণ' পদের 'গোবিন্দ' এই বিশেষণ পদ থাকা সত্ত্বেও, পুনরায় 'গোপীজনবল্লভ' এই বিশেষণ পদ বিরাজ-মান রহিয়াছেন। এজন্য প্রেমরস-পিপাসু ভক্ত রসিকের মানসভৃঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণকে গোবিন্দরূপে প্রাপ্ত হইয়াও, আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি না হওয়াতে পরম-মোহনীয় গোপীজন-বল্লভরূপে পাইবার নিমিত্ত আকুলিত। ইহাই চতুর্থ পদের অর্থ।

৫। তন্মায়া চেতি গোপাল তাপনী শ্রুতিঃ। 'স্বাহা' পদের দ্বারা গোপী-জনবল্লভ শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপভূতা চিচ্ছক্তি—'যোগমায়া' কথিত হইতেছেন। এই যোগমায়াই ভক্তকে শ্রীকৃষ্ণ চরণে সমর্পণ করিয়া দেন। এজন্য কার্য্য-কারণের অভেদ বিবক্ষাতে অন্যত্র বর্ণিত আছে,—

স্বাহা চাত্মসমর্পণমিতি—যাঁহার সাহায্যে আত্মসমর্পণ করা যায়, তাঁহার নাম স্বাহা। "আমি সেই গোপীজন বল্লভের শ্রীচরণারবিন্দে আত্মসমর্পণ করিয়া,

তদ্দাসত্বে নিযুক্ত হইতেছি," এইরূপ ভাবনাসহকারে 'স্বাহা' পদ স্মরণ করিতে হইবে। ইহাই পঞ্চম পদের অর্থ।

দশাক্ষরমন্ত্রার্থঃ—পূর্ব্বোক্ত অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্রের শেষ তিন পদের অর্থও যাহা দশাক্ষর মন্ত্রের অর্থও তাহাই। কামবীজই এই উভয়বিধ মন্ত্রের বীজ; 'কাম-বীজার্থ' কামগায়ত্রী প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য।

—০—

'শ্রীসাধন-দীপিকা'*

—গ্রন্থে বর্ণিত এই মন্ত্রের 'যোগপীঠ' চতুর্থকক্ষা ৮৭-৯১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। শ্রীরূপ গোস্বামিপাদ কৃত।

তত্র কুট্টিমবরে স্ফুটদীপ্তৌ যোগপীঠমপি বিচিন্ত্য—

তস্যোজ্জ্বলায়ামুরুকর্ণিকায়াং, বিরাজিতায়াংস্থিতসৌখ্যভাজৌ।
নব্যাম্বুদস্বর্ণবিড়ম্বিভাসৌ, কৃষ্ণঞ্চ রাধাঞ্চ বিচিন্তয়ামি॥
শিখর-বন্ধ-শিখণ্ড-বিস্ফুরৎ,-কুটিল-কুন্তলবেণুকৃতশ্রিয়ৌ।
তিলকিত-স্ফুরদুজ্জ্বলকুঙ্কুম,-মৃগমদাচিত-চারুবিশেষকৌ॥
মনোজ্ঞতর-সৌরভ প্রণয়নন্দদিন্দিন্দিরং
স্ফুরৎকুসুমমঞ্জরী বিরচিতাবতংসশ্রিয়ৌ।

---

* সাধনদীপিকা—শ্রীমৎরাধাকৃষ্ণদাস গোস্বামি-কৃত। ইনি স্বকৃত 'দশশ্লোকীভাষ্যে' স্মারসিকী ভজন পরিপাটী অশেষ-বিশেষে প্রদর্শন করিয়াছেন; মন্ত্রময়ী উপাসনা সম্বন্ধে তাহাতে কোনও অবকাশ না পাইয়া 'সাধন-দীপিকা' নামক গ্রন্থে বিশেষতঃ এই বিষয়েই বর্ণনা করিয়াছেন। শ্রীমদ্ গোবিন্দ-

চলন্মকরকুণ্ডলস্ফুরিতফুল্লগণ্ডস্থলং
বিচিত্রমণিকর্ণিকাদ্যুতি-বিলীঢ়কর্ণাঞ্চলাং ॥
শরদভিমুদিতারবিন্দদ্যুতি,-দমনায়তলোহিতাঞ্চলাক্ষ ।
মলঘুচটুলদীর্ঘদৃষ্টি খেলা -মধুরিমখর্ব্বিতখঞ্জরীটযুবাং ॥
বরললাটকৃতার্দ্ধ শশিপ্রভং, দ্বিকলসীতিকরস্ফুরিতালিকাং ।
কুসুমকার্ম্মুককার্ম্মুক-বিভ্রমো,-দ্ধতিবিধুননধূর্য্যতরভ্রুবৌ ॥
চিত্রপট্টধটিকোপম-স্ফুরৎ,-পাশবর্য্য-পরিবীত-মস্তকং ।
নাসিকা-শিখর-লম্বিবর্তুল,-স্থূলমৌক্তিকরুচাঞ্চিতাননাং ॥
'রাকাশারদ-শর্ব্বরীশ-সুষমাজেত্রানন শ্রীযুজৌ
নব্যোদীর্ণ-তিলপ্রসূনদমন-শ্রীনাসিকা-রোচিষৌ ।
রাজদ্বিম্ববিড়ম্বিকাধররুচৌ গণ্ডস্থলীন্যক্কৃতে
প্রোন্মীলন্মণিদর্পণোরুমহসৌ সুস্মেরতা-সম্পদৌ ॥

জীউর সেবাধিকারী শ্রীশ্রীপণ্ডিত গোস্বামির অনুশিষ্য সুপ্রসিদ্ধ শ্রীল হরিদাস পণ্ডিতের শিষ্যরূপে গ্রন্থকার তত্রত্য প্রাত্যহিক ও বার্ষিক সেবার রীতিনীতি সাক্ষাদ্ভাবে দেখিয়া ও আচরণ করিয়া যে সবিশেষ জ্ঞানলাভ করিয়াছেন—তাহাই এই গ্রন্থে প্রতিপাদন করিয়াছেন। শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ মন্ত্রোপাসনায় বিবিধ মন্ত্রোদ্ধার এবং স্তবকবচাদির সমাবেশে এই গ্রন্থের প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি হইয়াছে।

শ্রীগৌরলীলার উপাসনাতেও শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামিপাদের আনুগত্যে ভজনেরই সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন দ্বারা এই গ্রন্থের স্বারস্যও সুপ্রকাশিত হইয়াছে। রাগানুগাভজনেও পরকীয়ার শ্রেষ্ঠতা প্রদর্শন পূর্ব্বক শ্রীরূপানুগামিদের হার্দ্দ বিস্তার করিয়া প্রসঙ্গক্রমে শ্রীজীবপাদের স্বকীয়া বর্ণনে পরেচ্ছাপ্রণোদিত্বেরই হেতুত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে; অতএব এই গ্রন্থের আলোচনায় শ্রীগৌরগোবিন্দের উপাসকদের সবিশেষ উপকার হইবে, ইহাতে কোন

দিব্যদুন্দুভি-গভীরনিস্বনং, স্নিগ্ধকণ্ঠ-কলকণ্ঠজল্পিতাং।
সুষ্ঠুলব্ধ-পরিপাক-দাড়িমী,-বীজরাজ-বিজয়িদ্বিজার্চিষৌ॥
কম্বুকণ্ঠ-বিলুঠন্মণিরত্ন,-রত্ননিষ্ক-পরিশোভিতকণ্ঠাং।
উন্নতি-প্রথিম-সংললিতাংসং, স্নিগ্ধয়োরুচিতরামবনম্রাং॥
দীপ্রান্ যুগেন ভুজয়োর্ভুজগান্ হসন্তং
কেয়ূরিণা বিলসতা শ্রিয়মাক্ষিপন্তীং।
রত্নোর্মিকা-স্ফুরিত-চারুতরাঙ্গুলিভি-
র্বিদ্যোতকঙ্কণক-রঞ্জিত-পাণিভাজৌ॥
হরিন্মণিকবাটিকোদ্ভট-কঠোরবক্ষস্থলী-
বিলাসিবনমালিকা-মিলিতহারগুঞ্জাবলিং।
স্ফুরন্নিবিড়—দাড়িমীফলবিড়ম্বিবক্ষোরুহ-
দ্বয়-শিখর-শেখরী-ভবদমন্দমুক্তালতাং॥

সন্দেহ নাই। 'সাধনদীপিকা' দশটীকক্ষায় (অধ্যায়ে) বিভক্ত। (১) গুর্ব্বাদি-বন্দনা, গ্রন্থসূচী, সেবা প্রকাশন ইত্যাদি। (২) শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনের মৌনমুদ্রা-রূপত্ব, প্রকট ও অপ্রকট লীলা, মন্ত্রোপাসনাময়ী ও স্বারসিকীলীলা, যোগপীঠ প্রকাশন, সদাচার-বিধি, মুখপ্রক্ষালনাদি সেবা প্রসঙ্গ, মঙ্গলারাত্রিকাদি নিত্য-সেবা ও বসন্তোৎসবাদি বার্ষিক সেবা, শ্রীকৃষ্ণের বত্রিশ লক্ষণ, কর ধ্যানাদি। (৩) শ্রীকৃষ্ণের মধ্য-কৈশোরস্থিতি বর্ণনা। (৪) শ্রীগোপাল মন্ত্রোদ্ধার, মাহাত্ম্য, ন্যাসাদিবিধি, ত্রৈলোক্য মঙ্গলকবচ, ধ্যানাদি, স্মরণমঙ্গল। (৫) শ্রীবৃন্দাবন-মাহাত্ম্য, বৃহদ্ধ্যান, পদ্মপুরাণীয় বৃন্দাবন-বর্ণনা। (৬) শ্রীরাধার প্রাকট্য-কথা, তাঁহার প্রেমোৎকর্ষাদি, অষ্টোত্তর শতনাম-মন্ত্রাদি, গোপীশ্বরী সাধন, পঞ্চবাণেশ্বরী মন্ত্রাদি, দীপদানবিধি, কৃপাকটাক্ষস্তোত্র, ত্রৈলোক্য-বিক্রম-কবচ, করচরণ-চিহ্নাদি, আভরণাদি। (৭) শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামিপাদের আনুগত্যে

অলোলমধুপাবলি-বিজয়ি-রোমরাজীবলদ্-
বলীত্রিতয়-মণ্ডিত-প্রতনুমধ্যরম্যাকৃতিং।
যমস্বসরি সংপতৎসুরসরিদ্বরাবর্ত্তজিদ্-
গভীরতরনাভিভাগনুরুতুন্দলক্ষ্মীভৃতৌ॥
ঘনজঘন-বিড়ম্বিত-রত্নকাঞ্চী,-বলয়িত-পীতদুকূলমঞ্জুলাভং।
মণিময়-রসনাঢ্যশোণপট্টা;-ম্বর-পরিরম্ভি-নিতম্বরম্যাং॥
অতিনব-মদভর-মন্থরসিন্ধুরকর-বন্ধুরোরুবিমানৌ।
মণিনির্মিত-লঘুসম্পুটগর্ববক্ষপণোরুপর্বাণৌ॥
জঙ্ঘাভ্যাং রচিতরুচৌ সুবর্ত্তুলাভ্যাং
গূঢ়েনাপ্যনুপম-গুল্ফযুগ্মকেন।
পদ্ভ্যামপ্যরুণ-নখোজ্জ্বলাভ্যাং
মণিময়-নূপুরাঙ্কিতাভ্যাং॥

শ্রীগৌরভজনের সর্ব্বোৎকৃষ্টতা প্রতিপাদন, প্রসঙ্গক্রমে তাঁহার তত্ত্বাদিনিরূপণ, শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর তত্ত্বকথা, গৌরগণোদ্দেশ। (৮) শ্রীরূপ-গোস্বামিপাদের বৃত্তান্ত, মহিমা ও অষ্টকাদি। (৯) রাগাত্মিকা ও রাগানুগা-ভক্তির নিরূপণ, প্রসঙ্গক্রমে পরকীয়ার রসোৎকর্ষ স্থাপন, পরকীয়াস্থাপনের প্রমাণ-রূপে শ্রীস্বরূপ-রামানন্দাদি-ভাগবতগণের গ্রন্থরত্নের উল্লেখ, শ্রীজীবপাদের পরেচ্ছাপ্রণোদনের হেতু। (১০) সাধনভক্তি-প্রভৃতি নিরূপণ। প্রাচীন ইতিহাস পর্য্যালোচকদের গবেষণার উপযোগী কয়েকটী বিষয় ইহাতে অন্তর্নিহিত আছে এবং Anthology হিসাবেও ইহার কতকটা মূল্য আছে বলিয়া বিশেষজ্ঞদের ধারণা। নবম কক্ষায়, ২৫৪ পৃষ্ঠায় শ্রীনবদ্বীপধামস্থ শ্রীহরিবোল-কুটীরের শ্রীহরিদাস দাসসংস্করণ দ্রষ্টব্য—**'তথা শ্রীরামানুজাচার্য্য-মধ্বাচার্য্য-প্রভৃতিভিশ্চ লীলামাত্রস্য নিত্যত্বং স্থাপ্যতে'** অতো লীলামাত্রস্য নিত্য-

আমৃষ্টপৃষ্ঠমভিতো দয়িতাভুজেন তিষ্ঠন্তমুৎপুলকিনা কিল দক্ষিণেন।
কান্তস্য সব্যভুজমূলকৃতোত্তমাঙ্গং তদ্বক্ত্রপদ্মতটবল্লদপাঙ্গযুগ্মাং॥
তিরোন্যস্তগ্রীবং কিমপি দয়িতাবক্ত্রকমলে
বলদ্দীর্ঘাপাঙ্গং স্ফুরদধরকূজন্মুরলিকম্।
ভজ্যন্মধ্যং সব্যোপরি পরিমিলদ্দক্ষিণপদং
চলচ্চৌল্লীমালং ভুজতটগতোত্তংসকুসুমম্॥
রূপে কংসহরস্য মুগ্ধনয়নাং স্পর্শেঽতিহৃষ্যত্ত্বচং
বাণ্যামুৎকলিত শ্রুতিং পরিমলে সংস্পৃষ্টনাসাপুটাম্।
আরজ্যদ্রসনাং কিলাধরপুটে ন্যঞ্চন্মুখাম্ভোরুহাং
দম্ভোদ্গীর্ণমহাধৃতিং বহিরপি প্রোদ্যদ্বিকারাকুলাম্॥
মুখস্তোকোদ্গীর্ণানিল-বিলসিতামৃষ্ট-মুরলী-
বিনিষ্ক্রামদ্গ্রামগ্রপিত-জগতীধৈর্য্যবিভবম্।
প্রিয়াস্পর্শেনান্তঃপরবশতয়া খণ্ডিতমপি
স্বরালাপং ভঙ্গ্যা সপদি গময়ন্তং স্বসময়ম্॥
নীবীবন্ধেঽপ্যতিশিথিলিতে স্বেদসন্দোহমৈত্রী-
রুদ্ধ-শ্রোণী পুলিন-রসনামুষ্মতা-রঙ্গরঙ্গাম্।
আস্যদ্রবদ্রবদভিহৃদাং বিস্মৃতাশেষভাবাং
গাঢ়োৎকণ্ঠানিচয়রোচিতোদ্দাম-বৈক্লব্যবিজ্ঞাম্॥
পুলকিতবপুসৌ শ্রুতাশ্রুধারা,-স্নপিতমুখাম্বুরুহৌ প্রকম্পভাজৌ।
ক্ষণমতিগূঢ়-গদ্গদাঢ্যবাচৌ, মদনমদোন্মদচেতসৌ স্মরামি॥

স্বেনানুক্রমিক্যা লীলায়া নিত্যত্বে ন দোষস্তস্মাৎ প্রকটাপ্রকটে পরকীয়ায়া নিত্যত্বম্।

নবভিঃশুষিরৈর্বিরাজিতা, গুরবী-বীজসমান বর্ম্মভিঃ।
অরুণেন বিভূষিতাধর,-করভাজা সরলেন বেণুনা ॥
সুগ্রাঘ্যয়ান্তর্নিজ-মুষ্টিমেয়য়া, হস্তত্রয়ীমানমনোজ্ঞরূপয়া।
ভূয়িষ্টয়া শ্যামলকান্তিজুষ্টয়া, যষ্ট্যাত্থবষ্টম্ভিত-দক্ষকূর্পরম্ ॥
অসিতেন বিভঙ্গুরাত্মনা, পৃথুমূলেন কৃতেন চাগ্রতঃ।
ধটিকাঞ্চলবন্ধ-মূর্ত্তিনা বরশৃঙ্গেন পুরোনিষেবিতম্ ॥
ভৃঙ্গান্ স্রবদ্বদন-গন্ধভরেণ লোলান্।
লীলাম্বুজেন মৃদুলেন নিবারয়ন্তৌ ॥
উদ্বীক্ষ্যমাণমুখচন্দ্রমসৌ রসৌঘ-বিস্তারিণা ললিতয়া নয়নাঞ্চলেন ॥
চামরাভ নবমঞ্জু-মঞ্জরী, ভ্রাজমান-করয়া বিশাখয়া।
চিত্রয়া চ কিল দক্ষবাসয়ো,-র্বীজ্যমানবপুষৌ বিলাসতঃ ॥
নাগবল্লিদলবদ্ধবীটিকা,-সংপুটস্ফুরিত পাণিপদ্মযা।
চম্পকাদিলতয়া সকম্পয়া, দৃষ্টপৃষ্ঠতটরূপসম্পদৌ ॥
রম্যেন্দুলেখা-কলগীতমিশ্রিতৈ,-র্বংশীবিলাসানুগুণৈর্গুণজ্ঞয়া।
বীণা-নিনাদপ্রসরৈঃ পুরস্থয়া, প্রারব্ধরঙ্গৌকিল তুঙ্গবিদ্যয়া ॥
তরঙ্গদঙ্গ্যা কিল রঙ্গদেব্যা, সব্যে সুদেব্যা চ শনৈরসব্যে।
শ্লথাভিমর্ষেণ বিমৃষ্যমাণ,-স্বেদাশ্রুধারৌ সিচয়াঞ্চলেন ॥
শ্রীরাধা-প্রাণবন্ধোশ্চরণকমলয়োঃ কেশশেষাদ্যগম্যা
যা সাধ্যা প্রেমসেবা ব্রজচরিতপরৈর্গাঢ়লৌল্যৈকলভ্যা।
সা স্যাৎ প্রাপ্তা যয়া তাং প্রথয়িতুমধুনা মানসীমস্য সেবাং
ভাব্যাং রাগাধ্বপান্থৈর্ব্রজমনুচরিতং নৈত্যিকং তস্য নৌমি ॥ ১ ॥

—০—

শ্রীকামগায়ত্রী-পরিচয়

(মন্ত্রার্থ-দীপিকা)

অথ-কামবীজার্থঃ

শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রসাদেন বীজস্য হ্যর্থ-দীপিকা।
বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিনাম্নাপি ক্রিয়তে ময়া।১॥

দীব্যদ্-বৃন্দারণ্য-কল্পদ্রুমাধঃ শ্রীমদ্রত্নাগার-সিংহাসনস্থৌ।
শ্রীমদ্রাধা-শ্রীলগোবিন্দদেবৌ প্রেষ্ঠালিভিঃ সেব্যমানৌ স্মরামি॥

আমি বিশ্বনাথ-চক্রবর্তী-নামক একজন ক্ষুদ্র ব্যক্তি হইয়াও শ্রীগৌরাঙ্গের কৃপাতে কামবীজার্থ-দীপিকা প্রকাশ করিতেছি।১।

[নিখিল রস-শিরোমণি-শৃঙ্গার-ময়-বিগ্রহ গোপীজনবল্লভ শ্রীকৃষ্ণের প্রেম-সেবা লাভ করিবার একমাত্র প্রধান উপাসনা মন্ত্র—'কামবীজ-কামগায়ত্রী।' তাহাই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বর্ণিত আছে—"বৃন্দাবনে অপ্রাকৃত নবীন মদন। কামবীজ-কামগায়ত্র্যে যাঁর উপাসন।" ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ ও তদুপাসনা-মন্ত্র কামগায়ত্রী পরস্পর ভিন্ন নহে, স্বরূপে একই। পরম-কারুণিক রসিকেন্দ্র-চূড়ামণি বৃন্দাবন-বিহারী শ্রীকৃষ্ণই নিখিল-জীবের হৃদয় ক্ষেত্রে স্ববিষয়ক (শ্রীকৃষ্ণ-প্রাপ্তি-নিমিত্তক) বাসনারূপ কল্প-লতিকা রোপণ করিবার নিমিত্ত, এই কামবীজ-কামগায়ত্রী-রূপে বিরাজিত আছেন। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে উক্ত আছে— "কামগায়ত্রী-মন্ত্র-রূপ, হয় কৃষ্ণের স্বরূপ, সার্দ্ধ-চব্বিশ অক্ষর তার হয়। সে অক্ষর চন্দ্র হয়, কৃষ্ণে করি

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণয়োবীজাভিধানম্

রাসোল্লাস তন্ত্রে :—

কামবীজাত্মকঃ কৃষ্ণো রতিবীজাত্মিকা রাধা।
তয়োঃ সংকীর্ত্তনাদেব রাধাকৃষ্ণৌ প্রসীদতঃ ॥২॥

তত্রাদৌ কামবীজার্থঃ।—কামানাং স্বাভিলাষাণাঞ্চ বীজং। যদ্বা কামোদ্দীপনস্য বীজং। অথবা কামৈঃ পূর্ণং বীজং কামবীজং ॥৩॥

উদয় 'ত্রিজগৎ কৈল কামময়' ॥" যাহা শ্রীকৃষ্ণ-প্রাপ্তির প্রধান উপাসনামন্ত্র—যাহা শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ হইতে অভিন্ন, যাহার প্রত্যেক পদ, প্রত্যেক শব্দ ও প্রত্যেক বর্ণ, একমাত্র উপাস্যদেবতা ব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণকেই নির্দেশ করিতেছে, সেই কামবীজ-কামগায়ত্রীর অর্থ বিশেষরূপে অবগত না থাকিলে, শ্রীকৃষ্ণ-প্রাপ্তি সুদূর-পরাহত। এজন্য পরমকৃপালু পূজ্যপাদ শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী-মহাশয়, সাক্ষাৎ শ্রীবৃষভানুনন্দিনীর কৃপা-নির্দেশ প্রাপ্ত হইয়া জগতের কল্যাণের নিমিত্ত, এই কামবীজ কামগায়ত্রীর অর্থ লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। শ্রীব্রজেন্দ্র-নন্দনের প্রেমসেবা-লিপ্সু সাধকগণের পক্ষে, এই কামগায়ত্রীর অর্থ অবগত থাকা নিতান্ত আবশ্যক। প্রতিদিন কামগায়ত্রী জপ করিবার সময় সঙ্গে সঙ্গে এই অর্থ স্মরণ করা কর্ত্তব্য ; যেহেতু—অর্থ-চিন্তা-সহকারে মন্ত্রজপ করাই শাস্ত্রের অভিপ্রায়।]

অনন্তর শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের বীজসংজ্ঞত্ব বর্ণিত হইতেছে। রাসোল্লাস-তন্ত্রে বর্ণিত আছে,—শ্রীকৃষ্ণ কামবীজরূপে এবং শ্রীরাধা রতিবীজরূপে প্রকটিত আছেন ; এজন্য 'ক্লীঁ' এই কামবীজ এবং 'শ্রীঁ' এই রতিবীজ কীর্ত্তন করিলেই শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধা প্রসন্ন হইয়া থাকেন। ২। এই উভয়বিধ বীজের মধ্যে কামবীজের অর্থ লিখিত হইতেছে। যথা কাম অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ক অভিলাষের বীজই কামবীজ। অথবা শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ক কাম (অভিলাষ) উদ্দীপন করিবার বীজের নাম কামবীজ। অথবা

কামবীজ-লক্ষণং

গৌতমীয়ে :—

বিনা বীজেন মন্ত্রাণাং বিফলং জায়তে ফলং ।
পঞ্চালঙ্কারসংযুক্তং বীজস্ত পরমাদ্ভুতং ॥
ককারশ্চ লকারশ্চ ঈকারশ্চার্দ্ধচন্দ্রকঃ ।
চন্দ্রবিন্দুশ্চ তদ্‌যুক্তং কামবীজমুদাহৃতং ॥৪॥

ক্লীমিতি কামবীজমেকাক্ষরম্ । অস্যার্থো বৃহদ্‌গৌতমীয়ে :—

ক্লীঁকারাদসৃজদ্বিশ্বমিতি প্রাহ শ্রুতেঃ শিরঃ ৎ
লকারাৎ পৃথিবী জাতা ককারাজ্জল-সম্ভবঃ ।
ঈকারাদ্বহ্নিরুৎপন্নো নাদাদ্বায়ুরজায়ত ।
বিন্দোরাকাশ-সম্ভূতিরিতি ভূতাত্মকো মনুঃ ॥৫॥
ককারঃ পুরুষঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ ।
ঈকারঃ প্রকৃতীরাধা নিত্যবৃন্দাবনেশ্বরী ।
লশ্চানন্দাত্মকং প্রেমসুখং তয়োশ্চ কীর্ত্তিতং ।
চুম্বনানন্দ-মাধুর্য্যং নাদবিন্দুঃ সমীরিতঃ ॥ ৬ ॥

শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিনিমিত্তক নিখিল কাম (অভিলাষ) পরিপূর্ণ বীজই কামবীজ বলিয়া অভিহিত ।৩॥

কামবীজের লক্ষণ বর্ণিত হইতেছে । গৌতমীয়তন্ত্রে উক্ত আছে,—যে সকল মন্ত্র বীজহীন, তাহা জপ করিলে কোন ফল লাভ হয় না। যত প্রকার বীজ আছে, তন্মধ্যে পঞ্চালঙ্কার (ককার লকারাদি) সংযুক্ত এই কামবীজই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ । ককার, লকার, ঈকার, অর্দ্ধচন্দ্র ও চন্দ্রবিন্দু-সমন্বিত বীজই কামবীজ বলিয়া প্রসিদ্ধ । ৪ । 'ক্লীঁ' এই একাক্ষর বীজকে কামবীজ বলে । ইহার অর্থ লিখিত হইতেছে । বৃহদ্গৌতমীয়তন্ত্রে বর্ণিত আছে,—উপনিষদ বলেন,—শ্রীভগবান্ 'ক্লীঁ' এই কামবীজ হইতে বিশ্বের সৃষ্টি করিয়াছেন । কামবীজের

অথ কামবীজস্য শ্রীবিগ্রহাত্মকত্বম্

সনৎকুমারসংহিতায়াং —

অথ কামবীজস্য শরীরং শ্রীবিগ্রহাত্মকং।
শ্রীকৃষ্ণশরীরাভিন্নান্যক্ষরাণি ক্রমাৎ শৃণু।
ককারেণ শিরো ভালো ভ্রূর্নাসা নেত্রকর্ণকৌ।
লকারেণ ভবেদ্গণ্ড স্তদন্তো হনুরূপকঃ।
চিবুকোঽথ গ্রীবাচৈব কণ্ঠঃ পৃষ্ঠঞ্চ সুব্রত।
ঈকারঃ স্কন্ধো বাহুশ্চ কফোণিরঙ্গুলীনখঃ।
অর্দ্ধচন্দ্রো বক্ষস্তন্দঃ পার্শ্বে নাভিঃ কটিস্তথা।
চন্দ্রবিন্দাবুরুর্জানু র্জঙ্ঘা গুল্‌ফশ্চ পাদকঃ।
পার্ষ্ণিশ্চাপ্যঙ্গুলী চৈব নখেন্দুরপি নারদ।
ইতি বিগ্রহরূপশ্চ কামবীজাত্মকো হরিঃ ॥৭॥

অন্তর্গত লকার হইতে পৃথিবী, ককার হইতে জল, ঈকার হইতে অগ্নি, নাদ হইতে বায়ু এবং বিন্দু হইতে আকাশ সমুৎপন্ন হইয়াছে; এজন্য মন্ত্রই ভূত সমূহের আত্মা অর্থাৎ উৎপত্তির মূল কারণ।৫। এই কামবীজের অন্তর্গত ককারের অর্থ—সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ পরম-পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ। ঈকারের অর্থ—নিত্যবৃন্দাবনাধীশ্বরী পরমা-প্রকৃতি শ্রীরাধা। লকার—শ্রীরাধাকৃষ্ণের আনন্দাত্মক প্রেমসুখ বলিয়া পরিকীর্ত্তিত। নাদবিন্দু—শ্রীরাধাকৃষ্ণের চুম্বনোত্থ আনন্দ-মধুরিমা বলিয়া কথিত। ৬।

অনন্তর কামবীজের শ্রীবিগ্রহস্বরূপতা বর্ণিত হইতেছে। সনৎকুমার-সংহিতায় লিখিত আছে,—কামবীজের অবয়ব কেবল অক্ষরাত্মক নহে, বস্তুতঃ শ্রীবিগ্রহাত্মক। যেহেতু কামবীজের অন্তর্ভূত বর্ণসমূহ, শ্রীকৃষ্ণের

বীজাক্ষরং পঞ্চপুষ্পবাণতুল্যং ক্রমাৎ শৃণু।
ককারশ্চাম্র-মুকুলো লকারশ্চাশোকঃ স্মৃতঃ।
ঈকারো মল্লিকা-পুষ্পং মাধবী চার্দ্ধচন্দ্রকঃ।
বিন্দুশ্চ বকুলপুষ্পমেতে বাণাঃ স্যুরেব চ ॥৮॥

অথঃ কামগায়ত্র্যর্থঃ

গায়ত্রী সা মহামন্ত্রঃ কামপূর্ব্বাপ কথ্যতে।
সাধকা যাং গৃহীত্বৈব জায়ন্তে ব্রজমণ্ডলে ॥৯॥

শ্রীঅঙ্গ হইতে অভিন্ন; হে সুব্রত নারদ! উহা ক্রমশঃ শ্রবণ কর, ককারের দ্বারা—শিরোদেশ, ললাট, ভ্রূযুগল, নেত্রদ্বয় ও উভয় কর্ণ জানিবে। লকারের দ্বারা গণ্ডস্থল, হনু (গণ্ডস্থলের প্রান্তভাগ), চিবুক, গ্রীবা, কণ্ঠ ও পৃষ্ঠ। ঈকারে স্কন্ধ, বাহু, কফোণি (কনুই), হস্তের অঙ্গুলী ও নখসমূহ। অর্দ্ধচন্দ্রে,—বক্ষস্থল, উদর, পার্শ্বদেশ, নাভি ও কটি। বিন্দুতে উরু, জানু (হাটু), জঙ্ঘা (গুল্ফ ও জানুর মধ্যদেশ), গুল্ফ (পদের গ্রন্থি), পদ, পাষ্ণি (পদের পশ্চাৎ—গুল্ফের নিম্ন), পদের অঙ্গুলী ও নখচন্দ্র সকল বুঝিতে হইবে। ইহাই কামবীজরূপী শ্রীকৃষ্ণের শ্রীবিগ্রহ।৭।

কাম-বীজের অন্তর্গত পঞ্চ অক্ষর—পঞ্চ পুষ্পবান সদৃশ, তাহাও যথাক্রমে শ্রবণ কর॥ ককার—আম্রমুকুল, লকার—অশোকপুষ্প, ঈকার—মল্লিকা, অর্দ্ধচন্দ্র—মাধবী এবং বিন্দু—বকুলপুষ্প; ইহাই পঞ্চবিধ পুষ্পবাণ।৮।

কামগায়ত্রীর অর্থ :—সাধক-ভক্তগণ যাহা গ্রহণ করিয়া ব্রজমণ্ডলে গোপীগর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন, সেই কামগায়ত্রী মহামন্ত্র বর্ণিত হইতেছেন।৯। কামবীজের সহিত মিলিত যে গায়ত্রী, তাহার নাম কামগায়ত্রী। অথবা কামবীজের যে গায়ত্রী, তাহাই কামগায়ত্রী বলিয়া অভিহিত। শান্তাদি দ্বাদশ-

কামবীজেন সহ সংযুক্তা যা গায়ত্রী সা কামগায়ত্রী। যদ্বা কামবীজস্য যা গায়ত্রী সা কামগায়ত্রী। অস্যাঃ উপাস্যঃ (সাধ্যঃ) দেবঃ শৃঙ্গার-রসরাজ-স্বরূপাভিন্নো মদনঃ শ্রীকৃষ্ণো নন্দাত্মজঃ। অস্য ধাম বৃন্দাবনমেব।১০।

অথ কামগায়ত্রী-লক্ষণম্

সনৎকুমারকল্পে :—

আদৌ মন্মথমুদ্ধৃত্য কামদেবপদং বদেৎ।
আয়ান্তে বিদ্মহে পুষ্পবাণায়েতি পদং বদেৎ।
ধীমহীতি ততোক্ত্বাথ তন্নোঽনঙ্গঃ প্রচোদয়াৎ॥১১॥

ক্লীমিতি বেণুমাধুর্য্যেণ শ্রীরাধিকাদীনাং মনোহরণাৎ। কামদেবায়েতি লীলামাধুর্য্যেণ শ্রীরাধিকাদীনাং বিবেক-হরণাৎ। পুষ্পবাণায়েতি লাবণ্য-গুণমাধুর্য্যাদিভিঃ শ্রীরাধিকাদীনাং সম্ভোগরসোদ্দীপনাৎ॥১২॥

রসের রাজা (শ্রেষ্ঠ) শৃঙ্গারাখ্য রস, যাঁহার স্বরূপ হইতে অভিন্ন, অর্থাৎ যিনি শৃঙ্গার-রসময়-বিগ্রহ, সেই অপ্রাকৃত নবীনমদন ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ এই কামগায়ত্রীর উপাস্য দেবতা। তাঁহার নিত্য ধাম একমাত্র শ্রীবৃন্দাবন।১০। অতঃপর কামগায়ত্রীর লক্ষণ বর্ণিত হইতেছে। সনৎকমারকল্পে উক্ত আছে,—প্রথমে কামবীজ উচ্চারণ পূর্ব্বক 'কামদেব' শব্দ বলিবে, তৎপর 'আয়' ও তদনন্তর 'বিদ্মহে' পদ বলিয়া 'পুষ্পবাণায়' পদ বলিতে হইবে। পরে 'ধীমহি' পদ বলিয়া 'তন্নোঽনঙ্গঃ প্রচোদয়াৎ' উচ্চারণ করিবে (ক্লীঁ কামদেবায় বিদ্মহে পুষ্পবাণায় ধীমহি তন্নোঽনঙ্গঃ প্রচোদয়াৎ)।১১। অপ্রাকৃত নবীন-মদন শ্রীকৃষ্ণ কলধ্বনি-বিশিষ্ট-বেণুমাধুর্য্য দ্বারা শ্রীরাধিকাদি-প্রেয়সীগণের মন চুরি করেন বলিয়া 'ক্লীঁ' এই কামবীজরূপে বিরাজমান আছেন। লীলামাধুর্য্যদ্বারা শ্রীরাধিকাদির বিবেক হরণ করেন বলিয়া 'কামদেবায়' পদরূপে প্রকটিত

কাম-সম্বন্ধানুগয়োঃ কামানুগায়ামেবানয়া গায়ত্র্যা উপাস্যতে ॥ কামান্ স্বাভিলাষান্ দীব্যতি প্রকাশয়তি। যদ্বা কামেন স্বাভিলাষেণ দীব্যতি ক্রীড়তি যঃ স কামদেব তস্মৈ কামদেবায় বিদ্মহে জানীমহি। কিম্ভূতায়? পঞ্চ পুষ্পাণ্যেব পঞ্চ কামবীজাক্ষরাণি পঞ্চ বাণা অস্ত্রাণি শার্ঙ্গধনুর্গুণ-পঞ্চকেষু যস্য স পুষ্পবাণস্তস্মৈ পুষ্পবাণায় বয়ং ধীমহি ধ্যায়েম; গৌরবার্থে বহুবচনং। এবংস্বরূপো যস্মাত্তস্মাদনঙ্গঃ—ব্রজস্থিতো নবোঽপ্রাকৃতঃ কন্দর্পো নবীন-মদনঃ, কামবীজ-গায়ত্রীভ্যাং যন্ত্রোপাসনা,—তয়ো র্য এবোপাস্যঃ স

আছেন। লাবণ্য-গুণমাধুর্য্যাদি দ্বারা শ্রীরাধিকাদি-বল্লভাগণের চিত্তরূপ মৃগকে বিদ্ধ করেন, এজন্য 'পুষ্পবাণায়' পদরূপে বিদ্যমান আছেন এবং অপাঙ্গ-মাধুর্য্যাদিদ্বারা শ্রীরাধিকাদির সম্ভোগরস উদ্দীপন করেন বলিয়া 'অনঙ্গঃ' এই পদরূপে বিরাজ করিতেছেন।১২।

কামানুগা ও সম্বন্ধানুগাভেদে দ্বিবিধ রাগানুগা-মার্গের মধ্যে, একমাত্র কামানুগামার্গেই এই কামগায়ত্রীমহামন্ত্র দ্বারা শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনের উপাসনা হইয়া থাকে। **কামগায়ত্রীর** পদসমূহের অর্থ; যথা—**কামদেবায় বিদ্মহে**—যিনি কাম অর্থাৎ নিজ বিষয়ক (শ্রীকৃষ্ণসুখৈক-তাৎপর্য্যক) নিখিল অভিলাষ (ভক্তহৃদয়ে) প্রকাশ করেন, অথবা কাম অর্থাৎ স্বকীয় (স্বরূপানন্দ-জনিত) অভিলাষ হেতু ক্রীড়া করেন অর্থাৎ সৃষ্টিকার্য্যাদি অন্য কোন প্রয়োজনের অনুসন্ধান না করিয়া, স্বেচ্ছাপূর্ব্বক আনন্দহেতু লীলাকৈবল্য* বিস্তার করেন, তিনি কামদেব; তাঁহাকে **বিদ্মহে**—জানিতেছি। কামদেব কি প্রকার, তাহাই পরবর্ত্তী '**পুষ্পবাণায়**' পদে বিশেষরূপে বর্ণিত হইতেছে। যথা—কামবীজের অন্তর্গত ককারাদি পাঁচ অক্ষর, আম্রমুকুলাদি পঞ্চবিধ

---

* লোকবত্তু লীলাকৈবল্যম্—বেদান্তসূত্রম্।

এবাত্মপর্য্যন্ত-সর্ব্ব-চিত্তাকর্ষকোঽসমোর্দ্ধরূপঃ শ্যামো রসময়মূর্ত্তিঃ। শৃঙ্গার-রসরাজবিগ্রহো ন অস্মান্ প্রচোদয়াৎ প্রকর্ষেণ চোদয়াৎ প্রসীদতু—নিজদাস্যে নিয়োজয়তু ইতি।১৩।

এতানি সার্দ্ধচতুর্বিংশতিরক্ষরাণি সার্দ্ধচতুর্বিংশতিশ্চন্দ্রা ভবন্তি; তে চ শ্রীকৃষ্ণস্যাঙ্গে উদিতাঃ সন্তঃ ত্রাণি জগন্তি কামময়ানি কুর্ব্বন্তি। কাকরাদি-

---

পুষ্পসদৃশ। সেই পাঁচ প্রকার পুষ্প যাঁহার শার্ঙ্গ * নামক ধনুকের পাঁচটি গুণের মধ্যে পঞ্চ বাণরূপে সজ্জিত আছে, তিনিই পুষ্পবাণ; তাঁহাকে **ধীমহি**—ধ্যান করিতেছি। এই প্রকার পুষ্পবাণ-বিশিষ্ট তদীয় স্বরূপ বলিয়া, তিনি **অনঙ্গ**—নবীন মদন; তবে কি তিনি সুরপুরবাসী কামদেব? না, সুরপুরবাসী কামদেব প্রাকৃত,—আর ইনি হইলেন অপ্রাকৃত। তবে বুঝি দ্বারকাস্থিত সেই প্রদ্যুম্ন? না, প্রদ্যুম্নও নহেন। তবে কি দ্বারকাধিপতি শ্রীকৃষ্ণ? না, দ্বারকানাথ শ্রীকৃষ্ণ কামগায়ত্রীর উপাস্যদেবতা নহেন। যিনি বৃন্দাবনবিহারী শ্রীকৃষ্ণ তিনিই কামবীজ কামগায়ত্রীর উপাস্যদেবতা, 'অপ্রাকৃত নবীন মদন' বলিতে ইঁহাকেই বুঝিতে হইবে। যিনি কামবীজ ও কামগায়ত্রীর উপাস্য দেবতা, একমাত্র সেই ব্রজ-নবযুবরাজই আত্মপর্য্যন্ত সর্ব্বচিত্তাকর্ষক, যেহেতু তাঁহার সমান বা তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ রূপমাধুর্য্য আর কোথাও নাই, তিনি শ্যামসুন্দর রসিকশেখর, শৃঙ্গার-রসরাজ-ময় তাঁহার শ্রীবিগ্রহ; এরূপ কন্দর্প **নঃ প্রচোদয়াৎ**—আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হউন, অর্থাৎ আমাদিগকে তদীয় সেবাকার্য্যে নিয়োজিত করুন।১৩।

এই কামবীজ কামগায়ত্রীর সাড়ে চব্বিশ অক্ষর, সাড়ে চব্বিশ চন্দ্র। এই চন্দ্রসমূহ শ্রীকৃষ্ণের শ্রীঅঙ্গে উদিত হইয়া, ত্রিজগৎ কামময় করিয়া

---

* চাপঃ শার্ঙ্গং মুরারেস্তিত্যমরঃ।

† পুরুষ যোষিৎ কিম্বা স্থাবর জঙ্গম। সর্ব্বচিত্তাকর্ষক সাক্ষাৎ-মন্মথ মদন॥

তকারান্তানি তান্যক্ষরাণি মুখ-গণ্ড-ললাটাদি-করচরণান্তান্যঙ্গানি দক্ষিণাদি-ক্রমরূপেণ জ্ঞেয়ানি ।১৪।

অত্রাপি ভো বৈষ্ণবাঃ ! মম লিখন-বৃত্তান্তং যূয়ং শৃণুত ।—যথা শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে শ্রীকৃষ্ণদাস-কবিরাজ-গোস্বামিনা প্রাকৃত বর্ণানুক্রমেণ কাম-গায়ত্র্যা বর্ণসংখ্যা সার্দ্ধচতুর্ব্বিংশতিরিতি যল্লিখিতং, তস্য তামুসারেণ ময়াপি তল্লিখ্যতে। তদযথা—"কামগায়ত্রী মন্ত্ররূপ, হয় কৃষ্ণের স্বরূপ, সার্দ্ধচব্বিশ অক্ষর তার হয়। সে অক্ষর চন্দ্র চয়, কৃষ্ণে করি উদয়, ত্রিজগৎ কৈল কামময়।" ইত্যেতৎপ্রমাণমবলম্ব্য পূর্ব্বমতানুসারেণানুক্রম্য সংস্থাপ্যতে কিন্তু শ্রীকৃষ্ণদাস-কবিরাজ-গোস্বামী পঞ্চবিংশতিং পরিত্যজ্য কেন প্রমাণেন কেন বাভিপ্রায়েণ সার্দ্ধচতুর্ব্বিংশতিমক্ষরসংখ্যাং গদতি তত্রাপি মম ধীগোচরাভাবঃ। নানাপাঠ্য-শ্রাব্য শাস্ত্রবিচারে চার্দ্ধাক্ষর-সম্ভাবনা নাস্তি; অতো মহাসন্দেহ-সাগরে নিমগ্ন আসমিতি যূয়ং বিচারয়ত। যদি কেচিদ্বদন্তি মাত্রাহীন-তকারোঽর্দ্ধাক্ষরং তদা মাত্রাহীনান্যক্ষরাণ্যত্র তদিতরাণ্যপি সন্তি; ইত্যপি ন

থাকেন অর্থাৎ সকলের হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ক বাসনা জাগাইয়া দেন। ককার হইতে তকার পর্য্যন্ত এই সাড়ে চব্বিশ অক্ষরে, শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমুখ গণ্ডস্থল ও ললাটাদি করচরণ পর্য্যন্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গসকল বুঝিতে হইবে। তন্মধ্যে প্রথমতঃ দক্ষিণাঙ্গ, তৎপর বামাঙ্গ, এইরূপ পর্য্যায় জ্ঞাতব্য ।১৪।

শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় কামগায়ত্রীর অর্থ লিখনবৃত্তান্ত স্বয়ং বর্ণন করিতেছেন। যথা—হে বৈষ্ণবগণ ! আমি যে রূপে এই কামগায়ত্রীর অর্থ লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, তাহার আমূলবৃত্তান্ত শ্রবণ করুন। প্রথমতঃ আমার মনে একটি সন্দেহ উপস্থিত হয় এই,—শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী কাম-গায়ত্রীর অক্ষরসংখ্যা 'পঞ্চবিংশতি' না বলিয়া, কোন্ প্রমাণে কি অভিপ্রায়ে 'সার্দ্ধচব্বিশ' অক্ষর বলিলেন? কোন শাস্ত্রেই অর্দ্ধাক্ষরের উল্লেখ দেখিতে পাই না। যদি কেহ বলেন যে, কামগায়ত্রীর শেষাক্ষর— (২) মাত্রাহীন

ঘটতে। যতো ব্যাকরণ-পুরাণাগম-নাট্যালঙ্কারাদি-শাস্ত্রেষু স্বর-ব্যঞ্জনভেদেন পঞ্চাশদ্বর্ণনির্ণয় এবাস্তি তত্রার্দ্ধাক্ষরং নাস্ত্যেব। তদযথা—শ্রীহরিনামামৃত-ব্যাকরণে সংজ্ঞাপাদে "নারায়ণাদুদ্ভূতোহয়ং বর্ণক্রম" ইতি পঞ্চাশদকার-ক্ষকারাদয়ঃ। এবমন্যেষ্বপি ব্যাকরণেষুচ; পুনঃ বৃহন্নারদীয়পুরাণে শ্রীরাধিকা-সহস্রনাম-স্তোত্রে বৃন্দাবনেশ্বরী রাধা পঞ্চাশদ্বর্ণ-রূপিণীত্যপি। এবমেব শাস্ত্রান্ত-রেষ্বপি মাতৃকাদিপ্রকরণেচ কুত্রাপি সার্দ্ধপঞ্চাশদ্বর্ণক্রমো ময়া ন দৃশ্যতে। এতেষু শ্রীকৃষ্ণদাসকবিরাজ-গোস্বামিনঃ কিং ধীগোচরাভাবঃ? এতদপি ন সম্ভাব্যতে, যতঃ স সর্ব্বং জানাতি ভ্রমপ্রমাদাদি-দোষরাহিত্যাৎ।১৫।

পুনশ্চ যদ্যপি তকারোহর্দ্ধাক্ষরং নিশ্চীয়তে তদা কিং শ্রীকৃষ্ণদাসকবিরাজ-গোস্বামিনা ক্রমভঙ্গং বিলিখ্যতে? যতো মুখগণ্ডাদি-চরণান্ত বর্ণক্রমেণ চরণং পরিত্যজ্য ললাটে অর্দ্ধচন্দ্রঃ সংস্থাপ্যতে। তদযথা—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যলীলায়ামেকাবংশ-পরিচ্ছেদে শ্রীসনাতনশিক্ষাপ্রসঙ্গে সম্বন্ধতত্ত্ববিচারে,— "সখি হে কৃষ্ণমুখ দ্বিজরাজরাজ। কৃষ্ণ-বপুঃ-সিংহাসনে, বসি রাজ্যশাসনে, ক'রে সঙ্গে চন্দ্রের সমাজ॥ দুই গণ্ড সুচিক্কণ, জিনি মণি-সুদর্পণ, সেই দুই পূর্ণচন্দ্র জানি। ললাট অষ্টমী-ইন্দু, তাহাতে চন্দনবিন্দু, সেহ এক পূর্ণচন্দ্র মানি॥ কর-নখ চাঁদের হাট, বংশীর উপর করে নাট, তার গীত মুরলীর

(স্বরসংযুক্ত নহে) বলিয়া, উহা অর্দ্ধাক্ষরমধ্যে পরিগণিত; যদি তাহাই হয়, তবে এরূপ মাত্রাহীন অক্ষর এস্থলে আরও আছে, তাহাও অর্দ্ধাক্ষর বলিয়া গণ্য হইতে পারে। ইহাও সম্ভবে না।১৫।

দ্বিতীয়তঃ শ্রীকবিরাজ গোস্বামী ঐ শেষাক্ষর মাত্রাহীন (স্বরবর্ণ শূন্য) তকারকেই যদি অর্দ্ধাক্ষর নির্ণয় করিতেন, তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমুখ হইতে শ্রীপদনখ পর্য্যন্ত প্রত্যেক অঙ্গে, যথাক্রমে সাড়ে চব্বিশ অক্ষরকে, সাড়ে চব্বিশ চন্দ্র বর্ণন-প্রসঙ্গে, ক্রমপ্রাপ্ত শেষ-পদ-নখকেই অর্দ্ধচন্দ্র বলিতেন। কিন্তু তাহা না বলিয়া ললাটকে অর্দ্ধচন্দ্র বলিলেন কেন? এইরূপে দ্বিবিধ

তান। পদ-নখ চন্দ্রগণ, তলে করে সুনর্ত্তন, নূপুরের ধ্বনি যার গান॥ নাচে মকরকুণ্ডল, নেত্র-লীলাকমল, বিলাসী রাজা সতত নাচায়। ভ্রূধনু নাসিকাবাণ, ধনুর্গুণ দুই কান, নারীমন লক্ষ্য বিন্ধে তায়॥ এই চাঁদের বড় নাট, পসারি চাঁদের হাট, বিনামূলে বিলায় নিজামৃত। কাঁহো স্মিতজ্যোৎস্নামৃতে, কাহাকে অধরামৃতে, সব লোক করে আপ্যায়িত॥" (বিপুল আয়তারুণ, মদন-মদ-ঘূর্ণন' মন্ত্রী যা'র এদুই নয়ন। লাবণ্য-কেলি-সদন, জন-নেত্র রসায়ন, সুখময় গোবিন্দ বদন॥ যার পুণ্যপুঞ্জ ফলে, সে মুখ দরশন মিলে দুই আঁখি কি করিবে পান। দ্বিগুণ বাড়ে তৃষ্ণা লোভ, পীতে নারে মনঃ ক্ষোভ, দুঃখে করে বিধির নিন্দন॥) —শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ২১ পরিচ্ছেদ। ইত্যনুবাদদ্বয়েন বহুবাদানন্তরমপি অত্র সিদ্ধান্তো ন ঘটতে। তদা সর্ব্বোপায়ত্যক্তান্নপানাদিকঞ্চ বিহায় মনোদুঃখেন দেহত্যাগাভিপ্রায়েণ রাধাকুণ্ডতটেঽভিপপাতাহং। যদা মন্ত্রাক্ষরগোচরো ন ভবেত্তদা কথং দেবতা-গোচরো ভবিষ্যতীতি দেহত্যাগ এব কর্ত্তব্যঃ।১৬।

ততো রাত্রের্দ্বিতীয়প্রহরে গতে সতি তন্দ্রাং প্রাপ্য ময়া, দৃশ্যতে স্ম—শ্রীবৃষভানু নন্দিনী আগতা ব্রবীতি,—"ভো বিশ্বনাথ! হরি বল্লভ! ত্বমুত্তিষ্ঠ; শ্রীকৃষ্ণদাস-কবিরাজেন যল্লিখিতং তদেব সত্যং। স চ মম নর্ম্মসহচরী,

---

সন্দেহ উপস্থিত হয়, বহু বাদানুবাদের পরও তাহার কোন মীমাংসা স্থির করিতে পারিলাম না। তখন ভাবিলাম, যদি মন্ত্রাক্ষর পরিচয় না হয়, তবে মন্ত্রোপাস্য-দেবতার সাক্ষাৎকার ত কখনও ঘটিবেনা! অতএব মৃত্যুই আমার শ্রেয়ঃ। ইহাই স্থির করিয়া দেহত্যাগাভিপ্রায়ে শ্রীরাধাকুণ্ডতটে নিপতিত হইলাম।১৬।

এইরূপ সঙ্কল্পের পর, রাত্রি—দ্বিতীয়-প্রহর অতীত হইলে আমার তন্দ্রা উপস্থিত হয়; এমতাবস্থায় দেখিতেছি যে,—শ্রীবৃষভানু নন্দিনী আমার নিকটে উপস্থিত হইয়া বলিতেছেন,—"হে বিশ্বনাথ! হে হরিবল্লভ! তুমি উত্থিত হও। শ্রীকৃষ্ণ দাস কবিরাজ যাহা লিখিয়াছে, তাহা সমস্তই সত্য। সে আমার

মমানুগ্রহেণ মমান্তরং সর্ব্বং জানাত্যেব; তদ্বাক্যে সন্দেহং মা কুরু। এষ মমোপাসনামন্ত্রঃ অহমপি মন্ত্রাক্ষরৈর্বেদ্যা। মদনুকম্পাং বিনা নান্যঃ কোঽপ্যেতদ্বিজ্ঞাতুমর্হতি। অর্দ্ধাক্ষরনিরূপণং বর্ণাগমভাস্বাদ যদস্তি, যদ্দৃষ্ট্বা শ্রীকৃষ্ণদাসকবিরাজেন লিখিতং তৎ শৃণু! তদনন্তরং ত্বমিমং গ্রন্থং দৃষ্ট্বা সার্ব্বোপকারার্থমত্র প্রমাণ-সংগ্রহং কুরু।" এতচ্ছ্রুত্বন্ চৈতন্যাবস্থায়াং শীঘ্রমুত্থায় নিঃসন্দেহেন হাহেতি মুহুর্মুহুর্বিলপ্য তদাজ্ঞাং হৃদি নিধায় তৎপালনার্থং যত্নবানভবম্। অর্দ্ধাক্ষর-নির্ণয়ে শ্রীরাধিকাবাক্যং যথা—"ব্যস্তযকারোঽর্দ্ধাক্ষরং ললাটেঽর্দ্ধচন্দ্রবিম্বঃ, তদিতরং পূর্ণাক্ষরং পূর্ণচন্দ্র" ইতি।১৭।

অথ গায়ত্র্যক্ষরাণাং চন্দ্রত্ব-নিরূপণম্

এষামপ্যক্ষরাণাঞ্চ চন্দ্রত্বে নির্ণয়ং শৃণু।
মুখেঽপ্যেকং বিজানীয়াদ্ গণ্ডয়োর্দ্বৌ তথৈব চ।

নর্ম্ম সহচরী, আমি তাহাকে বিশেষ অনুগ্রহ করি, এজন্য আমার হৃদয়ের ভাব সমস্তই অবগত আছে, তাহার বাক্যে তুমি কোনরূপ সন্দেহ করিও না। আমার অনুগ্রহ ব্যতীত কেহই মন্ত্রাক্ষর সম্বন্ধীয় জ্ঞানলাভে সমর্থ হইতে পারে না। 'বর্ণাগম-ভাস্বৎ' নামক গ্রন্থে অর্দ্ধাক্ষরনিরূপণ সম্বন্ধে যাহা লিখিত আছে, তাহা শ্রবণ কর! তৎপর তুমি এই গ্রন্থ দেখিয়া জগতের কল্যাণের নিমিত্ত ইহার প্রমাণ সংগ্রহ কর। শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ এই বর্ণাগমভাস্বৎ দেখিয়াই অর্দ্ধাক্ষর নির্ণয় করিয়াছে"। স্বয়ং বৃষভানুনন্দিনী-শ্রীরাধার এইরূপ আদেশ-বাক্য শ্রবণ করিয়া, চেতনা লাভ করতঃ শীঘ্র উত্থিত হইলাম। সন্দেহ ভঞ্জন হইল, হা রাধে! হা রাধে! বলিয়া বার বার বিলাপ করিতে লাগিলাম। তৎপর তদীয় আদেশবাণী হৃদয়ে ধারণ করিয়া, তাহা প্রতিপালনের নিমিত্ত যত্নবান্ হইলাম। অর্দ্ধাক্ষরনির্ণয়বিষয়ে শ্রীরাধিকার বাক্য, যথা—"যে যকারের পর 'বি' অক্ষর আছে, সেই যকারই অর্দ্ধাক্ষর" এই লক্ষণানুসারে কামদেবায় পদের যকারের পর, বিদ্মহে পদের বি অক্ষর থাকায়, এই কামদেবায় পদের

ললাটে চার্দ্ধচন্দ্রং বৈ তিলকং পূর্ণচন্দ্রকং ॥
পাণ্যোর্ণখা দশ প্রোক্তাস্ত্বক্ষরাণি মনোভুবঃ ।
পাদাব্জয়োস্তথা জ্ঞেয়া নখচন্দ্রা দশ ক্রমাৎ ॥
অর্থো বিজ্ঞেয় ইত্থং বৈ গায়ত্র্যাশ্চ মনীষিভিঃ ॥
ক্রমাচ্চন্দ্রান্ বিজানীয়াৎ কাদি-তন্তাক্ষরাণি তু ॥
দক্ষিণাদিক্রমেণৈব ক্রমস্তেষাং সুসম্মতঃ ।১৮ ॥

শ্রীরাধিকোপদেশ-সম্মতমর্দ্ধাক্ষর নিরূপণং যথা—বর্ণাগমভাস্বদি ।
—বিকারান্ত-যকারেণ অর্দ্ধাক্ষরং প্রকীর্ত্তিতম্ ॥

ইতি শ্রীপাদবিশ্বনাথ-চক্রবর্ত্তি-বিরচিত মন্ত্রার্থদীপিকায়াং
কামগায়ত্র্যর্থঃ সম্পূর্ণঃ ॥

যকারই অর্দ্ধাক্ষর, ইহাই ললাটস্থ অর্দ্ধচন্দ্র। এতদ্ভিন্ন আর সমস্তই পূর্ণাক্ষর, এবং প্রত্যেকেই পূর্ণচন্দ্র ।১৭।

অনন্তর কামগায়ত্রীর অন্তর্গত প্রত্যেক অক্ষরের চন্দ্রত্ব নিরূপিত হইতেছে। শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমুখ এক চন্দ্র, দুই গণ্ড দুই চন্দ্র, ললাট অর্দ্ধচন্দ্র, ললাটস্থিত —তিলক এক চন্দ্র, দুই হস্তের দশ নখ দশ চন্দ্র এবং শ্রীচরণযুগলের দশ নখ দশচন্দ্র। বিজ্ঞ জন এইরূপে কামগায়ত্রীর অর্থ অবগত হইবেন। ক কার হইতে আরম্ভ করিয়া ত কার পর্যন্ত এক একটি অক্ষরকে এক এক চন্দ্র জানিবেন। এই সাড়ে চব্বিশ অক্ষরকে শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমুখ ও গণ্ডস্থলাদিরূপ সাড়ে চব্বিশ চন্দ্ররূপে নিরূপণ বিষয়ে, শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমুখ হইতে শ্রীপদনখ পর্য্যন্ত অঙ্গ সকলের মধ্যে ক্রমশঃ দক্ষিণ ও বামপর্য্যায় গৃহীত হইয়া থাকে। ।১৮।

শ্রীরাধিকার, উপদেশমতে অর্দ্ধাক্ষর নিরূপণ বিষয়ে বর্ণাগম-ভাস্বদের প্রমাণ ; যথা—যে য-কারের পর 'বি' অক্ষর আছে, তাহাই অর্দ্ধাক্ষর। এই লক্ষণানুসারে 'কামদেবায়' পদের য কারই অর্দ্ধাক্ষর, যেহেতু—এই য কারের পর 'বিদ্মহে' পদের 'বি' অক্ষর রহিয়াছে ॥ ১৯ ॥

ইতি কামগায়ত্রীর অর্থের অনুবাদ সম্পূর্ণ।

সাড়েচব্বিশাক্ষর এই কামগায়ত্রীর প্রত্যেকটি অক্ষরেই চন্দ্র আছে যথা :—

কা ১—ককারশ্চন্দ্রিমা চন্দ্র বিলাসানাবসানয়োঃ। ইতি কামপালঃ।

ম ১—মকারো মধুরে হাস্যে বিকাশেচ্ছা বিভূক্ষয়োঃ। ইতি ঋষভঃ।

দে ১—শ্চন্দ্রেতু বিলাসে চ গর্হণে মণ্ডলেঽপিচ ইতি দেবজ্যোতিঃ।

বা ১— প্রকারো লাস্যে লাবণ্যে ইন্দ্রায়ুধে শশধরে, ইতি ভাস্বদিঃ।

য় ½—য়ং চন্দ্রার্দ্ধং বৈভবঞ্চ বিলাসো দারুণং ভয়মিতি ব্যাড়িঃ।

বি ১—বিশব্দো বিবিধে প্রাজ্ঞে অঙ্গদে চ শশধরে ইতি বিশ্বঃ।

দ্ম ১—মঃ মকারো বিবিধে নৃত্যে তেজোরাশৌ শশধরে ইতি ভাস্বদিঃ।

হে ১—হে শব্দো হেতুকে বিজ্ঞে ইন্দৌ গুণরসালশে ইতি কামতন্ত্রঃ।

পু ১—পুঃ স্যাচ্ছরাসনজ্যোৎস্নানৃত্যচন্দ্রাঙ্কুশাস্বুজে ইতি দেবদ্যুতিঃ।

ষ্প ১—ষ্পকারো বিবিধে প্রাজ্ঞে বিধৌচ মুক্তদামনু ইতি রত্নহাসঃ।

বা ১—বা শব্দো বুদ্ধৌ প্রাজ্ঞে চ বিধৌচন্দ্রাভিবাদয়ো ইতি গোতমিঃ।

ণা ১—ণা-কারো বিষয়াবিষ্টে নিত্যচন্দ্র রসায়ণে ইতি স্বভূতিঃ।

য় ১—য়কার শ্চন্দ্রাবিশ্বে চ বিশালাক্ষি রসাকারে ইতি ব্যাঘ্রভূতিঃ।

ধী ১—ধী শব্দো বুদ্ধৌ প্রাজ্ঞেচ বিধৌ চন্দ্রাভিবাদয়োঃ ইতি গোতমিঃ।

ম ১— মকারো মারুতে ব্রহ্মে প্রভাকরে নিশাকরে ইতি স্বভূতিঃ।

হি ১—হি শব্দোহি রসাবেশে হিঙ্গুলে চন্দ্রমণ্ডলে ইতি দেবজ্যোতিঃ।

তন্নো—১৭-১৮

অনঙ্গ—অনঙ্গোমদনে বিশ্বেঽনঙ্গ চন্দ্র বিভাবনে ইতি গোতমিঃ। (২) ১৯-২০

প্র ১—প্র শব্দো বিবিধে নৃত্যে প্রকৃষ্টে চন্দ্রমণ্ডলে ইতি ব্যাঘ্রভূতিঃ।

চো ১—চশ্চণ্ডাংশে কচ্ছপেচ চণ্ডে গোরে তথৈবচ ইতি মেদিনীঃ।

দ ১—দকারো বিবিধে নৃত্যে চন্দ্রে বিদ্যাধরেঽপিচ ইতি ভাস্বদিঃ।

য়া ১—আসনে চ বিধায়াস্তয়াকারশ্চন্দ্র উচ্চতে ইতি চন্দ্র গোতমিঃ।

ৎ ১—স্তবস্তোত্র বিকাশেযু (২) ত কারশ্চন্দ্র উচ্যতে।

—০—

শ্রীশ্রীমহামন্ত্রোপাসনা

শ্রীভগবন্নাম সম্বন্ধে বৈদিক প্রমাণ*

'তমু স্তোতারঃ পূর্ব্যং যথা বিদ ঋতস্য গর্ভং জনুষাপিপর্তন। ওঁ আহস্য জানন্তো নাম চিদ্বিবক্তন্ মহস্তে বিষ্ণো সুমতিং ভজামহে ওঁ তৎ সৎ।—(ঋগ্বেদ ১ম মণ্ডল, ১৫৬ সূক্ত ৩য়া ঋক্)।

শ্রীজীব-গোস্বামিপাদকৃত ব্যাখ্যা

হে বিষ্ণো তে তব নাম চিৎ চিৎস্বরূপং অতএব মহঃ স্বপ্রকাশরূপং। তস্মাৎ অস্য নাম্ন আ ঈষদপি জানন্তঃ ন তু সম্যক্ উচ্চার-মাহাত্ম্যাদি পুরস্কারেণ তথাপি বিবক্তন্ ব্রুবাণাঃ কেবলং তদক্ষরাভ্যাসমাত্রং কুর্ব্বাণাঃ সুমতিং তদ্বিষয়াং বিদ্যাং ভজামহে প্রাপ্নুমঃ। যতস্তদেব প্রণবব্যঞ্জিতং বস্তু সৎ স্বতঃসিদ্ধমিতি। অতএব ভয়দ্বেষাদৌ শ্রীমূর্ত্তেঃ স্ফূর্ত্তেরেব সাঙ্কেত্যাদাবস্য মুক্তিদত্বং শ্রূয়তে।

—ভাগবৎসন্দর্ভ ৪৯ সংখ্যা।

বঙ্গার্থ:— হে বিষ্ণো! তোমার নাম চিৎস্বরূপ, অতএব তাহা স্বপ্রকাশ-রূপ, সুতরাং এই নামের সম্যক্ উচ্চারণাদি মাহাত্ম্য না জানিয়াও যদি তাহা (মাহাত্ম্য) ঈষন্মাত্র অবগত হইয়াই নামোচ্চারণ করি অর্থাৎ সেই নামাক্ষরগুলির মাত্র অভ্যাস করি, তথাপি আমরা তদ্বিষয়ক জ্ঞানপ্রাপ্ত হইব। যেহেতু সেই প্রণব ব্যঞ্জিত পদার্থ 'সৎ' অর্থাৎ স্বতঃসিদ্ধ; অতএব ভয় ও দেষাদি-স্থলেও শ্রীমূর্ত্তির স্ফূর্ত্তি হয় বলিয়া তাদৃশ অবস্থায় নামোচ্চারণ করিলেও মুক্তিলাভ হইবে; কারণ 'সাঙ্কেত্য' ইত্যাদি স্থলে নামোচ্চারণের (নামাভাসের) মুক্তিদত্ব শ্রুত হওয়া যায়।

*'অস্য মহানুভাবস্য বিষ্ণোর্নাম চিৎ সর্বৈর্নমনীয়মভিধানং সার্বাত্ম্য-প্রতিপাদকং বিষ্ণুরিত্যেতন্নাম জানন্তঃ পুরুষার্থ-প্রদমিত্যধিগচ্ছন্ত আ সমন্তাদ্ বিবক্তন্—বদত, সংকীর্তয়ত।'

—ঋগ্বেদ ১।১৫৬।৩ সায়ণভাষ্য।

বঙ্গার্থ :—'হে স্তোতৃগণ! তোমরা সেই বিষ্ণুকে যতটুকু জান তদনুরূপ স্তোত্রাদির দ্বারা তাঁহাকে প্রীত কর। তিনি সকলের আদি, তিনিই যজ্ঞরূপে অবস্থিত, তিনিই সর্ব্বাগ্রে জল সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহারই অনুগ্রহ হইলে তাঁহার স্তুতি করিতে পারা যায়। সেই মহানুভব বিষ্ণুর নাম 'চিৎ' অর্থাৎ সকলেরই নমস্কারযোগ্য, সর্ব্বাত্মার প্রতিপাদক ও সর্ব্বপুরুষার্থপ্রদ—ইহা অবগত হইয়া 'আ' অর্থাৎ চতুর্দ্দিক্ ব্যাপিয়া 'বিবক্তন'—বল. অর্থাৎ সংকীর্ত্তন কর। হে বিষ্ণো! এই ভাবে তোমার নাম করিতে করিতে আমরা তোমারই কৃপায় তোমার স্বরূপ সাক্ষাৎকাররূপ সুমতি লাভ করিতে সমর্থ হইব।

কীর্ত্তন সম্বন্ধে বৈদিক-সূত্র

"বিষ্ণোর্নু কং বীর্য্যানি প্রবোচন্"—আমি এখন শ্রীবিষ্ণুর লীলাদি কীর্ত্তন করিতেছি।—ঋগ্বেদ ১।১৫৪।১

"তত্তদিদস্য পৌংস্যং গৃণীমসীনস্য ত্রাতুরবৃকস্য মীলহুষঃ"— ত্রিভুবনেশ্বর, জগদ্-রক্ষক, কৃপালু, সর্বেচ্ছাপারিপূরক, ভগবান্ বিষ্ণুর চরিত্র কীর্ত্তন করিতেছি।

—ঋগ্বেদ ১।১৫৫।৪

বৈষ্ণব-সম্রাট্ বেদান্তাচার্য্য শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণপাদ-কৃত

'স্তবমালাবিভূষণ'-ভাষ্যে। উচ্চৈঃস্বরে মহামন্ত্রকীর্ত্তন সম্বন্ধে,—হরেকৃষ্ণেতি মন্ত্র প্রতীক গ্রহণম্। ষোড়শনামাত্মনা দ্বাত্রিংশদক্ষরেণ মন্ত্রেণোচ্চৈরুচ্চারিতেন-স্ফুরিতা কৃতনৃত্যা রসনা জিহ্বা যস্য সঃ॥

বঙ্গার্থ :— 'হরেকৃষ্ণ'—এই মন্ত্রমূর্ত্তির গ্রহণ। ষোড়শনামাত্মক দ্বাত্রিংশৎ অক্ষরযুক্ত মন্ত্র উচ্চৈঃস্বরে উচ্চারিত হওয়ায় যাঁহার জিহ্বা নৃত্য করিতেছে। (তাৎপর্য্য এই যে, 'হরেকৃষ্ণ' বলিতে ষোলনাম বত্রিশাক্ষর যুক্ত নামাক্ষর ব্যতীত অন্য কোনপ্রকার ছড়া বা কল্পিত নামকীর্ত্তন ভ্রমক্রমেও কেহ না বুঝেন।—টীকাকার তদ্বিষয়ে আমাদিগকে সাবধান করিয়াছেন।)

চারিযুগের নাম

সত্যযুগে—'নারায়ণঃ পরাবেদাঃ নারায়ণঃ পরাক্ষরাঃ।
নারায়ণঃ পরামুক্তিঃ নারায়ণঃ পরাগতিঃ॥'

ত্রেতাযুগে—'রাম-নারায়ণানন্ত মুকুন্দ মধুসূদন।
কৃষ্ণ কেশব কংসারে হরে বৈকুণ্ঠ বামন॥'

দ্বাপরযুগে—'হরে মুরারে মধুকৈটভারে গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দ শৌরে।
যজ্ঞেশ নারায়ণ কৃষ্ণ বিষ্ণো নিরাশ্রয়ং মাং জগদীশ রক্ষ॥'

কলিযুগে—'হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ কৃষ্ণকৃষ্ণ হরেহরে।
হরেরাম হরেরাম রামরাম হরেহরে॥'

'হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ কৃষ্ণকৃষ্ণ হরেহরে।
হরেরাম হরেরাম রামরাম হরেহরে॥
ষোড়শৈতানি নামানি দ্বাত্রিংশদ্ বর্ণকানি হি।
কলৌ যুগে মহামন্ত্রঃ সম্মতো জীবতারণে॥
বর্জ্জয়িত্বা তু নামৈতদ্ দুর্জ্জনৈঃ পরিকল্পিতম্।
ছান্দোবদ্ধং সুসিদ্ধান্তবিরুদ্ধং নাভ্যসেৎ পদম্॥
তারকং ব্রহ্মনামৈতদ্ ব্রহ্মণা গুরুণাদিনা।
কলিসন্তরণাদ্যাসু শ্রুতিষ্বধিগতং হরেঃ॥
প্রাপ্তং শ্রীব্রহ্মশিষ্যেণ শ্রীনারদেন ধীমতা।
নামৈতদুত্তমং শ্রৌত পারম্পর্য্যেণ ব্রহ্মণঃ॥
উৎসৃজ্য তন্মহামন্ত্রং যে ত্বন্যৎ কল্পিতং পদম্।
মহানামেতি গায়ন্তি তে শাস্ত্রগুরুলঙ্ঘিনঃ॥

তত্ত্ববিরোধ সংপৃক্তং তাদৃশং দৌর্জ্জনং মতম্।
সর্ব্বথা পরিহার্য্যং স্যাদাত্মহিতার্থিনা সদা ॥'

—অনন্ত-সংহিতা।

বঙ্গার্থ :—'হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ কৃষ্ণকৃষ্ণ হরেহরে। হরেরাম হরেরাম রামরাম হরেহরে॥' এই ষোল নাম বত্রিশ অক্ষর কলিযুগে মহামন্ত্র এবং জীবতারণে অভিমত। এই নাম বর্জ্জন করিয়া দুর্জ্জন পরিকল্পিত ছন্দোবদ্ধ, সুসিদ্ধান্ত বিরুদ্ধ রসাভাসদুষ্ট-পদ কদাচ অভ্যাস করিবে না। এই তারকব্রহ্ম হরিনাম আদিগুরু ব্রহ্মা 'কলিসন্তরণাদি শ্রুতিতে' পাইয়াছেন, ব্রহ্মার নিকট হইতে শ্রুতি-পরম্পরায় ব্রহ্মার শিষ্য ধীমান্ নারদ এই উত্তম নাম প্রাপ্ত হইয়াছেন। এই মহামন্ত্র ত্যাগ করিয়া যাহারা অন্যান্য কল্পিত পদকে মহানাম প্রভৃতি বলিয়া কীর্ত্তন করে, তাহারা শাস্ত্র ও গুরু-লঙ্ঘনকারী। আত্মহিতার্থী সর্ব্বদা সর্ব্বতোভাবে তত্ত্ববিরোধ পূর্ণ সেইসব দুর্জ্জনের মত (দুঃসঙ্গজ্ঞানে) পরিত্যাগ করিবেন।

'হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ কৃষ্ণকৃষ্ণ হরেহরে।
হরেরাম হরেরাম রামরাম হরেহরে॥
ইতি ষোড়শকং নাম্নাং কলিকল্মষনাশনম্।
নাতঃ পরতরোপায়ঃ সর্ব্ববেদেষু দৃশ্যতে॥'

—কলিসন্তরণোপনিষৎ।

'হরেকৃষ্ণ' ইত্যাদি ষোড়শ নাম কলিকলুষনাশকারী; ইহা হইতে শ্রেষ্ঠ উপায় সর্ব্ববেদের মধ্যেও দৃষ্ট হয় না।

'হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ কৃষ্ণকৃষ্ণ হরেহরে।
রটন্তি হেলয়া বাপি তে কৃতার্থা ন সংশয়ঃ॥'

—অগ্নিপুরাণ।

'হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ কৃষ্ণকৃষ্ণ হরেহরে।'—এই মহামন্ত্র যাঁহারা অবহেলা পূর্ব্বকও উচ্চারণ করেন, তাঁহারা কৃতার্থ হন ; ইহাতে কোন সংশয় নাই।

মধুর-মধুরমেতন্মঙ্গলং মঙ্গলানাং,
সকলনিগমবল্লী সৎফলং চিৎস্বরূপম্।
সকৃদপি পরিগীতং শ্রদ্ধয়া হেলয়া বা,
ভৃগুবর নরমাত্রং তারয়েৎ কৃষ্ণনাম ॥

—হঃ ভঃ বিঃ ১১ বিঃ ২৩৪ সংখ্যাধৃত স্কন্দপুরাণ বাক্য।

এই হরিনাম সর্ব্ববিধ মঙ্গলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মঙ্গল স্বরূপ, মধুর হইতে সুমধুর, নিখিল শ্রুতিলতিকার চিন্ময় নিত্যফল। হে ভার্গবশ্রেষ্ঠ, শ্রদ্ধায় হউক, কিংবা হেলায় হউক, মানব যদি কৃষ্ণ নাম একবারও প্রকৃষ্টরূপে অর্থাৎ নিরপরাধে কীর্ত্তন করেন, তাহা হইলে সেই নাম তৎক্ষণাৎ নরমাত্রকে পরিত্রাণ করিয়া থাকেন।

'হরিদাস কহেন,—যৈছে সূর্য্যের উদয়।
উদয় না হৈতে আরম্ভে তমের হয় ক্ষয় ॥
চৌর-প্রেত-রাক্ষসাদির ভয় হয় নাশ।
উদয় হৈলে ধর্ম্ম-কর্ম্ম-আদি* পরকাশ ॥
ঐছে নামোদয়ারম্ভে পাপ-আদির ক্ষয়।
উদয় হৈলে কৃষ্ণপদে হয় প্রেমোদয় ॥'

—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত অন্ত্য ৩।

শ্রীনাম সম্বন্ধে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীপাদের সিদ্ধান্ত

যে গো-গর্দভাদয় ইব বিষয়েষ্বেবেন্দ্রিয়াণি সদা চারয়ন্তি কো ভগবান্ কা ভক্তিঃ কো গুরুরিতি স্বপ্নেঽপি ন জানন্তি তেষামেব নামাভাসাদিরীত্যা গৃহীত হরি-নাম্নমজামিলাদীনামিব নিরপরাধানাং গুরুং বিনাপি ভবত্যেবোদ্ধারঃ। হরি-র্ভজনীয় এব ভজনং তৎপ্রাপকমেব তদুপদেষ্টা গুরুরেব গুরূপদিষ্টা ভক্তা এব পূর্ব্বে হরিং প্রাপুরিতি বিবেকবিশেষবত্ত্বেঽপি—"নোদীক্ষাং ন চ সৎক্রিয়াং ন চ

---

* পাঠান্তর—'মঙ্গল'

পুরশ্চর্য্যাং মনাগীক্ষতে মন্ত্রোঽয়ং রসনা স্পৃগেব ফলতি শ্রীকৃষ্ণ নামাত্মক" ইতি (পদ্যাবলী ১৮ অঙ্ক ধৃত স্বামিকৃত শ্লোক) প্রমাণদৃষ্ট্যা অজামিলাদি দৃষ্টান্তেন কিং মে গুরুকরণ শ্রমেণ নাম কীর্ত্তনাদিভিরেব মে ভগবৎ প্রাপ্তির্ভাবিনীতি মন্যমানস্তু গুর্ব্ববজ্ঞা লক্ষণমহাপরাধাদেব ভগবন্তং ন প্রাপ্নোতি কিন্তু তস্মিন্নেব জন্মনি জন্মান্তরে বা তদপরাধক্ষয়ে সতি শ্রীগুরুচরণাশ্রিত এব প্রাপ্নোতীতি।"

—(ভাঃ ৬।২।৯ শ্লোকের 'সারার্থদর্শিনী টিকা)

বঙ্গার্থ :— যে সকল ব্যক্তি গো-গর্দ্দভাদির ন্যায় বিষয়েই সর্ব্বদা ইন্দ্রিয় চরাইয়া বেড়ায়, কে ভগবান্, ভক্তিই বা কি, কেই বা গুরু—এই সকল কথা স্বপ্নেও জানে না, সেই সকল ব্যক্তিও যদি নামাপরাধ শূন্য অজামিলাদির ন্যায় নামাভাসাদি রীতি অনুসারে হরিনাম গ্রহণ করে, তাহা হইলে তাহাদেরও গুরু অর্থাৎ সাধু সঙ্গ ব্যতীতই উদ্ধার হইতে পারে; ভজনীয় বস্তু—শ্রীহরি, তৎপ্রাপ্তির উপায়ই ভজন এবং সেই ভজনের উপদেষ্টাই গুরু (সাধুশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ-নাম ভজন-কারী), গুরূপদিষ্ট ভক্তগণই পূর্ব্বে পূর্ব্বে শ্রীহরিকে লাভ করিয়াছেন,—এইরূপ বিবেকবান্ হইয়াও 'কৃষ্ণ নামস্বরূপ'—মহামন্ত্র (সেবোন্মুখ) রসনা স্পর্শমাত্রই ফলদান করে, দীক্ষা, সংক্রিয়া বা পুরশ্চর্য্যাদি বিধিকে কিঞ্চিন্মাত্রও অপেক্ষা করে না, এই শাস্ত্র প্রমাণ দৃষ্টে এবং অজামিলাদির গুরুকরণ ব্যতীতও নামাভাসে মুক্ত হওয়ার দৃষ্টান্ত দেখিয়া যাহারা মনে করেন যে, "আমার গুর্ব্বানুগত্যরূপ শ্রমের আবশ্যকতা কি, নামকীর্ত্তনাদির দ্বারাই ত' আমার ভগবৎ প্রাপ্তি হইতে পারে?" —এইরূপ মননশীল ব্যক্তিগণ গুর্ব্ববজ্ঞালক্ষণরূপ মহাপরাধ হইতেই ভগবৎপ্রাপ্তির সম্বন্ধে বঞ্চিত হয়; কিন্তু সেই জন্মে বা জন্মান্তরে তাহাদের অপরাধ ক্ষয় হইবার পর শ্রীসদ্‌গুরুদেবের শ্রীচরণাশ্রয় করিলেই (অর্থাৎ মহান্তগুরু বা সাধু-সঙ্গানুগত্য হইলেই) তাহাদিগের ভগবৎ প্রাপ্তি সম্ভব হয়।

'কিবা বিপ্র, কিবা ন্যাসী, শূদ্র কেনে নয়। যেই কৃষ্ণ তত্ত্ববেত্তা, সেই গুরু হয়॥
গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে। গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে॥

তা' তে কৃষ্ণ ভজে করে গুরুর সেবন। মায়াজাল ছুটে পায় কৃষ্ণের চরণ ॥
শিক্ষাগুরুকে ত' জানি কৃষ্ণের স্বরূপ। অন্তর্য্যামী, ভক্তশ্রেষ্ঠ এই দুই রূপ ॥
জীবে সাক্ষাৎ নাহি, তাতে চৈত্ত্যরূপে। শিক্ষাগুরু হয় কৃষ্ণ মহান্তস্বরূপে ॥
কৃষ্ণ যদি কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে। গুরু অন্তর্য্যামিরূপে শিখায় আপনে ॥
কৃষ্ণ, গুরুদ্বয়, ভক্ত, অবতার, প্রকাশ। শক্তি—এই ছয়-রূপে করেন বিলাস ॥'

—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত আদি, মধ্য, অন্ত্য।

যথা নামাভাস বলেনাজামিলো দুরাচারোঽপি বৈকুণ্ঠং প্রাপিত-স্তথৈব স্মার্ত্তাদয়ঃ সদাচারাঃ শাস্ত্রজ্ঞাঅপি বহুশো নামগ্রাহিণোঽপ্যর্থবাদ কল্পনাদি-নামাপরাধবলেন ঘোরসংসারমেব প্রাপ্যন্তে ॥

—(ভাঃ ৬।২।৯-১০ শ্লোকের 'সারার্থদর্শিনী টীকা)।

অজামিল যেরূপ দুরাচার হইয়াও নামাভাস বলে বৈকুণ্ঠ-লাভ করিয়াছিলেন, স্মার্ত্তগণ সদাচার সম্পন্ন, শাস্ত্রজ্ঞ ও বহু নাম গ্রহণ করিয়াও সেরূপ গতি লাভ করিতে পারেন না। যেহেতু, তাঁহারা নামে অর্থবাদ ও অর্থ কল্পনাদি অপরাধ-দোষে নামাপরাধফলে ঘোর সংসারকেই প্রাপ্ত হন॥ (টীকার অর্থ)।

শ্রীনাম সম্বন্ধে শ্রীরূপ গোস্বামিপাদ

নাম চিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্য-রসবিগ্রহঃ।
পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যমুক্তোঽভিন্নত্বান্নামনামিনোঃ ॥

—(ভঃ রঃ সিঃ পূঃ বিঃ ২য় লহরী ১০৮ শ্লোক)।

বঙ্গার্থ :—'কৃষ্ণনাম' চিন্তামণি-স্বরূপ, স্বয়ং কৃষ্ণ, চৈতন্য-রসবিগ্রহ, পূর্ণ, মায়াতীত, নিত্য মুক্ত। কেননা, নাম-নামীতে ভেদ নাই।'

'একমেব সচ্চিদানন্দরসাদিরূপং তত্ত্বং দ্বিধাবির্ভূতম্।'

—(ভঃ রঃ সিঃ পূঃ বিঃ ২।১০৮ শ্লোঃ দুর্গমসঙ্গমনী টীকা)।

বঙ্গার্থ :—সচ্চিদানন্দ রসময়-(আদি পদে বিভিন্নরসের বিষয় বিগ্রহ) তত্ত্ব এক—অদ্বয় বস্তু। সেই অদ্বয় তত্ত্বই 'বিগ্রহ' ও 'নাম' এই দুইরূপে আবির্ভূত

হইয়াছেন। 'নাম', বিগ্রহ', 'স্বরূপ'—তিন একরূপ। তিনে 'ভেদ' নাই,—তিন 'চিদানন্দরূপ ॥' —চৈঃ চঃ মঃ ১৭।১৩১ পয়ার

জপার্থে শ্রীনাম-মালা-গ্রহণ মন্ত্রঃ

'অবিঘ্নং কুরু মালে ! ত্বং হরিনামজপেষু চ।
শ্রীরাধাকৃষ্ণয়োর্দাস্যং দেহি মালে ! তু প্রার্থয়ে ॥
নামঃ চিন্তামণি রূপং নামৈব পরমা গতিঃ।
নাম্নঃ পরতরং নাস্তিং তাস্মান্নাম উপাস্মহে ॥'

শ্রীনাম-ধ্যানং

'ত্রিভঙ্গভঙ্গিমরূপং বেণুরন্ধ্রে করপল্লবম্।
গোপীমণ্ডলমধ্যস্থ শোভিতং শ্রীনন্দ-নন্দনং ॥'

শ্রীনাম জপ সমর্পণম্

পতিতপাবনং নাম নিস্তারয় নরাধমং।
রাধাকৃষ্ণ-স্বরূপায় চৈতন্যায় নমো নমঃ ॥
নামযজ্ঞো মহাযজ্ঞঃ কলৌ কল্মষনাশনং ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-প্রীত্যর্থে নাম যজ্ঞ-সমর্পণং ॥
ত্বং মালে ! সর্ব্বদেবানাং সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদামতা।
তেন সত্যেন মে সিদ্ধিং দেহি মাতর্নমোহস্তু তে ॥'

—০—

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীমহামন্ত্রব্যাখ্যারত্নম্

শ্রীচৈতন্যমুখোদ্গীর্ণা হরে-কৃষ্ণেতি বর্ণকাঃ।
মজ্জয়ন্তো জগৎ প্রেম্নি বিজয়ন্তাং তদাহ্বয়াঃ॥
যানি নামানি বিরহে জজাপ বার্ষভানবী।
তান্যেব তদ্ভাবযুক্তো গৌরচন্দ্রো জজাপ হ॥

১। শ্রীহরিনাম ব্যাখ্যা—(শ্রীজীব গোস্বামিপাদ কৃত)।

হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ কৃষ্ণকৃষ্ণ হরেহরে।
হরেরাম হরেরাম রামরাম হরেহরে॥
সর্বচেতো হরঃ কৃষ্ণস্তস্য চিত্তং হরত্যসৌ।
বৈদগ্ধীসারবিস্তারৈরতো রাধা হরা মতা॥ ১॥
কর্ষতি স্বীয়লাবণ্যমুরলীকল-নিঃস্বনৈঃ।
শ্রীরাধাং মোহনগুণালঙ্কৃতঃ কৃষ্ণ ঈর্য্যতে॥ ২॥
শ্রূয়তে নীয়তে রাসে হরিণা হরিণেক্ষণা।
একাকিনী রহঃকুঞ্জে হরেয়ং তেন কথ্যতে॥ ৩॥
অঙ্গশ্যামলিমস্তোমৈঃ শ্যামলীকৃত-কাঞ্চনঃ।
রমতে রাধয়া সার্দ্ধমতঃ কৃষ্ণো নিগদ্যতে॥ ৪॥
কৃষ্ণারণ্যে সরঃ শ্রেষ্ঠং কান্তয়ানুমতস্তয়া।
আকৃষ্য সর্ব্বতীর্থাণি তজ্‌জ্ঞানাৎ কৃষ্ণ ঈর্য্যতে॥ ৫॥
কৃষ্ণেতি রাধয়া প্রেম্না যমুনাতটকাননম্।
লীলয়া ললিতশ্চাপি ধীরৈঃ কৃষ্ণ উদাহৃতঃ॥ ৬॥

হৃতবান্ গোকুলে তিষ্ঠন্নরিষ্টং পুষ্টপুঙ্গবম্।
শ্রীহরিস্তং রসাদুচ্চৈরায়তীতি হরা মতা ॥ ৭ ॥
হ্যস্ফুট রায়তি প্রীতিভরেণ হরিচেষ্টিতম্।
গায়তীতি মতা ধীরৈর্হরা রসবিচক্ষণৈঃ ॥ ৮ ॥
রসাবেশ পরিস্রস্তাং জহার মুরলীং হরেঃ।
হরেতি কীর্ত্তিতা দেবী বিপিনে কেলিলম্পটা ॥ ৯ ॥
গোবর্দ্ধনদরীকুঞ্জে পরিরম্ভবিচক্ষণঃ।
শ্রীরাধাং রময়ামাস রামস্তেন মতো হরিঃ ॥ ১০ ॥
হন্তি দুঃখানি ভক্তানাং রাতি সৌখ্যাতিচান্বহম্।
হরা দেবী নিগদিতা মহাকরুণ শালিনী ॥ ১১ ॥
রমতে ভজতো চেতঃ পরমানন্দবারিধৌ।
অত্রেতি কথিতো রামঃ শ্যামসুন্দরবিগ্রহঃ ॥ ১২ ॥
রময়ত্যচ্যুতং প্রেম্না নিকুঞ্জবন মন্দিরে।
রামা নিগদিতা রাধা রামো যুতস্তয়া পুনঃ ॥ ১৩ ॥
রোদনৈর্গোকুলে দাবানলমাশয়তি হ্যসৌ।
বিশোষয়তি তেনোক্তো রামো ভক্ত সুখাবহঃ ॥ ১৪ ॥
নিহন্তুমসুরান্ যাতো মথুরাপুরমিত্যসৌ।
তদাগমদ্রহঃ কামো যস্যাঃ সাহসৌ হরেতি চ ॥ ১৫ ॥
আগত্য দুঃখহর্ত্তা যো সর্বেষাং ব্রজবাসিনাম্।
শ্রীরাধাহারিচরিতো হরিঃ শ্রীনন্দনন্দনঃ ॥ ১৬ ॥

ইতি শ্রীজীবগোস্বামিনা বিরচিতা
শ্রীহরিনামব্যাখ্যা সমাপ্তা।

—০—

বঙ্গার্থ—সর্ব্বচিত্তহারী শ্রীকৃষ্ণের চিত্তকেও নিজ বৈদগ্ধীসার বিস্তার করিয়া হরণ করার জন্য শ্রীরাধাকে 'হরা' বলিয়া বলা হয়। 'হরা' শব্দের সম্বোধনে 'হে হরে!' ॥ ১ ॥

নিজ লাবণ্য তথা মুরলী-কল-ধ্বনি আদি দ্বারা মনোহর গুণান্বিত শ্রীহরিই শ্রীরাধিকাকে আকর্ষিত করায় 'কৃষ্ণ' নামে কথিত হইয়াছে। কৃষ্ণ শব্দের সম্বোধনে 'হে কৃষ্ণ'! ॥ ২ ॥

এরূপ শুনা যায় যে, শ্রীরাসলীলাকালে হরিণনয়না শ্রীরাধিকা একাকিনী নিভৃত-কুঞ্জে শ্রীহরিদ্বারা নীতা হইয়াছিলেন। এজন্য 'হরা' বলা হয়। সম্বোধনে 'হে হরে'! ॥ ৩ ॥

শ্রীহরি নিজ অঙ্গের শ্যামচ্ছটা দ্বারা স্বর্ণকে পর্য্যন্ত শ্যামময় করিয়া শ্রীরাধার সঙ্গে রমণ করিবার জন্য 'শ্রীকৃষ্ণ' বলিয়া বলা হয়। সম্বোধনে 'হে কৃষ্ণ!' ॥৪॥

শ্রীহরি বনমধ্যে কান্তাদ্বারা অনুমোদিত হইয়া শ্রেষ্ঠ সরোবর নির্ম্মাণ করতঃ তাহাতে সমস্ত তীর্থের আকর্ষণ করেন। এই জন্য ইহাকে 'কৃষ্ণ' বলিয়া বলা হয়। সম্বোধনে 'হে কৃষ্ণ'! ॥ ৫ ॥

শ্রীকৃষ্ণ রাধিকার প্রেমে আবদ্ধ হইয়া যমুনার তটবনে লীলায় ললিত অবস্থায় বর্ত্তমান। অতএব ধীরগণ উহাকে 'কৃষ্ণ' বলিয়া কীর্ত্তন করেন। সম্বোধনে 'হে কৃষ্ণ'! ॥ ৬ ॥

শ্রীহরি গোকুলে বর্ত্তমান থাকিয়া হৃষ্ট-পুষ্ট অরিষ্টাসুরকে বধ করেন। অত্যাচ্চ-রস দ্বারা যিনি ঐ শ্রীহরিকে গান করিয়াছেন, সেই শ্রীরাধাই 'হরা'। সম্বোধনে 'হে হরে'! ॥ ৭ ॥

শ্রীরাধিকা প্রীতি দ্বারা হরি-চেষ্টা সমূহের দান করান তথা স্বয়ং গান করান; অতএব রসবিচক্ষণ ধীরগণের দ্বারা 'হরা' বলিয়া মানা যায়। সম্বোধনে 'হে হরে'! ॥ ৮ ॥

দেবী শ্রীরাধিকা কেলি পরায়ণ হইয়া বিপিনে রসাবেশে উন্মত্ত শ্রীহরির মুরলী হরণ করেন; অতএব 'হরা' বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। সম্বোধনে 'হে হরে'! ॥ ৯ ॥

শ্রীহরি গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের গুহাভ্যন্তরীয় কুঞ্জ সমূহে আলিঙ্গন, পরিরম্ভন-ক্রীড়ায় বিচক্ষণ হইয়া শ্রীরাধিকাকে রমণ করাইবার কারণে 'রাম' বলা হয়। সম্বোধনে 'হে রাম'! ॥ ১০ ॥

পরমকরুণাময়ী দেবী শ্রীরাধিকা ভক্তগণের দুঃখের হরণ করিয়া পরম অনুগত সৌখ্য প্রদান করেন; অতএব ইনি 'হরা' নামে কথিত। সম্বোধনে 'হে হরে'! ॥ ১১ ॥

যাঁহার ভজনে ভজনকারিগণের চিত্ত পরম আনন্দ সাগরে রমণ করে; ঐ শ্যামসুন্দর বিগ্রহ শ্রীহরিকে 'রাম' বলা হয়। সম্বোধনে 'হে রাম'! ॥ ১২ ॥

শ্রীরাধা নিকুঞ্জবন মন্দিরে প্রীতির সহিত অচ্যুত শ্রীহরিকে রমণ করাইবার জন্য 'রামা' বলিয়া বলা হয়। ঐ রামা শ্রীরাধার সহিত যুক্ত শ্রীহরি 'রাম'। সম্বোধনে 'হে রাম'! ॥ ১৩ ॥

গোকুলবাসিগণের রোদনে দুঃখিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ দাবানলকে ভক্ষণ করিয়া উহাকে বিশেষরূপে শোষণ করেন। এই জন্য ভক্ত সুখাবহ ইহাকে 'রাম' বলিয়া বলা হয়। সম্বোধনে 'হে রাম'! ॥ ১৪ ॥

শ্রীকৃষ্ণ অসুর সমূহকে সংহার জন্য মথুরাপুরে গমন করেন। কিন্তু একান্তে ব্রজে আসিয়া যাঁহার সঙ্গে মিলিত হন ইনি শ্রীরাধা 'হরা'। সম্বোধনে 'হে হরে'! ॥ ১৫ ॥

যে নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ মথুরা হইতে আসিয়া সমস্ত ব্রজবাসিগণের দুঃখের হরণ করেন সেই শ্রীরাধিকার মনোহর চরিত্রযুক্ত শ্রীহরি। সম্বোধনে 'হে হরে'! ॥ ১৬ ॥ ইতি শ্রীজীব-গোস্বামিপাদকৃত শ্রীহরিনাম ব্যাখ্যার বঙ্গার্থ।

'হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণেতি কৃষ্ণেতি মুখ্যান্, মহাশ্চর্য্য-নামাবলী সিদ্ধ মন্ত্রান্।
কৃপামূর্ত্তি চৈতন্যদেবোপগীতান্, কদাভ্যস্য বৃন্দাবনে স্যাং কৃতার্থঃ ॥'

—শ্রীবৃন্দাবন-শতকে।

২। **শ্রীহরিনামমহামন্ত্র ব্যাখ্যা**—(শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী কৃত)।

'হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ কৃষ্ণকৃষ্ণ হরেহরে।
হরেরাম হরেরাম রামরাম হরেহরে॥'

শ্রীল দাসগোস্বামি-প্রভুকৃতোঽস্যার্থঃ।

একদা কৃষ্ণবিরহাদ্ধ্যায়ন্তী প্রিয়সঙ্গমম্।
মনো বাষ্পনিরাসার্থ জল্পতীদং মুহুর্মুহুঃ॥
হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ কৃষ্ণকৃষ্ণ হরেহরে।
হরেরাম হরেরাম রামরাম হরেহরে॥

১। 'হে হরে' স্বমাধুর্য্যেণ মচ্চেতো হরসি।

২। তত্র হেতুঃ 'হে কৃষ্ণ' ইতি। কৃষ্ শব্দস্য সর্ব্বার্থং ণশ্চ আনন্দ স্বরূপ ইতি স্বার্থে নঃ। সচ্চিদানন্দ-স্বরূপক ইতি স্বীয়েন সার্ব্বদিকং পরমানন্দেন বা প্রলোভ্য ইতি ভাবঃ॥

৩। ততশ্চ 'হে হরে' ধৈর্য্যলজ্জাগুরুভয়াদিকমপি হরসি।

৪। ততশ্চ 'হে কৃষ্ণ' স্বগৃহেভ্যো বনং প্রতি মামাকর্ষসি।

৫। ততশ্চ 'হে কৃষ্ণ' বনং প্রবিষ্টায়া মে কঞ্চুকীং সহসৈবাগত্য কর্ষসি।

৬। ততশ্চ 'হে কৃষ্ণ' মৎকুচৌ কর্ষসি (নখৈরাকর্ষসি)।

৭। ততশ্চ 'হে হরে' স্ববাহুনিবদ্ধাং মাং পুষ্প-শয্যাং প্রতি হরসি।

৮। ততশ্চ 'হে হরে' তত্র নিবেশিতায়া মে অন্তরীয়মপি বলাদ্ধরসি।

৯। 'হে হরে' অন্তরীয়বসনহরণমিষেণাস্যবিরহপীড়াং সর্বামেব হরসি।

১০। ততশ্চ 'হে রাম' স্বচ্ছন্দং ময়ি রমসে।

১১। ততশ্চ 'হে হরে' যদবশিষ্টং কিঞ্চিন্মে বাম্যমাসীত্তদপি হরসি।

১২। ততশ্চ 'হে রাম' মাং রময়সি স্বস্মিন্ পুরুষায়িতামপি করোষি।

১৩। ততশ্চ 'হে রাম' রমণীয় চূড়ামণে! তব নবীন বক্তৃমাধুর্য্যমপি নিঃ-শঙ্কং তদাস্বানং তব রামণীয়কং মন্নয়নাভ্যাং দ্বয়াভ্যামেবাস্বাস্ততে ইতি ভাবঃ।

১৪। ততশ্চ 'হে রাম' কেবলং রমণরূপেণাপি রমণ কর্ত্তৃরমণপ্রয়োজকঃ কিন্তু তস্তাবরূপা (রতিপূর্ণেব) রতিমুক্তিরিব ত্বং ভবসীতি ভাবঃ।

১৫। ততশ্চ 'হে হরে' মচ্চেতনামৃগীমপি হরসি, আনন্দ-মূর্চ্ছা প্রাপয়সীতি ভাবঃ।

১৬। যতো 'হে হরে' সিংহস্বরূপ, তদাপি রতিকর্ম্মণি প্রকটিতমহাপ্রাগলভ্য ইতি ভাবঃ।

১৭। এবম্ভূতেন ত্বয়া প্রেয়সা বিযুক্তা ক্ষণমপি কল্পকোটীমিব কথং যাপয়িতুং প্রভবামীতি স্বয়মেব বিচারয় ইতি নামষোড়শকস্যাভিপ্রায়ঃ। ততশ্চ নামভিশ্চ্ স্বকৈরিব কৃষ্ণঃ কৃষ্ণয়া সহৈবাকৃষ্টৌ মিলিত পরমানন্দ এব। তস্যাঃ স্বসখীনাং তৎপরিবারবর্গস্য তদ্ভাবসাধকানামর্ব্বাচীনানামপি শ্রীরাধাকৃষ্ণৌ মানসং সম্পূরয়ত ইতি।

'হ' কারে ললিতা খ্যাতা 'রে' কারে চ শ্রীদামকঃ।
বিশাখা চ 'কৃ' কারে তু সুদামা চ 'ষ্ণ' কারকে ॥ ১ ॥
সুচিত্রাপি 'হ' কারে চ 'রে' কারে হপি সুদামকঃ।
'কৃ' কারে চম্পকলতা 'ষ্ণ' কারে কিঙ্কিণী তথা ॥ ২ ॥
তুঙ্গবিদ্যা 'কৃ' কারে চ সুবলশ্চ 'ষ্ণ' কারকে।
ইন্দূলেখা 'কৃ' কারে চ স্তোককৃষ্ণঃ 'ষ্ণ' কারকে ॥ ৩ ॥
'হ' কারে রঙ্গদেবী চ 'রে' কারে গোপ অর্জ্জুনঃ।
'হ' কারে শশিরেখা চ 'রে' কারে চ বরুথপঃ ॥ ৪ ॥
'হ' কারে বসুদেবী চ 'রে' কারে উজ্জ্বলস্তথা।
হরিপ্রিয়া চ 'রা' কারে 'ম' কারে চ সুভানকঃ ॥ ৫ ॥
'হ' কারে বিমলাদেবী 'রে' কারে বৃষভস্তথা।
'রা' কারে পালিকা চৈব বিমলশ্চ 'ম' কারকে ॥ ৬ ॥

'রা' কারে মঞ্জুরী নাম্নী দেবব্রতো 'ম' কারকে।
'রা' কারে মধুমতী চ 'ম' কারে তু মহাবলঃ ॥ ৭ ॥
'হ' কারে শ্যামলা খ্যাতা 'রে' মহাবাহুরেব চ।
'হ' কারে মঙ্গলাদেবী 'রে' কারে চ সুমেধসঃ ॥ ৮ ॥
ইত্যাদি হরিনামাখ্যা গোপাশ্চ গোপনায়িকাঃ।
হরিনামানুসেবিনাং কুঞ্জকুঞ্জান্তঃ সংস্থিতি ॥ ৯ ॥*

ইতি শ্রীদাস-গোস্বামিনা বিরচিতং শ্রীহরিনাম-
মহামন্ত্র ব্যাখ্যানং সমাপ্তম্

—০—

বঙ্গার্থ—এক দিবস শ্রীকৃষ্ণবিরহে পীড়িতা শ্রীবৃষভানুনন্দিনী তাঁহার প্রাণ-বল্লভের মিলন চিন্তা করিতে করিতে মনের ব্যথা দূর করিবার জন্য এই শব্দ সমূহকে বার বার জপ করিতে লাগিলেন। 'হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ কৃষ্ণকৃষ্ণ হরেহরে। হরেরাম হরেরাম রামরাম হরেহরে ॥'

(১) হে হরে! তুমি নিজ মধুরতা দ্বারা আমার চিত্তকে হরণ করিতেছে। (২) ইহার কারণ এই যে,—'হে কৃষ্ণ'! কৃষ্ শব্দের অর্থ সমস্ত তথা ণ শব্দের অর্থ আনন্দ স্বরূপ হইতেছে। স্বার্থে ন প্রত্যয় হয়। সর্ব্বাধিকতম শ্রেষ্ঠ আনন্দের দ্বারা লুব্ধ করিতেছ। (৩) অনন্তর হে হরে! তুমি আমার ধৈর্য্য, লজ্জা তথা গুরুজনদিগের ভয়াদি হরণ করিতেছ। (৪) ইহার পর হে কৃষ্ণ! তুমি আমাকে নিজ গৃহ হইতে বনের প্রতি আকর্ষণ করিতেছ। (৫) অনন্তর হে কৃষ্ণ! যখন আমি বনে প্রবেশ করি তখন তুমি অকস্মাৎ আসিয়া আমার কাঁচুলীকে অকর্ষণ কর। (৬) অতঃপর হে কৃষ্ণ! তুমি আমার স্তনদ্বয়কে আকর্ষণ অর্থাৎ নখের দ্বারা চিহ্নিত কর। (৭) তাহার পর হে হরে! তুমি আমাকে নিজ ভুজদ্বারা

---

* প্রথম শ্লোক হইতে নবম শ্লোকার্থ পর্য্যন্ত সরল।

আবদ্ধ করিয়া পুষ্পশয্যায় লইয়া যাও। (৮) অনন্তর হে হরে! ঐ পুষ্পশয্যায় শয়নকারিণী আমার অধোবসনের হরণ কর। (৯) তৎপরে হে হরে! অধোবসনের হরণ ছলে আত্মবিরহ জনিত সমস্ত ব্যাথার হরণ কর। (১০) তাহার পর হে রাম! তুমি স্বচ্ছন্দ রূপে আমাতে রমণ কর। (১১) হে হরে! আমার যাহা কিছু বামতা ছিল অর্থাৎ বিপরীত ভাব ছিল তাহাও হরণ কর। (১২) অনন্তর হে রাম! তুমি আমাতে রমণ কর তথা আমাকে তোমাতে রতি প্রদানের দ্বারা পুরুষায়িতা অর্থাৎ পুরুষতুল্য কর। (১৩) হে রাম! তুমি সমস্ত রমণীয় বস্তুর শিরোমণি অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ। এইজন্য তোমার নবীনবদনমাধুর্য্য তথা রমণীয় ভাব আমার নেত্রদ্বয়দ্বারা নিঃশঙ্ক আস্বাদ্যমান হয়। (১৪) হে রাম! তুমি রমণরূপ হইয়াও কেবল রমণ কর্ত্তা নও; কিন্তু ঐ ভাবরূপ মূর্ত্তিমান পরিপূর্ণ রতিস্বরূপও হও। (১৫) হে হরে! তাহার পর আমার চেতনারূপিণী মৃগীকেও হরণ কর অর্থাৎ আনন্দের জন্য মূর্চ্ছাগ্রস্ত কর। (১৬) ইহার পর হে হরে! তুমি সিংহস্বরূপ হও অতএব ক্রীড়াবিলাসে মহান্ প্রগল্ভতাকে প্রকট কর। (১৭) হে প্রিয়তম! এইপ্রকার প্রাণবল্লভ! তোমার বিয়োগে উত্তপ্তা আমি ক্ষণকালকেও কল্পকোটির মত জানিয়াও কি প্রকারে সময় ব্যতীত করিব ইহার বিচার তুমি স্বয়ং করিয়াছ। এইপ্রকার ষোল নামের অভিপ্রায়। অনন্তর এই নামরূপ চুম্বকসমূহ দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ আকৃষ্ট হইয়া পরম আনন্দের সহিত শ্রীরাধার সহিত মিলিত হন। পরে শ্রীরাধিকার সখিগণের পরিবারবর্গ, তথা ঐ ভাবের নবীন সাধকসমূহের মানস শ্রীরাধাকৃষ্ণের দ্বারা সম্পূর্ত্তি প্রাপ্ত হইতে লাগিল।

২। (ক) সাধকোচিত ব্যাখ্যা

ভক্তো দ্বিবিধঃ সাধকঃ সিদ্ধশ্চ। সাধকো দ্বিধা প্রাথমিকঃ প্রাত্যহিকশ্চ। দেহেন সিদ্ধো নিত্যসিদ্ধঃ। তত্র প্রাথমিকো নিজচিত্ত-শুদ্ধয়র্থ জপতি—

(১) হে হরে, মচ্চিত্তং হৃত্বা ভববন্ধনান্মোচয়। (২) হে কৃষ্ণ, মচ্চিত্তমাকৃষ। (৩) হে হরে, স্বমাধুর্য্যেন মচ্চিত্তং হর। (৪) হে কৃষ্ণ, স্বভক্ত দ্বারা ভজনজ্ঞানদানেন মচ্চিত্তং শোধয়। (৫) হে কৃষ্ণ, নাম-রূপ-গুণ-লীলাদিষু মন্নিষ্ঠাং কুরু। (৬) হে কৃষ্ণ, রুচির্ভবতু মে। (৭) হে হরে, নিজসেবাযোগ্যং মাং কুরু। (৮) হে হরে, স্বসেবামাদেশয়। (৯) হে হরে, স্বপ্রেষ্ঠেন সহ স্বাভীষ্টলীলাং শ্রাবয়। (১০) হে রাম, প্রেষ্ঠয়া সহ স্বাভীষ্টলীলাং মাং শ্রাবয়। (১১) হে হরে, স্বপ্রেষ্ঠেন সহ স্বাভীস্টলীলাং মাং দর্শয়। (১২) হে রাম, প্রেষ্ঠয়া সহ স্বাভীষ্টলীলাং মাং দর্শয়। (১৩) হে রাম, নাম-রূপ-গুণ-লীলাস্মরণাদিষু মাং যোজয়। (১৪) হে রাম, তত্র মাং নিজ-সেবা-যোগ্যং কুরু। (১৫) হে হরে, মাং স্বাঙ্গীকৃত্য রমস্ব। (১৬) হে হরে, ময়া সহ রমস্ব।*

---

* (১) হে হরে, আমার চিত্তকে হরণ করিয়া সংসার বন্ধন হইতে মোচন করুন। (২) হে কৃষ্ণ, আমার চিত্তকে আকর্ষণ করুন। (৩) হে হরে, নিজ মাধুর্য্য দ্বারা আমার চিত্তকে হরণ করুন। (৪) হে কৃষ্ণ, নিজভক্তজনদ্বারা ভজনজ্ঞান দান করিয়া চিত্তের শোধন করুন। (৫) হে কৃষ্ণ, নাম-রূপ-গুণলীলা-সমূহে আমার নিষ্ঠাকে বর্দ্ধন করুন। (৬) হে কৃষ্ণ, আমার রুচি হউক। (৭) হে হরে আমাকে নিজসেবাযোগ্য করুন। (৮) হে হরে, নিজ সেবার আদেশ প্রদান করুন। (৯) হে হরে নিজ প্রিয়জনের সঙ্গে অভীষ্ট লীলার শ্রবণ করান। (১০) হে রাম প্রিয়ার সঙ্গে নিজ অভীষ্ট লীলার শ্রবণ করান। (১১) হে হরে, নিজ প্রিয়জনের সঙ্গে স্ব-অভীষ্ট লীলার দর্শন আমাকে করান। (১২) হে রাম, প্রিয়ার সঙ্গে নিজ অভীষ্ট লীলার দর্শন করান। (১৩) হে রাম, নাম-রূপ-গুণ-লীলা সমূহের স্মরণে আমাকে যোজিত করুন।

(১৪) হে রাম, উহাতে আমাকে নিজ সেবার যোগ্যতা প্রদান করুন। (১৫) হে হরে, আমাকে অঙ্গীকার করিয়া স্ব-সুখানুসন্ধান বর্জ্জিত যুগল সেবার সুখানুসন্ধানময় নির্ম্মলভাব প্রদান করিয়া আমার চিদাত্মাতে রমণ করুন। (১৬) হে হরে, আমার চিদাত্মাতে শ্রীরাসেশ্বরী, অখণ্ডরসবল্লভা, মাদনাখ্য-মহাভাব-স্বরূপিণী শ্রীমতী রাধারাণীর নির্ম্মল কিঙ্করী ভাব প্রদান করিয়া নিরন্তর আমার সঙ্গে রমণ করুন।

৩। শ্রীহরিনামমহামন্ত্রস্য ব্যাখ্যা—(শ্রীল গোপালগুরু গোস্বামী-কৃতা।)

বিজ্ঞাপ্য ভগবত্তত্ত্বং সচ্চিদানন্দবিগ্রহম্।
হরত্যবিদ্যাং তৎকার্য্যমতো হরিরিতি স্মৃতঃ॥ ১॥
আনন্দৈক সুখঃ শ্রীমান্ শ্যামঃ কমললোচনঃ।
গোকুলানন্দনো নন্দনন্দনঃ কৃষ্ণ ঈর্য্যতে॥ ২॥
বৈদগ্ধীসারসর্ব্বস্বং মূর্ত্তলীলাধিদৈবতম্।
শ্রীরাধাং রময়ন্নিত্যং ইত্যভিধীয়তে॥ ৩॥
অজ্ঞান তৎকার্য্যবিনাশহেতোঃ সুখাত্মনঃ শ্যামকিশোরমূর্ত্তেঃ।
শ্রীরাধিকায়া রমণস্য পুংসঃ স্মরন্তি নিত্যং মহতাং মহান্তঃ॥ ৪॥
বিলোক্য তস্মিন্ রসিকং কৃতজ্ঞং জিতেন্দ্রিয়ং শান্তমনন্যচিত্তম্।
কৃতার্থয়ন্তে কৃপয়া সুশিষ্যং প্রদায় নাম প্রিয়-যুক্তপথ্যম্॥ ৫॥
হরতি শ্রীকৃষ্ণমনঃ কৃষ্ণাহ্লাদ-স্বরূপিণী।
ততো হরেত্যনেনৈব শ্রীরাধা পরিগীয়তে॥ ৬॥
কৃষিভূর্বাচকঃ শব্দো ণশ্চ নিবৃতিবাচকঃ।
তয়োরৈক্যং পরং ব্রহ্ম কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে॥ ৭॥

রমন্তে যোগিনোঽনন্তে সত্যানন্দে চিদাত্মনি।
ইতি রামপদেনাসৌ পরব্রহ্মাভিধীয়তে ॥ ৮ ॥
রাসাদি-প্রেম-সৌখ্যার্থে হরেহরতি যা মনঃ।
হরা সা গীয়তে সদ্ভির্বৃষভানুসুতা পরা ॥ ৯ ॥
ব্রহ্মেশাদীন্মহেন্দ্রঞ্চ যমং বরুণমেব চ।
প্রগৃহ্য হরতে যস্মাত্তস্মাদ্ধরিরিহোচ্যতে ॥ ১০ ॥
তথাহি ক্রমদীপিকায়াং চন্দ্রং প্রতি শ্রীকৃষ্ণঃ।
মম নাম শতেনৈব রাধানাম সদুত্তমম্।
যঃ স্মরেত্তু সদা রাধাং ন জানে তস্য কিং ফলম্ ॥ ১১ ॥

বঙ্গার্থঃ—(১) সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ ভগবত্তত্ত্বকে জানাইয়া অবিদ্যা তথা তাহার কার্য্যকে (সংসারের) হরণ করেন এইজন্য উহাকে 'হরি' বলিয়া স্মরণ করা হয়। (২) একমাত্র আনন্দ-বিনোদী, লক্ষ্মীমান্, কমল নয়ন, গোকুলকে আনন্দ প্রদানকারী, নন্দনন্দন, শ্যামসুন্দরকেই 'শ্রীকৃষ্ণ' শব্দ দ্বারা বলা হয়। (৩) যে শ্রীহরি সর্ব্বোত্তম, রসিক চূড়ামণি, লীলার মূর্ত্তিমান্ অধিষ্ঠাতৃদেব তথা যিনি নিত্য শ্রীরাধিকাকে আনন্দ প্রদান করেন ঐরূপ শ্রীহরি 'রাম' নামে কথিত। (৪) অজ্ঞান তথা তাহার কার্য্য জন্ম-মরণাদি বিনাশের জন্য বড় বড় মহাত্মাগণ সুখাত্মা, শ্যামসুন্দর কিশোর মূর্ত্তি, শ্রীরাধিকারমণ পরম পুরুষের স্মরণ করেন। (৫) শ্রীভগবানে রসিক, কৃতজ্ঞ, জিতেন্দ্রিয়, শান্ত, অনন্যচিত্ত নিজ শিষ্যকে সাধুগণ যোগ্য জানিয়া তাহার প্রিয়, মঙ্গলময় শ্রীহরিনাম প্রদান করিয়া কৃতার্থ করেন। (৬) শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তি শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের চিত্ত হরণকারিণী, এইজন্য 'হরা' শব্দের দ্বারা শ্রীরাধিকাকে বলা হয়। (৭) 'কৃষি' শব্দ 'ভূ' অর্থাৎ সত্তাবাচক এবং 'ণ' শব্দ সুখার্থ। এই দুই শব্দ মিলিয়া নিত্যসুখবাচক শ্রী'কৃষ্ণ'পদ ব্যুৎপন্ন হইয়াছে; এইজন্য পরব্রহ্ম নামে অভিহিত হইয়াছেন। (৮) যোগীগণ অনন্ত,

চিন্ময়, সত্যানন্দ স্বরূপ, পরবস্তুতে রমণ করেন এইজন্য 'রাম' পদ পরব্রহ্মকে বলা হয়। (৯) যিনি রাসাদি প্রেম সুখের জন্য শ্রীহরির মন হরণ করেন সেই শ্রেষ্ঠ—বৃষভানুনন্দিনী 'হরা' নামে প্রসিদ্ধ। (১০) ব্রহ্মা, মহেশ্বর, মহেন্দ্র, যম, বরুণাদিকে বলপূর্ব্বক হরণ করিবার কারণে ইনি শ্যামসুন্দর 'হরি' নামে প্রসিদ্ধ। (১১) ক্রমদীপিকা নামক গ্রন্থে চন্দ্রের জন্য শ্রীকৃষ্ণের বচন এই—আমার শত নামের সঙ্গে তুলনা করিলে শ্রী 'রাধা' নাম অত্যুত্তম হন। যে সর্ব্বদা শ্রীরাধিকার স্মরণ করে তাহার কি ফল প্রাপ্ত হয় আমি তাহা জানি না। অর্থাৎ ঐ ফল আমারও দুর্জ্ঞেয়।

৩। (ক) নামমন্ত্র-ব্যাখ্যা

'হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।'

১। হরে—কৃষ্ণস্য মনোহরতি ইতি হরা রাধা, তস্যাঃ সম্বোধনে হে হরে।

২। কৃষ্ণ—রাধায়া মনো কর্ষতীতি কৃষ্ণঃ তস্য সম্বোধনে হে কৃষ্ণ।

৩। হরে—কৃষ্ণস্য লোকলজ্জাধৈর্য্যাদি সর্বং হরতিতি হরা রাধা তস্যা সম্বোধনে হে হরে।

৪। কৃষ্ণ—রাধায়া লোকলজ্জাধৈর্য্যাদি সর্বং কর্ষতীতি কৃষ্ণঃ তস্য সম্বোধনে হে কৃষ্ণ।

৫। কৃষ্ণ—যত্র যত্র রাধা তিষ্ঠতি গচ্ছতি বা তত্র তত্র সা পশ্যতি কৃষ্ণো মাং স্পৃশতি, বলাৎ কঞ্চুকাদিকং সর্বং কর্ষতি হরতীতি কৃষ্ণঃ তস্য সম্বোধনে হে কৃষ্ণ।

৬। কৃষ্ণ—পুনর্ঈর্ষতাং গময়তি বনং কর্ষতীতি কৃষ্ণঃ তস্য সম্বোধনে হে কৃষ্ণ।

৭। হরে—যত্র কৃষ্ণো গচ্ছতি তিষ্ঠতি বা তত্র তত্র পশ্যতি রাধা মমাগ্রে পার্শ্বে সর্ব্বত্র তিষ্ঠতি ইতি হরা রাধা, তস্যাঃ সম্বোধনে হে হরে।

৮। হরে—পুনস্তং কৃষ্ণং হরতি স্বস্থানমভিসারয়তীতি হরা রাধা, তস্যাঃ সম্বোধনে হে হরে।

৯। হরে—কৃষ্ণং বনং হরতি বনমাগময়তীতি হরা রাধা, তস্যাঃ সম্বোধনে হে হরে।

১০। রাম—রময়তি তাং নর্ম্মনিরীক্ষণাদিনেতি রামঃ তস্য সম্বোধনে হে রাম।

১১। হরে—তাৎকালিকং ধৈর্য্যাবলম্বনাদিকং কৃষ্ণস্য হরতি ইতি হরা রাধা, তস্যাঃ সম্বোধনে হে হরে।

১২। রাম—চুম্বনস্তনাকর্ষণালিঙ্গনাদিভিঃ রমতে ইতি রামঃ, তস্য সম্বোধনে হে রাম।

১৩। রাম—পুনস্তাং পুরুষোচিতাং কৃত্বা রময়তীতি রামঃ, তস্য সম্বোধনে হে রাম।

১৪। রাম—পুনস্তত্র রমতে ইতি রামঃ, তস্য সম্বোধনে হে রাম।

১৫। হরে—পুন রাসান্তে কৃষ্ণস্য মনোহৃত্বা গচ্ছতীতি হরা রাধা, তস্যাঃ সম্বোধনে হে হরে।

১৬। হরে—রাধায়া মনোহৃত্বা গচ্ছতীতি হরিঃ কৃষ্ণস্তস্য সম্বোধনে হে হরে।

বঙ্গার্থ :—(১) যিনি শ্রীকৃষ্ণের মন হরণ করেন তিনি হরা অর্থাৎ রাধা। সম্বোধনে 'হে হরে'! (২) যিনি রাধিকার মনকে আকর্ষণ করেন; তিনি

শ্রীকৃষ্ণ, তাহার সম্বোধনে 'হে কৃষ্ণ'! (৩) শ্রীরাধা শ্রীহরির লোকলজ্জা, ধৈর্য্যাদিকে হরণ করেন এইজন্য তিনি হরা, সম্বোধনে 'হে হরে'! (৪) রাধিকার লোকলজ্জা ধৈর্য্যাদি সমস্ত আকর্ষণ করিবার জন্য শ্রীহরি শ্রীকৃষ্ণ, সম্বোধনে 'হে কৃষ্ণ'! (৫) শ্রীরাধা যেখানে যেখানে থাকেন অথবা যেখানে গমন করেন তিনি ঐ ঐ স্থানে দেখেন কি শ্রীকৃষ্ণ আমাকে স্পর্শ করেন তথা বলপূর্ব্বক বস্ত্রাকর্ষণ করেন এইজন্য ইনি কৃষ্ণ; সম্বোধনে 'হে কৃষ্ণ'! (৬) পুনঃ পুনঃ আনন্দ প্রদান করিয়া বনে চলিয়া যান, এইজন্য ইনি শ্রীকৃষ্ণ, সম্বোধনে 'হে কৃষ্ণ'! (৭) শ্রীকৃষ্ণ যেখানে যেখানে গমন করেন অথবা অবস্থান করেন, তিনি সেখানে সেখানে দেখেন যে, শ্রীরাধা আমার সমক্ষ, পার্শ্বদেশে সর্ব্বত্র আছেন, এইজন্য হরা শব্দ হইতে রাধিকা, সম্বোধনে হে হরে! (৮) তৎপর ঐ কৃষ্ণকে হরণ করেন এবং নিজস্থানে অভিসার করান এই জন্য হরা শব্দ হইতে শ্রীরাধা, সম্বোধনে 'হে হরে!' (৯) শ্রীকৃষ্ণকে বনগমনের জন্য আগমন করান এই হরা শব্দ হইতে শ্রীরাধা, সম্বোধনে 'হে হরে'! (১০) শ্রীরাধিকাকে পরিহাস তথা দর্শনাদি দ্বারা রমণ করান এইজন্য ইনি রাম, সম্বোধনে 'হে রাম'! (১১) শ্রীকৃষ্ণের তাৎকালীন ধৈর্য্য ধারণাদি হরণ করেন. এইজন্য হরা 'শ্রীরাধা' সম্বোধনে 'হে হরে'! (১২) চুম্বন, স্তনাকর্ষণ তথা আলিঙ্গনাদি দ্বারা স্বয়ং রমণ অর্থাৎ আনন্দলীলাকারী, এইজন্য এই হরি 'রাম', সম্বোধনে 'হে রাম'! (১৩) শ্রীরাধিকাকে পুরুষের মত করাইয়া রমণ অর্থাৎ আনন্দ উপভোগ করান, এইজন্য ইনি 'রাম', সম্বোধনে 'হে রাম'! (১৪) পুনরায় তথায় রমণ করান এইজন্য শ্রীহরি 'রাম'! সম্বোধনে 'হে রাম'! (১৫) আরও রাসান্তে শ্রীকৃষ্ণের চিত্ত হরণ করিয়া গমন করান. এইজন্য শ্রীরাধা 'হরা', সম্বোধনে 'হে হরে'! (১৬) শ্রীরাধিকাদেবীর চিত্তকে হরণ করিয়া গমন করেন, এইজন্য 'হরি' শব্দ হইতে 'শ্রীকৃষ্ণ', তাহার সম্বোধনে 'হে হরে'!

৪। ষোলনাম বত্রিশাক্ষরাত্মক মহামন্ত্র ব্যাখ্যা

(নামাচার্য্য শ্রীশ্রীল হরিদাস ঠাকুর-কৃত—শ্রীশ্রীল অদ্বৈতাচার্য্য প্রভু প্রসঙ্গে)

একদিন হরিদাস নির্জ্জনে বসিয়া। মহামন্ত্র জপে হর্ষে প্রেমাবিষ্ট হইয়া ॥১॥
হাঁসে কাঁদে নাচে গায় গর্জ্জে হুহুঙ্কার। আচার্য্য গোসাই আসি করে নমস্কার ॥২॥
সঙ্কোচ পাইয়া হইল ভাব সংবরণ। আচার্য্য প্রণামি তিঁহ অপিল আসন ॥৩॥
বসিয়া আচার্য্য গোসাঁই করে নিবেদন। এক বড় সংশয় মনে করহ ছেদন ॥৪॥
কলিযুগ অবতার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। চৈতন্য ভজয়ে যেই সেই বড় ধন্য ॥৫॥
তুমি হও শ্রীচৈতন্যের পার্ষদ-প্রধান। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ছাড়ি কেনে গাও আন ॥৬॥
অথবা কি মর্ম্ম জানি প্রেমানন্দে ভাস। সর্বজীবে হরিনাম কেন উপদেশ ॥৭॥
নিবেদয়ে হরিদাস করি কর জোড়ে। তত্ত্ব তত্ত্ববেত্তা তুমি কেন পুছ মোরে ॥৮॥
কিংবা ছল আচরহ পামর শোধিতে। নিবেদন করি শুন যাহা প্রেমচিতে ॥৯॥
কলিযুগে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গূঢ় অবতার। কোটি সমুদ্র গম্ভীর নাম-লীলা যাঁর ॥১০॥
গুরু ভাবে করায় তিঁহ আপনা যজনে। হরিনাম মহামন্ত্র দিল সর্ব্বজনে ॥১১॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য কলিযুগ অবতার। হরিনাম মহামন্ত্র যুগধর্ম্মসার ॥১২॥
মহামন্ত্রে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ভিন্ন কভু নয়। নাম নামী ভেদ নাহি সর্ব্বশাস্ত্রে কয় ॥১৩॥

হরে—ভানুসুতা যেই কৃষ্ণপ্রিয়া শিরোমণি। শ্রীচৈতন্যরূপে এবে হরে করি মানি ॥১৪॥ **কৃষ্ণ**—নন্দসূতবলি যারে ভাগবতে গাই। সেই কৃষ্ণ এবে এই চৈতন্য গোঁসাই ॥১৫॥ **হরে**—ব্রজের সর্ব্বস্ব হরি নদে অবতার। এই হেতু চৈতন্যের হরে নাম আর ॥১৬॥ **কৃষ্ণ**—জীব হৃদি কর্ষিয়া রোপিল ভক্তিবীজ। অতএব চৈতন্যের কৃষ্ণ নাম নিজ ॥১৭॥ **কৃষ্ণ**—কৃষ্ণবর্ণ কৃষ্ণময় যে কৃষ্ণ বরণ। অতএব তাঁর নাম কৃষ্ণনিরূপণ ॥১৮॥ **কৃষ্ণ**—ন্যাসি বেশে আকর্ষিল পাষণ্ডির-গণ। এই হেতু কৃষ্ণ নাম তাঁহার গণন ॥১৯॥ **হরে**—স্বমাধুর্য্যে হরে

তিঁহ ভক্তগণ প্রাণ। হরে নাম চৈতন্যের করয়ে ব্যাখ্যান ॥২০॥ **হরে**—স্বভক্তে হরিতে হয় আপনি হরণ। শ্রীচৈতন্য হরে নাম করিল গ্রহণ ॥২১॥ **হরে**—স্বপ্রিয়া হরিয়া কৃষ্ণ কৈল অবতার। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য হরে কলি যুগে সার ॥২২॥ **রাম**—দোঁহে মিলি নবদ্বীপে রমে অভিরাম। অতএব শ্রীচৈতন্য কলিযুগে রাম ॥২৩॥ **হরে**—হরয়ে চৈতন্য জীবের সর্ব্ব অমঙ্গল। অতএব হরিনাম সর্ব্ব সুমঙ্গল ॥২৪॥ রাম—স্বভক্ত হৃদয়ে কিবা করয়ে রমণ। অতএব রামনাম করয়ে বহন ॥২৫॥ **রাম**—আপনা রমিতে নিজস্বত উঠে কাম। অতএব শ্রীচৈতন্য ধরে রাম নাম ॥২৬॥ **রাম**—কৌশল্যা-নন্দন যিনি ত্রেতায় শ্রীরাম। সার্ব্বভৌমে দেখাইয়া ধরে রাম নাম ॥২৭॥ **হরে**—স্বমাধুর্য্যে হরিল মন তেঁই অবতার। অতএব হরে নাম হইল তাঁহার ॥২৮॥ **হরে**—স্বভাবে হরিয়া চিত্ত কূর্মাকৃতি হইল। অতএব হরে নাম জগতে ঘোষিল ॥২৯॥ হরিনামের গূঢ় অর্থ করিল প্রকাশ। আগম-নিগম যাঁর নাহি জানে আশ ॥৩০॥ আর একগূঢ় অর্থ আছয়ে ইহার। শুনহ শ্রীপাদ সর্ব্ব অর্থ তত্ত্বসার ॥৩১॥ মহামন্ত্রে ষোল নাম তিন নাম যার। তিন নাম হইতে ষোল নামের বিস্তার ॥৩২॥ **হরে**—সাক্ষাৎ শ্রীহরি কলৌ চৈতন্য গোঁসাই। অতএব হরে .এবে তাঁর নাম গাই ॥৩৩॥ **রাম**—শ্রীনিত্যানন্দ গোঁসাই রাম অবতার। তেঁহ রামনাম তাঁর বিদিত সংসার ॥৩৪॥ **কৃষ্ণ**—কৃষ্ণ অংশো অবতীর্ণ দ্বিতীয় স্কন্ধ। তে কারণ কৃষ্ণ নাম বুঝ অনুবন্ধ ॥৩৫॥ মতান্তরে ষোল নাম চারি নাম সার। চারিনাম হইতে পঞ্চতত্ত্বের প্রচার ॥৩৬॥ **কৃষ্ণ**—স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ হয়

চৈতন্য গোঁসাই। অতএব তাঁর নাম কৃষ্ণ করি গাই ॥৩৭॥ রসরাজ মহাভাব দুই এক রূপ। অতএব শ্রীচৈতন্য কৃষ্ণের স্বরূপ ॥৩৮॥ রাম—বলরাম অবতার নিতাই ঠাকুর। অতএব রাম নাম প্রেম-রস-পুর ॥৩৯॥ অথবা যথেষ্ট করে স্বপ্রেষ্ঠ রমণ। নিত্যানন্দ রাম তেঁহ গায় ভক্তগণ ॥৪০॥ রমা শক্তি শ্রীঅনঙ্গ তাঁর অবতার। অতএব নিত্যানন্দ রাম নাম সার ॥৪১॥ হরে—অদ্বৈত হরিণাদ্বৈত ভক্তি শংসনে। অতএব হরে নাম তোমার আখ্যানে ॥৪২॥ হরিয়া আনিলা দোহাঁ নদীয়া নগর। অতএব হরেনাম হইল তোমার ॥৪৩॥ হরে—ভানুসুতা অবতার গদাই পণ্ডিত। হরে নাম তাঁর ইহ জগতে বিদিত ॥৪৪॥ চারিনামে চতুর্মূর্ত্তি সর্বশাস্ত্রে কয়। চতুর্ব্যূহ অবতীর্ণ যুগে যুগে হয় ॥৪৫॥ এই যুগে চতুর্ব্যূহ এই চারিজন। এই সব সিদ্ধান্ত বিজ্ঞ না করে লঙ্ঘন ॥৪৬॥ এই চারি ঈশ তত্ত্ব আরাধ্য যে জানি। পঞ্চম সে জীব তত্ত্ব আরাধক মানি ॥৪৭॥ আরাধনা হয় কৃষ্ণের সুখের কারণ। আরাধনা যেই করে ভক্তে সে গণন ॥৪৮॥ বিশেষ্য বিশেষণে ভক্তের নাম হয়। কৃষ্ণকে বিশেষ্য করি ভক্তকে নিশ্চয় ॥৪৯॥ সেই কৃষ্ণ নন্দ সুত, দাস তার ভৃত্য। কৃষ্ণদাস কহি কোন ভক্ত রূঢ়ি অর্থ ॥৫০॥ হরেকৃষ্ণ হরেনাম এমন ভক্ত জান। বিশেষ্য বিশেষণ ভক্তে করায় জ্ঞান ॥৫১॥ হরেকৃষ্ণ দুই নাম বিশেষ্য লক্ষণ। হরেরাম দুইনাম তার বিশেষণ ॥৫২॥ হরে ভানুসুতা কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্রনন্দন। হরে রাম যাতে সে ভক্তেতে গণন ॥৫৩॥ হরেরাম হরেরাম ভক্তে সে কহয়। শুদ্ধ ভক্ত ভিন্ন কারো অনুভব নয় ॥৫৪॥ ভগবানের ভক্ত যত শ্রীবাস প্রধান। হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ সদা করে

গান ॥৫৫॥ সেই নামে হাঁসে তাঁরে ভব্য সকলে। সেই নামে প্রভু তাঁরে প্রকাশে কৌশলে ॥৫৬॥ পূর্ব্বে চারি ঈশ তত্ত্ব ক'রেছি নির্ণয়। ভক্ততত্ত্ব মিলি এবে পঞ্চতত্ত্ব হয় ॥৫৭॥ চারিনাম পঞ্চতত্ত্ব হইল নিরূপণ। শ্রীচৈতন্য কৃপা যারে বুঝে সেইজন ॥৫৮॥ এত শুনি দোঁহে দোঁহে আলিঙ্গন কৈল। পরস্পর দোঁহে দোঁহার স্তুতি আরম্ভিল ॥৫৯॥ আচার্য্য কহয়ে তুমি ভুবন মঙ্গল। শ্রীচৈতন্য-তত্ত্ববেত্তা তুমি সে কেবল ॥৬০॥ হরিদাস কহে প্রভু তুমি তত্ত্বসার। বেত্তা আমি, স্তুতি নহে সেই অনুসার ॥৬১॥ ইতি নামাচার্য্য শ্রীহরিদাস ঠাকুর-কৃত শ্রীহরিনামার্থ সম্পূর্ণ।

—০—

৫। **মহামন্ত্র ব্যাখ্যা—হরিনামার্থদীপিকা** (শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী পাদকৃত)*

হে হরে—মাধুর্য্যগুণে হরিলে যে নেত্র মনে,
মোহন মূরতি দরশাই।
হে কৃষ্ণ—আনন্দ ধাম, মহা আকর্ষক ঠাম,
তুয়া বিনে দেখিতে না পাই ॥
হে হরে—ধৈরজ ধরি গুরু ভয় আদি করি,
কুলের ধরম কৈলে চূর।
হে কৃষ্ণ—বংশীর স্বরে আকষিয়া আনি বোলে,
দেহ গেহ স্মৃতি কৈলা দূর ॥
হে কৃষ্ণ—কষিতা আমি কঞ্চুলি কর্ষহ তুমি,
তা দেখি চমক মোহে লাগে।

---

*পদকল্পতরু, চতুর্থশাখা—পঞ্চমপল্লব ১৬৭০ সংখ্যায় ধৃত; শ্রীচৈতন্য দাসজী বিরচিত।

হে কৃষ্ণ—বিবিধ ছলে উরজ কর্ষহ বলে,
থির নহ অতি অনুরাগে ॥
হে হরে—আমারে হেরি লইয়া পুষ্পতল্প পরি,
বিলাসের লালসে কাকুতি।
হে হরে—গুপত বস্ত্র হরিয়া সেক্ষণ মাত্র,
ব্যক্ত কর মনের আকুতি ॥
হে হরে—বসন হর তাহাতে যেমন কর,
অন্তরের হর যত বাধা।
হে রাম—রমণ অঙ্গ নানা বৈদগ্ধী রংগ,
প্রকাশি পূরহ নিজ সাধা ॥
হে হরে—হরিতে বলী নাহি হেন কুতুহলী,
সভার সে বাম্য না রাখিলা।
হে রাম—রমণরত তাহে প্রকটিয়া কত,
কিনা রস আবেশে ভাসাইলা ॥
হে রাম—রমণ প্রেষ্ঠ মন রমণীয় শ্রেষ্ঠ,
তুয়া সুখে আপনা না জানি।
হে রাম—রমণ ভাগে ভাবিতে মরমে জাগে,
সে রস মুরতি তনুখানি ॥
হে হরে—হরণ তোর তাহার নাহিক ওর,
চেতন হরিয়া কর ভোরা।
হে হরে—আমার বক্ষ হর সিংহ প্রায় দক্ষ,
তোমা বিনে কেহ নাহি মোরা ॥

তুমি সে আমার প্রাণ, তোমা বিনা নাহি জান,
ক্ষণকে কলপ শত যায়।
সে তুমি অনত গিয়া রহ উদাসীন হইয়া,
কহ দেখি কি করি উপায়॥
ওহে নবঘনশ্যাম, কেবল রসের ধাম,
কৈছে রহ করি মন ঝুরে।
চৈতন্য বলয়ে যায় হেন অনুরাগ পায়,
তারে বঁধু মিলয়ে অদূরে॥

—•—

উচ্চৈঃস্বরে মহমন্ত্র কীর্ত্তন সম্বন্ধে,—

(নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুর—চৈঃ ভাঃ আঃ ১৪ অঃ)

হরিনদী গ্রামে এক ব্রাহ্মণ দুর্জ্জন। হরিদাসে দেখি ক্রোধে বোলয়ে বচন॥ ওহে হরিদাস এ কি ব্যভার তোমার। ডাকিয়া যে নাম লহ কি হেতু ইহার॥ মনে মনে জপিবা—এই সে ধর্ম্ম হয়। ডাকিয়া লইতে নাম কোন শাস্ত্রে কয়॥ কার শিক্ষা হরিনাম ডাকিয়া লইতে। এই ত' পণ্ডিত সভা বলহ ইহাতে॥ হরিদাস বলেন ইহার যত তত্ত্ব। তোমরা সে জান হরিনামের মহত্ত্ব॥ তোমরা সবার মুখে শুনিয়া সে আমি। বলিতেছি বলিবাঙ যেবা কিছু জানি॥ উচ্চ করি লইলে শত গুণ পুণ্য হয়। দোষ ত' না কহে শাস্ত্রে গুণ সে বর্ণয়॥ তথাহি—'**উচ্চৈঃ শতগুণস্তবেৎ**' ইতি।

বিপ্র বলে, উচ্চ নাম করিলে উচ্চার। শতগুণ ফল হয় কি হেতু ইহার॥ হরিদাস বলেন শুনহ মহাশয়। যে তত্ত্ব ইহার বেদে

ভাগবতে কয়॥ সর্ব্বশাস্ত্র স্ফুরে হরিদাসের শ্রীমুখে। লাগিলা করিতে ব্যাখ্যা কৃষ্ণানন্দ সুখে॥ শুন বিপ্র সকৃত শুনিলে কৃষ্ণ নাম। পশু পক্ষী কীট যায় শ্রীবৈকুণ্ঠধাম॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশম-স্কন্ধে (৩৪।১৭) সুদর্শন-বচনম্,—

'যন্নাম গৃহ্ণন্নাখিলান্ শ্রোতৃনাত্মানমেব চ।
সদ্যঃ পুনাতি কিং ভূয়স্তস্য স্পৃষ্টঃ পদা হি তে॥'

বঙ্গার্থঃ—কোন একটী সর্প শ্রীকৃষ্ণের বামপদ-স্পর্শে সর্পদেহ হইতে মুক্ত হইয়া স্তব করিতেছেন, "হে অচ্যুত! তোমার নামের এমনই মহিমা যে, যে ব্যক্তি তোমার নাম উচ্চারণ করে সে'ত নিজে পবিত্র হয়ই, অধিকন্তু যাহারা তদুচ্চারিত সেই নাম শ্রবণও করে, তাহাদেরও উদ্ধার সাধন হইয়া থাকে। তোমার নাম গ্রহণের যখন এতাদৃশ মহিমা, তখন তোমার পাদস্পর্শ দ্বারা যে কি গতি লাভ হয়, তাহা আর কি বলিব!"

পশু পক্ষী কীট আদি বলিতে না পারে। শুনিলেই হরি নাম তারা সব তরে॥
জপিলে সে কৃষ্ণ-নাম আপনি সে তরে। উচ্চ-সংকীর্ত্তনে পর উপকার করে॥
অতএব উচ্চ করি কীর্ত্তন করিলে। শতগুণ ফল হয় সর্ব্বশাস্ত্রে বলে।

তথাহি শ্রীনারদীয়ে প্রহ্লাদ-বাক্যম্,—

'জপতো হরিনামানি স্থানে শতগুণাধিকঃ।
আত্মানঞ্চ পুনাত্যুচ্চৈর্জপন্ শ্রোতৃন্ পুনাতি চ॥'

বঙ্গার্থঃ—হরিনাম জপকারী অপেক্ষা উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম কীর্ত্তনকারী যে শতগুণে শ্রেষ্ঠ—এই বাক্য যুক্তিযুক্ত, কেননা জপকারী কেবল নিজেকেই পবিত্র করেন; কিন্তু উচ্চৈঃস্বরে জপকারী ব্যক্তি শ্রোতৃবৃন্দকে পবিত্র করিয়া থাকেন।

জপকর্ত্তা হইতে উচ্চ-সঙ্কীর্ত্তনকারী। শতগুণাধিক ফল পুরাণেতে ধরি॥

শুন বিপ্র মন দিয়া ইহার কারণ। জপি আপনারে সবে করয়ে পোষণ।
উচ্চকরি করিলে গোবিন্দ-সংকীর্ত্তন। জন্তু মাত্র শুনিলেই পায় বিমোচন॥
জিহ্বা পাইয়াও নর বিনা সর্ব্বপ্রাণী। না পারে বলিতে কৃষ্ণনাম হেন ধ্বনি॥
ব্যর্থ-জন্মা ইহারা নিস্তরে যাহা হৈতে। বল দেখি কোন্ দোষ সে কর্ম্ম করিতে॥
কেহো আপনারে মাত্র করয়ে পোষণ। কেহোবা পোষণ করে সহস্রেক জন॥
দুইতে কে বড়, ভাবি বুঝহ আপনে। এই অভিপ্রায় শুণ উচ্চ-সংকীর্ত্তনে॥
সেই বিপ্র শুনি হরিদাসের কথন। বলিতে লাগিল ক্রোধে মহা-দুর্ব্বচন॥
দরশন-কর্ত্তা এবে হৈল হরিদাস। কালে কালে বেদপথ হয় দেখি নাশ॥
যুগ-শেষে শূদ্রে বেদ করিবে বাখানে। এখনেই তাহা দেখি শেষে আর কেনে॥
এইরূপে আপনারে প্রকট করিয়া। ঘরে ঘরে ভাল ভোগ খাইস্ বুলিয়া॥

যে ব্যাখ্যা করিলি তুই এ যদি না লাগে। তবে তোর নাক কাটি, সবা আগে॥ শুনি বিপ্রাধমের বচন হরিদাস। 'হরি' বলি ঈষৎ হইল কিছু হাস॥ প্রত্যুত্তর আর কিছু তারে না করিয়া। চলিলেন উচ্চ করি কীর্ত্তন গাইয়া॥ যেবা পাপি সভাসদ সেহো পাপমতি। উচিৎ উত্তর কিছু না করিল ইথি॥ এ-সকল রাক্ষস ব্রাহ্মণ নামমাত্র। এইসব জন যম-যাতনার পাত্র॥ কলিযুগে রাক্ষস সকল বিপ্র-ঘরে। জন্মিবেক সুজনের হিংসা করিবারে॥

তথাহি বরাহ-পুরাণে,—

'রাক্ষসাঃ কলিমাশ্রিত্য জায়ন্তে ব্রহ্মযোনিষু।
উৎপন্না ব্রহ্মকুলেষু বাধন্তে শ্রোত্রিয়ান্ কুলান্॥'

বঙ্গার্থ :—রাক্ষসগণ কলিযুগ আশ্রয় করিয়া ব্রাহ্মণ-কুলে জন্ম গ্রহণ করে, ব্রাহ্মণ কুলে জাত হইয়া তাহারা যথার্থ শ্রোত্রিয় কুলজাত ব্রাহ্মণগণের কার্য্যে বাধা প্রদান করিয়া থাকে।

এসব বিপ্রের স্পর্শ কথা নমস্কার। ধর্ম্মশাস্ত্রে সর্ব্বথা নিষেধ করিবার॥

তথাহি পদ্মপুরাণে সুদর্শনং প্রতি মহাদেব বাক্যম্,—

'কিমত্র বহুনোক্তেন ব্রাহ্মণা যে হ্যবৈষ্ণবাঃ।
তেষাং সম্ভাষণং স্পর্শং প্রমাদেনাপি বর্জ্জয়েৎ॥'

বঙ্গার্থ :—এ বিষয়ে অধিক আর কি বলিব, যাহারা ব্রাহ্মণ হইয়াও অবৈষ্ণব ভ্রমক্রমেও কখনও তাহাদের সহিত আলাপ বা তাহাদিগের স্পর্শ করিবেনা অর্থাৎ তাহারা সর্ব্বথা বর্জ্জনীয়।

ব্রাহ্মণ হইয়া যদি অবৈষ্ণব হয়। তবে তার আলাপেও পুণ্য যায় ক্ষয়॥ সে বিপ্রাধমের কত দিবস থাকিয়া। বসন্তে নাসিকা তার পড়িল খসিয়া॥ হরিদাস ঠাকুরেরে বলিলেক যেন। কৃষ্ণ সে তাহার শাস্তি করিলেন তেন॥ বিষয়ে জগৎ মগ্ন দেখি হরিদাস। দুঃখে 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলি ছাড়েন নিশ্বাস॥ কতদিনে বৈষ্ণব দেখিতে ইচ্ছা করি। আইলেন হরিদাস নবদ্বীপ-পুরী॥ হরিদাসে দেখিয়া সকল ভক্তগণ। হইলেন অতিশয় পরানন্দ-মন॥ আচার্য্য গোসাঞি হরিদাসেরে পাইয়া। রাখিলেন প্রাণ হৈতে অধিক করিয়া॥ সর্ব্ব বৈষ্ণবের প্রীতি হরিদাস প্রতি। হরিদাসো করেন সবারে ভক্তি অতি॥ পাষণ্ডী সকলে যত দেই বাক্য জ্বালা। অন্যোন্যে সব তাহা কহিতে লাগিলা॥ গীতা-ভাগবত লই সর্ব্ব ভক্তগণ। অন্যোন্যেতে বিচারে থাকেন সর্ব্বক্ষণ॥

উচ্চৈঃস্বরে মহামন্ত্রকীর্ত্তন সম্বন্ধে—(চৈঃ ভাঃ মঃ ২৩ অঃ)
শ্রীভগবান্ স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য মহাপ্রভুজীউর উপদেশ।

আপনে সবারে প্রভু করে উপদেশে। 'কৃষ্ণ নাম মহামন্ত্র' শুনহ হরিষে॥* 'হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥' প্রভু কহে কহিলাম এই মহামন্ত্র। ইহা জপ গিয়া সবে করিয়া নির্ব্বন্ধ॥ ইহা হৈতে সর্ব্ব সিদ্ধি হইবে সবার। সর্ব্বক্ষণ বল ইথে বিধি নাহি আর॥

---

* পাঠান্তর—অশেষে বিশেষে।

উপরোক্ত প্রমাণাবলী হইতে ষোলনাম বত্রিশ অক্ষর মহামন্ত্র 'হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥' সংখ্যা-পূর্ব্বক জপ, সংখ্যাপূর্ব্বক ও অসংখ্যাত উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তনের অভিপ্রায়ও আমরা অনায়াসে সহজ সরলভাবে জানিতে পারি। কলিযুগোপাস্য রূপে এই মহামন্ত্র নামের আবির্ভাব সময় হইতেই শ্রীব্রজে শ্রীব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের উপাসনা পদ্ধতিরও এইভাবে অক্ষুন্ন ধারা অদ্যাবধি প্রবাহিত আছেন। সমগ্র বিশুদ্ধ গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণ এই নীতিরই অনুসরণ করিয়াছেন, করিতেছেন, করিবেন। যথাস্থানে শ্রীরাধাকুণ্ডের 'ধ্রুবনীতি' দ্রষ্টব্য।

৭। শ্রীহরিনাম ষোড়শ-তত্ত্ব।

ওঁ শ্রীবাসুদেবস্য শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রস্য ষোড়শনাম মহামন্ত্রস্য শ্রীনারদঃ ঋষি অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ, শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রো দেবতা, হরে কৃষ্ণ বীজং, হরে রাম শক্তিঃ, শ্রীবাসুদেব-কৃষ্ণ-চন্দ্রস্য প্রীত্যর্থে হরেকৃষ্ণেতি ষোড়শ নাম জপে বিনিয়োগঃ।

অথ করন্যাসঃ,—

হরেকৃষ্ণ অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। হরেকৃষ্ণ তর্জ্জনীভ্যাং নমঃ। কৃষ্ণকৃষ্ণ হরেহরে মধ্যমাভ্যাং বৌষট্। হরে রাম ইতি অনামিকাভ্যাং নমঃ হুম্। হরেরাম ইতি কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্। রামরাম হরেহরে ইতি করতল কর পৃষ্ঠাভ্যাং নমঃ স্বাহা। অথ করাঙ্গুল্যা ন্যাসং কৃত্বা অঙ্গন্যাসং কুর্য্যাৎ। হরেকৃষ্ণ হৃদয়ায় নমঃ। হরে-কৃষ্ণ শিরসে স্বাহা। কৃষ্ণকৃষ্ণ হরে হরে শিখায়ৈ বৌষট্। হরে রাম নেত্রাভ্যাং বৌষট্। হরেরাম কবচায় হুম্। রাম রাম হরে হরে ইত্যস্ত্রায় ফট্॥

অথ ধ্যানং,—

ত্রিভঙ্গভঙ্গিমরূপং বেনুরন্ধ্র-করাঙ্কিতম্।
গোপীমণ্ডলমধ্যস্থং শোভিতং নন্দ-নন্দনম॥
রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ রাধে রাধামেকং শরীরকম্।
একোঽপি জগতাং ব্যাপী কোটিব্রহ্মাণ্ডমণ্ডলে॥

পুরুষাঙ্গ পরিত্যজ্য স্ত্র্যঙ্গং চ পরিভাবিতঃ।
রাধা-কৃষ্ণ মহামন্ত্র গোলোকে তব দর্শনম্॥
হুংকারে কৃষ্ণ রে রাধা মকারে রামকৃষ্ণয়োঃ।
হরিনাম জপেন্নিত্যং সরাধং রাধয়া সহ॥

রাম কৃষ্ণ হরে। হরি প্রকৃতিঃ। কামবীজং রাধা রাম প্রকৃতিঃ চন্দ্রাবলী রমা বীজং। কৃষ্ণঃ পরাবীজম্।

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥

হরে ষোড়শাক্ষরং অষ্টৌ নামানি। কৃষ্ণ অষ্টাক্ষরং চত্বারি নামানি। রাম অষ্টাক্ষরং চত্বারি নামানি। ইতি নামাক্ষর নির্ণয় ভেদঃ॥ অথ পুরুষ-প্রকৃতি ভেদম্—

বিমলা শারদা মেধা ললিতা চারুকুন্তলা।
হংসী নারায়ণী কেশী পদ্মা রম্ভা চ সুশীলা।
সুবর্ণা রঙ্গিণী প্রেয়া শ্যামলা চারু কন্ধরা।

ষোড়ষ পুংসঃ—

শ্রীদামা চ সুদামা চ বসুদামা মহাবলঃ।
সুবাহু স্তোককৃষ্ণৌ চ সুবলাক্ষয় অর্জ্জুনঃ॥
লবঙ্গশ্চ মহাবাহুঃ রামকৃষ্ণৌ তথৈব চ।
দেবপ্রস্থৌ ভদ্রসেনো দামা নামা প্রিয়ো মতঃ॥

৭। (ক) শ্রীহরিনাম নির্ণয়ঃ। *

হ—বিমলা সখী। রে—শ্রীদামা সখা। কৃ—শারদা সখী।

---

*ষোল সখা, ষোল সখী বত্রিশ অক্ষর। হরিনাম তত্ত্ব এই অতি গূঢ়তর॥ মাধুর্য্য মহিমা তত্ত্ব ইহাতে জানিবে। রাধাকৃষ্ণ নিত্যধাম অবশ্য পাইবে॥

ষ্ণ—সুদামা সখা। হ—মেধা সখী। রে—বসুদামা সখা। কৃ—ললিতা সখী। ষ্ণ—মহাবল সখা। কৃ—চারুকুন্তলা সখী। ষ্ণ—সুবাহু সখা। কৃ—হংসী সখী। ষ্ণ—স্তোককৃষ্ণ সখা। হ—নারায়ণী সখী। রে—সুবল সখা। হ—কেশী সখী। রে—অক্ষয় সখা। হ—পদ্মা সখী। রে—অর্জ্জুন সখা। রা—রম্ভাসখী। ম—লবঙ্গ সখা। হ—সুশীলা সখী। রে—মহাবাহু সখা। রা—সুবর্ণ সখী। ম—রাম সখা। রা—রঙ্গিণী সখী। ম—কৃষ্ণ সখা। রা—প্রেয়া সখী। ম—দেবপ্রস্থ সখা। হ—শ্যামলা সখী। রে—ভদ্রসেনো সখা। হ—চারুকন্ধরা সখী। রে—দামা সখা। ইতি হরিনাম-নির্ণয় ভেদঃ ॥

হকারং রক্তবর্ণং চ রবিশক্তিঃ ভবেদ্রসঃ।
রবিচন্দ্রভবে যত্র ককরায়স্য লক্ষণাৎ ॥
ককারে রক্তবর্ণং চক্রুতাং দুষ্কৃতপাতকম্।
ভুক্তি-মুক্তি গতিশ্চৈব ককরায়ত তৎক্ষণাৎ ॥

হরে কৃষ্ণ রাম এই মন্ত্র ষড়ক্ষর। তন্ত্রে এই তিন নাম সূত্রকৈলা হর॥ তিন নামে ষোল নাম বত্রিশ অক্ষর। বৃত্তি করি কৈলা গৌর জগতে গোচর॥ নামরূপে প্রেম দিয়া নাচাইলা ভুবন। হরিয়া সবার চিত্ত কৈলা আকর্ষণ॥ অবিচিন্ত্য শক্ত্যে গৌর সবে আকর্ষিয়া। জগতে বিলান প্রেম নাচিয়া গাহিয়া॥ ইহাতে জানিল গৌর-করুণার সিন্ধু। ভক্তভাবে প্রেমের ভিখারী দীনবন্ধু॥ এমন গৌরাঙ্গ গুণ গাও শ্রদ্ধা করি। পাইবে অভীষ্ট তত্ত্ব হরিনামে তরি। করুণার কল্পতরু সম হরিনাম। কামনায় হবে মুক্তি, প্রেমে ব্রজধাম॥ সংক্ষেপে কহিল এই হরিনাম-তত্ত্ব। জীবের দুর্লভ এই প্রেমের মহত্ত্ব॥

ককারং নানাকারেণ নরকাদুদ্ধরেন্নরম্।
নরকান্তে ভবে যত্র ককারান্তস্য লক্ষণাৎ ॥
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ নরো জপতি নিত্যশঃ।
গোলোকভুবনং গত্বা কৃষ্ণপার্ষদতাং লভেৎ ॥
হরে রাম হরে রাম রাম রাম রটন্তি যে।
ব্রজে বাসো ভবেত্তেষাং ভক্তিস্তু প্রেমলক্ষণা ॥
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণেতি যো ধ্বনিঃ।
বৈকুণ্ঠদ্বারসোপানং নরারোহণিডিণ্ডিমঃ ॥
হরে রাম হরে রাম রাম রাম রটন্তি যঃ।
গোলোক ভুবনং যাতি শ্রী শ্রীকৃষ্ণাঙ্গ-ভোগিনী ॥

ইতি শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য সংগ্রহণে শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য প্রকাশিতে শ্রীনিত্যানন্দমথনে অচ্যুতানন্দ আস্বাদনে চতুর্থ-বিগ্রহ-সম্পুটে হরিনাম সংগ্রহ পটলং সম্পূর্ণম্ ॥

৮। শ্রীহরেকৃষ্ণরাম মহামন্ত্রকবচম্,—

শ্রী নিত্যানন্দ উবাচ,—

(ওঁ) কথয় ত্বং মহাবাহো নাথনাথ জগদ্‌গুরো।
রাধাকৃষ্ণ স্বরূপং চ মহামন্ত্রং প্রকাশয়।
হরে কৃষ্ণাদিকবচং মন্ত্রবীজং ফলপ্রদম্।
সর্বেষাং বাঞ্ছিতং প্রেম্না যদি যোগ্যোঽস্মি মে বদ।

(ওঁ) শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যচন্দ্র উবাচ,—

অদ্বৈতং নাথনাথং চ সর্ব্বদেবতয়াস্থিতম্।
যন্নাম স্মরণাজ্জন্ম-মৃত্যুশ্চৈব ন জায়তে ॥

তং নাম কবচং বক্ষে সাবধান মনাঃ শৃণু।
রাধিকাকৃষ্ণয়োর্নাম কবচং পরমাদ্ভুতম্॥
ত্রৈলোক্য মঙ্গলং নাম কথ্যতে পরমং শুভম্।
যজ্ জ্ঞাত্বা মন্ত্রবীজস্য ফলমাপ্নোতি নিশ্চিতম্॥
যদ্‌ধৃত্বা চ মহাদেবো ব্রহ্মাদিসুরসত্তমাঃ।
হরিভক্তিযুতাঃ সর্বে সর্কৈশ্বর্য্যমবাপ্নুয়ুঃ॥
অতিগুহ্যতমং তত্ত্বং পূজয়েদ্ভক্তিসংযুতঃ।
ধর্ম্মার্থকাম-মোক্ষং চ লভতে নাত্র সংশয়॥

ওঁ হকারো নাসিকাং পাতু রে-কারো বদনং তথা।
কৃ-কারশ্চভ্রুবোর্মধ্যে ষ্ণ-কারস্তালুকে তথা॥
রা-কারশ্চক্ষুয়োর্মধ্যে মকারস্তনমধ্যকে।
ওঁ নমো রামকৃষ্ণায় নমঃ। ইতি বীজং॥
ওঁ (হ) শিরো মে ললিতা পাতু (রে) বিশাখা বাহু দক্ষিণে।
(কৃ) কণ্ঠেতু চম্পকলতা (ষ্ণ) চিত্রা বাম ভুজে তথা॥
(হ) পাণৌ সখী রঙ্গদেবী (রে) সুদেবী পাতু পৃষ্ঠকে।
(কৃ) বদনে তুঙ্গবিদ্যা চ (ষ্ণ) শ্রবণে চেন্দুলেখিকা॥
(কৃ) ভ্রুবোর্মধ্যে শশিরেখা (ষ্ণ) দক্ষিণে বিমলা তথা।
(কৃ) ভালে চ পালিকা পাতু (ষ্ণ) হৃদয়ে হনঙ্গ মঞ্জুরী।
(হ) শ্যামলা নাভি মধ্যং তু (রে) মধ্যং মধুমতী তথা।
(হ) ধন্যা করাঙ্গুলী পাতু (রে) মঙ্গলাধঃ প্রকীর্ত্তিতা।
(হ) শ্রীদামা জঘনে পাতু (রে) সুদামা চোরুযুগ্মকে।
(রা) বসুদামা জানুযুগ্মং (ম) লিঙ্গং পাতু সখার্জ্জুনঃ।
(হ) সুবলো দক্ষিণে পাদে (রে) বামপাদে চ কিঙ্কিণী।

(রা) প্রাচ্যাং দিশস্তোককৃষ্ণো (ম) অগ্নৌ পাতু বরূথপঃ।
(রা) দক্ষিণে চাংশুকঃ পাতু (ম) বিশালো নৈঋতে তথা।
(রা) মহাবলঃ প্রতীচ্যাং তু (ম) বায়ব্যাং চোরুভস্তথা।
(হ) দেবপ্রস্থো উত্তরস্যাং (রে) ঈশানমুজ্জ্বলস্তথা।
(হ) মূর্দ্ধি পাতু মহাবাহুঃ (রে) রামো হধো পাতু মেহনিশম্॥
রাধাকৃষ্ণৌ চ সর্ব্বাঙ্গং পাতাং গোপীজনপ্রিয়ৌ।
ইতি ষোড়শনামানি দ্বত্রিংশদক্ষরাণি চ।
বর্ণ ভেদা মহাবীজং গোপীগোপাল বেষ্টিতং।
হকারো হিংগুলো বর্ণঃ সর্ববর্ণধরো মতঃ।
জ্ঞানাজ্ঞানকৃতং পাপং হকারো হরতি ক্ষণাৎ।
রেকারো রক্তবর্ণং স্যাদ্ গোপালেন নিরূপিতঃ।
গুর্ব্বঙ্গনাকৃতং পাপং রকারো দহতি ক্ষণাৎ।
কৃকারঃ কজ্জলোবর্ণো সংহরেদুপপাতকম্।
গতিশক্তিরতিপ্রেম মকারাজ্জায়তে ক্ষণাৎ।
কৃকারো লোহিতো বর্ণো নরকাদুদ্ধরেন্নরম্।
জন্মজন্মার্জ্জিতং পাপং ষ্ণকারো হরতে ক্ষণাৎ।
রাকারো গৌরবর্ণঃ স্যাদ্বরশক্তিঃ ভবেদ্ধ্রুবম্।
রবিশ্চন্দ্রসমাং মন্ত্রঃ সংস্তমোরাশিমক্ষীণৎ।
মকারো জ্যোতিরূপশ্চ নিরঞ্জনসদার্চ্চিতঃ।
মিথ্যাবাক্য কৃতং পাপং মকারো হরতে ক্ষণাৎ।
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরেরাম হরেরাম রাম রাম হরে হরে॥
ইতি অক্ষয়বীজ নাম বীজাভ্যাং নমঃ।

হরে হরে হরে হরে হরে হরে হরে হরে ষোড়শাক্ষর অষ্টৌ মানি। কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ অষ্টাক্ষর চত্বারি নামানি। রাম রাম ম রাম অষ্টাক্ষর চত্বারি নামানি। এবং ষোড়শ নামাক্ষরায় নমঃ। াড়শাক্ষর অষ্টনাম পরাৎপরবীজায় নমঃ। রাম নামাষ্টাক্ষর 'মা' জায় নমঃ। কৃষ্ণ নামাষ্টাক্ষর কামবীজায় নমঃ!

ত্রিতত্ত্বং চৈব পঞ্চাত্ম পুনর্মায়া সুভদ্রয়া।
এতানি তত্ত্ববীজানি নামানি চ পরস্পরম্।
বীজানাং চ পরং বীজং শ্রীরাধিকা প্রকীর্ত্তিতা।
রাকারে চ ভবেদ্রাধা মকারে কৃষ্ণ উচ্যতে ॥
হরিনামাপিতং বীজং তদ্রাধাকৃষ্ণয়োঃ সদা।
রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ রাধে রাধামেকং শরীরম্ ॥
একশরীর মহামন্ত্রায়ঃ নমঃ।
একোঽপি জগতাং ব্যাপী কোটি ব্রহ্মাণ্ডবিগ্রহঃ।
পুরুষাঙ্গং পরিত্যজ্য স্ত্রাঙ্গং চ পরিভাবিতঃ।
রাধাকৃষ্ণ মহামন্ত্র গোলোকে তব দর্শনম।

প্রকৃতিভেদঃ—ললিতা চ বিশাখা চ তথা চম্পক-মল্লিকা।
চিত্রা তথা রঙ্গদেবী সুদেবী চ ততঃ পরম্।
তুঙ্গবিদ্যা চেন্দুলেখা শশিরেখা ততঃ পরম্।
বিমলা পালিকাঽনঙ্গমঞ্জরী শ্যামলা তথা।
ততো মধুমতী ধন্যা মঙ্গলা পরিকীর্ত্তিতা।
এতাসাং প্রকৃতীনাং তু মূল প্রকৃতি রাধিকা ॥

ততঃ পুরুষভেদ :—শ্রীদামা চ সুদামা চ বসুদামা ততঃ পরম্।
অর্জ্জুনঃ সুবলশ্চৈব কিঙ্কিণীস্তোককৃষ্ণকৌ ॥

বরূথপাংশুকৌ রাম বিশালাক্ষোঽর্ভকস্তথা ॥
দেবপ্রস্থ উজ্জ্বলশ্চ মহাবাহুর্মহাবলঃ ॥

এতেষাং সেবা যথা,—

তাম্বুলে ললিতাদেবী কর্পূরাদ্যে বিশাখিকা।
চামরে চম্পকলতা চিত্রা বসন সেবনে ॥
রাগে চ রঙ্গদেবী চ সুদেবী জল সেবনে ॥
নানাবাদ্যে তুঙ্গবিদ্যা ইন্দুরেখা চ নর্ত্তনে ॥
দর্পণে শশিরেখা চ বিমলা পদ-সেবনে।
পালী কুসুম শয্যায়াং বেশে চানঙ্গমঞ্জরী ॥
শ্যামলা চন্দনাদৌ চ গানে মধুমতিস্তথা।
ধন্যা রত্নবিভূষণে মঙ্গলা মাল্য সেবনে ॥
ইত্যাদি কোটিশো গোপ্যো নানা সেবাং প্রকুর্বতে।
হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্রমতিগুহ্যং পরাৎ পরম্ ॥
যো জপেৎ শ্রদ্ধয়া নিত্যং রাধাকৃষ্ণ প্রিয়ো ভবেৎ।
গুরুং প্রণম্য বিধিবৎ কবচং প্রপঠেদ্ যদি।
সংপ্রাপ্য সহজ প্রেম গোলোকে বসতি ধ্রুবম্ ॥
ইদং রহস্যং পরমং ময়া তে পরিকীর্ত্তিতম্।
অভক্তায় দাম্ভিকায় ন প্রকাশ্যং কদাচন ॥
শিষ্যায় ভক্তিযুক্তায় সাধকায় প্রকাশয়েৎ।
গোপনীয়ং প্রযত্নেন কৃষ্ণপ্রেম বহির্ম্মুখাৎ ॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দদেব-সংবাদে শ্রীহরেকৃষ্ণরাম-
মহামন্ত্র কবচং সমাপ্তং।

৯। মহামন্ত্র বিধিঃ—

অথ মন্ত্রবরং বক্ষ্যে দ্বাত্রিংশদক্ষরান্বিতম্।
সর্ব্বপাপপ্রশমনং সর্ব্বদুর্ব্বাসনানলম্॥
চতুর্ব্বর্গপ্রদং সৌম্যং ভক্তিদং প্রেমপূর্ব্বকম্।
দুর্ব্বুদ্ধিহরণং শুদ্ধসত্ত্ব-বুদ্ধি-প্রদায়কম্॥
সর্ব্বারাধ্যং সর্ব্বসেব্যং সর্ব্বেষাং কাম পূরকম্।
সর্ব্বাধিকার সংযুক্তং সর্ব্বলোকৈকবান্ধবম্॥
সর্ব্বাকর্ষণ সংযুক্তং দুষ্টব্যাধিবিনাশনম্।
দীক্ষাবিধিবিহীনঞ্চ কালাকাল বিবর্জ্জিতম্॥
বাঙমাত্রেণার্চ্চিতং বাহ্যপূজাবিধ্যনপেক্ষকম্।
জিহ্বাস্পর্শনমাত্রেণ সর্ব্বেষাং ফলদায়কম্।
দেশকালানিয়মিতং সর্ব্ববাদি সুসম্মতম্॥ ১॥
তস্যোদ্ধারং প্রবক্ষ্যামি সমাহিত মনাঃ শৃণু।
হরেদ্বন্দ্বং তথা কৃষ্ণদ্বন্দ্বং বুৎক্রমণাৎ পুনঃ।
হরেন্নামদ্বয়ং পশ্চাদ্বিলোমেনৈব তৎ পঠেৎ।
সর্ব্বাঘহরণাদ্ধেতো হরিরিত্যভিধীয়তে।
ভক্তিযোগেন সর্ব্বেষাং জীবাকর্ষণকারণাৎ।
কৃষ্ণ ইত্যুচ্যতে সদ্ভিঃ শুদ্ধসত্ত্বতনুঃ প্রভুঃ।
রামোঽপি লোকরমণাৎ সংসারচ্ছেদকারকঃ।
তস্মান্মোক্ষপ্রদো রামঃ সর্ব্বশাস্ত্রেষু কথ্যতে॥ ২॥
সম্বোধন প্রিয়ঃ কৃষ্ণঃ সম্বোধন পদক্রমাৎ।
মন্ত্রোঽয়ং বিহিতস্তেন তত্র প্রেম্নি নিয়োজিতঃ॥

সর্ব্বনামস্বরূপোঽয়ং দেহস্বরূপ এব চ।
তত্রৈকত্র যদি প্রেমা সোভয়ত্র তদা ভবেৎ ॥ ৩ ॥
চতুর্যুগে ভবেদ্ভক্তির্মুক্তিশ্চৈব চতুর্যুগে।
তেন নামানি চত্বারি চত্বারি কৃষ্ণরাময়োঃ ॥
ভক্তি সাধনতঃ পাপনাশোঽথ মুক্তিসাধনাৎ।
তত্রোভয়ত্র নামানি হরেশ্চত্বারি নামতঃ ॥
সম্বোধনপদং শ্রুত্বা প্রভুস্তত্রসমাগতঃ।
কিং প্রার্থতে ভক্তজনৈস্তদেব দাতুমুদ্যতঃ ॥
এতৈর্ন প্রার্থ্যতে কিঞ্চিন্নাম শ্রবণ যোগতঃ।
বসেত্তেষাঞ্চ হৃদয় ইত্থম্ভূত গুণো হরিঃ ॥ ৪ ॥
মন্ত্রে মুক্তি বিধানার্থ রামনাম নিয়োজিতম্
দ্বয়োর্বিরোধে ভক্তানাং বিধেয়ং কিং তদুচ্যতাম্।
আদৌ ভক্ত্যা ভবেন্মুক্তিঃ সংসারচ্ছেদকারিণী।
তয়া ভাগবতী ভক্তি প্রেমলক্ষণ-লক্ষিতা ॥

তথা চ ॥ ন বিনা ভক্তিযোগেন মুক্তিঃ স্যাদ্ভবসাগরাৎ।
তামৃতে প্রেমদা ভক্তির্ন কদাচিৎ প্রভোঃ পদে।
অবিদ্যা-সুখ-দুঃখানাং বিনাশাদ্বিদ্যয়া যুতঃ।
জীবন্মুক্তঃ সবিজ্ঞেয়ঃ প্রেমভক্তি পরায়ণঃ।
অমুনা মমুনা চৈতৎসাধ্যসাধনতৎপর ॥ ৫ ॥
তৎসাধনং প্রবক্ষ্যামি যথাবিধি ক্রমাদিহ।
নিত্যানন্দো মুনিঃ প্রোক্তোঽনুষ্টুব্ ছন্দ উদাহৃতম্।

পরমাত্মস্বরূপঃ শ্রীচৈতন্য এব দৈবতম্।
কৃষ্ণনামেতি বীজং স্যাদ্ভক্তিঃ শক্তিরুদাহৃতা ॥
আহ্লাশক্তিরধিষ্ঠাত্রী দেবতা প্রেমরূপিণী।
এতেষাং বিনিয়োগঃ স্যাৎ প্রেমসিন্ধৌ প্রভোঃ পদে।
অঙ্গন্যাসং প্রকুর্ব্বীত মন্ত্রবর্ণবিভাগতঃ।
হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ হৃদয়ায় নমস্ততঃ।
কৃষ্ণ কৃষ্ণেতি শিরসে স্বাহা, চৈব হরেহরে!
শিখায়ৈ বৌষডিত্যেব কবচায় হুমিত্যতঃ।
হরে রাম হরে রাম, নেত্রাভ্যাং বৌষডিত্যয়ি।
রামরামেতি বিজ্ঞেয়মস্ত্রায় ফট্ ততঃ পরম্!
হরেহরে ততঃ কুর্য্যাৎ করন্যাসমিতি ক্রমাৎ ॥ ৬ ॥
ততো মন্ত্রং লিখেন্মন্ত্রী পদ্মং ষোড়শপত্রকম্।
রেখাত্রয়সমাযুক্তং দ্বারতোরণসংযুতম্।
অক্ষরদ্বয়মানেন মন্ত্রবর্ণাল্লিখেদ্দলে।
ষট্কোণং বিলিখেন্মধ্যে কর্ণিকায়াং বিধানতঃ।
প্রেমাখ্যং মধ্যদেশে চ কামং বীজঞ্চ কোণতঃ।
এতস্মিন্নপি যন্ত্রে চাপ্যাধারাদীন্ প্রপূজ্য চ।
তত্রৈব স্থাপয়েদ্ধ্যাত্মা যথাবিধি ক্রমাদিতি ॥
কনকরুচিরভাসঃ শুদ্ধসত্ত্বৈকবেশো
নিজসুমধুর-নামাখ্যান-দানৈক-দক্ষঃ।
সততমবতু বিশ্বং শ্রীনবদ্বীপ-চন্দ্রো
নিজপরিজনবীতো দীনবন্ধুর্দ্বিজেন্দ্রঃ ॥

ধ্যাত্বৈবং পূজয়েদ্ভক্ত্যা পরমাত্মানমব্যয়ম্ ॥ ৭ ॥
কোণাগ্রদিক্ষু দেশে চ পূজয়েদঙ্গ-দেবতাঃ।
ষট্ কোণস্থাগ্রভাগে চ সম্পূজ্যা ভক্তসংযুতাঃ।
নিত্যানন্দোঽদ্বৈত নামা মুরারিঃ শ্রীনিবাসকঃ।
কাশীশ্বরো মুকুন্দশ্চ ততঃ কেশরমধ্যতঃ।
গদাধরো দ্বিজবরস্তথা নরহরি প্রিয়ঃ।
দামোদরো বাসুদেবঃ শিবানন্দগদাধরৌ।
রাঘব শ্রীরামদাসৌ সুন্দরানন্দশার্ঙ্গিণৌ।
গৌরীদাসস্ততঃ পূজ্যঃ পরমেশ্বর এব চ।
পুরুষোত্তমদাসোঽপি তথা বৃন্দাবনাশ্রয়ঃ।
গোবিন্দো বাসুদেবশ্চ কমলাকর এব চ।
তদ্বহিঃ পত্র মধ্যে চ বৈষ্ণবা ভক্তি তৎপরা।
গোপীনাথো মহেশশ্চ শুক্লাম্বর সনাতনৌ।
জগায়ি-মাধবৌ জ্ঞেয়ৌ বাসুদেবাচ্যুতাবপি।
দিক্ষু পূজ্যাঃ প্রযত্নেন প্রেমাশ্রুপুলকাচিতাঃ।
জয় গৌরাঙ্গ গৌরাঙ্গ জয় বিশ্বম্ভর প্রভো।
ইতি বাদরতা নিত্যং প্রেমগদ্‌গদভাষিণঃ।
পত্রাগ্রে তদ্বহিঃ পূজ্যাঃ যদুনন্দন এব চ।
গঙ্গাদাসঃ কেশবশ্চ কৃষ্ণদাসস্ততঃ পরম্।
রঘুনাথ বিশ্বনাথৌ নীলাম্বর সনাতনৌ।
দিব্যমাল্যকরাঃ সৌম্যাঃ প্রেমাশ্রুপুলকাকুলাঃ।
ততোঽন্যাবরণান্তেব পূর্ব্ববৎ পরিপূজয়েৎ ॥ ৮ ॥

কোট্যেক জপমাত্রেণ পুরশ্চরণমুচ্যতে।
দশাংশহোম-সংখ্যানাং চতুর্গুণবিধানতঃ।
জপং কুর্য্যাৎ প্রযত্নেন কালসংখ্যয়া ন বিদ্যতে।
মালয়া কররেখাভির্জপেৎ সাধকসত্তমঃ।
বিধির্মন্ত্রজপে প্রোক্তঃ ষষ্টিদণ্ডাত্মকং দিনম্।
স্নানত্যপেক্ষা নাস্ত্যত্র যথাশক্যং করোতু বা।
ইত্যেবং সাধয়েন্মন্ত্রং স এব সাধকোত্তমঃ॥ ৯॥
ইতি ভক্তিচন্দ্রিকায়াং সপ্তম পটলঃ।

—০—

মহামন্ত্র বিধিঃ—বঙ্গানুবাদ।

এক্ষণে সমস্ত পাপ নাশন, সকল দুর্ব্বাসনা দগ্ধকারী অগ্নিস্বরূপ, ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ প্রদানকারী, সৌম্যস্বরূপ, প্রেমলক্ষণাভক্তি দাতা, সকলের দুর্ব্বুদ্ধির হরণকারী, শুদ্ধসত্ত্বরূপ ভগবৎ বৃত্তিসংযুক্ত বুদ্ধির প্রকাশক, সকলের আরাধ্য, সকলের সেবনীয়, সর্ব্বকাম পূরক, সম অধিকার যুক্ত, সকলের বান্ধব, সকলের আকর্ষক, দুষ্ট ব্যাধির নাশকারী, দীক্ষাদি বিধির অপেক্ষারহিত, কালাকাল হইতে বিবর্জিত, অনায়াস লভ্য, বাহ্যপূজাদি বিধির অপেক্ষাহীন, জিহ্বা স্পর্শমাত্রই সকলের ফলদাতা, দেশ-কালাদি নিয়ম হইতে স্বতন্ত্র, সর্ব্ববাদি সম্মত, বত্রিশ অক্ষর যুক্ত, মন্ত্রশ্রেষ্ঠ মহামন্ত্রের বর্ণন করিতেছি॥১॥

ঐ মহামন্ত্র উদ্ধারের সম্বন্ধে কহিতেছি; সাবধান মনে শ্রবণ কর। প্রথমে 'হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ' এই প্রকার দুইবার বলিয়া পরে 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' দুইবার বলিবে তৎপর 'হরে হরে' দুইবার উচ্চারণ করিবে। অনন্তর 'হরেরাম' এই পদদ্বয় দুইবার উচ্চারণ করিয়া পশ্চাৎ 'রাম রাম' এই প্রকার কহিবে। তারপর 'হরে'

এই পদের দুইবার পাঠ করিবে। সমস্ত পাপের হরণ হয় জন্য 'হরি' এই শব্দ বলা হয়। ভক্তিযোগ প্রভাবে চরাচর সমস্ত বস্তুর আত্ম পর্য্যন্ত আকর্ষণের জন্য শুদ্ধসত্ত্ববিগ্রহ শ্রীপ্রভু সাধুজনের দ্বারা 'কৃষ্ণ' বলিয়া কথিত হয়েন। নিখিল জগতে রমণের জন্য সংসার বন্ধন উচ্ছেদকারী শ্রীহরি 'রাম' বলিয়া প্রসিদ্ধি। এই জন্য শ্রীরাম মোক্ষ প্রদানকারী ; ইহা সমস্ত শাস্ত্রেই বলিয়াছেন ॥২॥

'শ্রীকৃষ্ণ', সম্বোধন প্রিয়। সম্বোধনের অর্থ অভিমুখী করণ। অতএব সম্বোধন পদক্রমে এই মন্ত্রের বিধান করা হইয়াছে। উক্তমন্ত্রে ভগবান্ নিজ প্রেমসিদ্ধি বিষয়ে বিনিয়োজিত হইবেন। ভগবান্ সমস্ত নামস্বরূপ তথা শ্রীবিগ্রহস্বরূপ। কেননা, তাঁহাতে নাম-নামী ভেদ কিম্বা দেহ-দেহী ভেদ নাই। যদি শ্রীনাম কিম্বা বিগ্রহ দুইয়ের মধ্যে কোন স্বরূপে প্রেম উৎপন্ন হয় তবে দুই বস্তুতে তাহা হয়, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই ॥৩॥

সত্যাদি চারিযুগে, ভক্তি তথা মুক্তির অনুপ্রবৃত্তি হইতে থাকে। এই অভিপ্রায়ে 'শ্রীকৃষ্ণ' নাম তথা 'শ্রীরাম' নামের চারবার মন্ত্রে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। ভক্তিসাধনে 'শ্রীকৃষ্ণ' নাম তথা মুক্তি সাধনে 'শ্রীরাম' নাম পাপ সমূহের নাশক ; এই জন্য মন্ত্রে প্রত্যেকের চারবার করিয়া আটবার প্রয়োগ করা হইয়াছে। চারিযুগের অপেক্ষা হইতে 'হরে' পদের চার-চারবার দুই স্থলেই প্রয়োগ আছে। সম্বোধন পদের শ্রবণ করিয়া শ্রীমহাপ্রভু তথায় উপস্থিত হইলেন এবং ঐ মন্ত্রের জপের দ্বারা ভক্তগণ কি প্রার্থনা করিতেছেন, তাহা প্রদান করিবার জন্য উদ্যত রহিলেন। কিন্তু ভক্তগণ পরম নিষ্কাম, তাঁহারা ভক্তি-রূপ মহাফল লাভে পরিতুষ্ট হইয়া শ্রীচরণারবিন্দের সেবা বিনা অন্য কিছু চাহেন না। এরূপ জানিয়া শ্রীপ্রভু, নাম শ্রবণ মাত্রই তাঁহার হৃদয়ে চিরকালের জন্য নিবাস করেন। শ্রীভগবানের এই প্রকার নিরপেক্ষ গুণ থাকে ॥৪॥

মন্ত্রে মুক্তিবিধানের জন্য 'রাম' নামের নিয়োগ আর শ্রীকৃষ্ণ নাম হইতে প্রেম ভক্তি প্রাপ্ত হওয়া যায়। পদ্মপুরাণাদি গ্রন্থাদিতে—শ্রীরাম-নামের তারক-সংজ্ঞা তথা শ্রীকৃষ্ণ-নামের পারক সংজ্ঞা বলা হইয়াছে। তারক হইতে মুক্তি

তথা পারক হইতে প্রেমভক্তি হয়। ইহার সঙ্গে সঙ্গে এবিষয়ে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। ভক্তি আর মুক্তি দুইয়ের বিরোধ স্বাভাবিক। ভক্তির অর্থ প্রভুর অনুকূল সেবা আর মুক্তির অর্থ* প্রভুর সঙ্গে স্বরূপে একভাব। ভেদ জ্ঞান ছাড়া সেব্য-সেবক ভাব থাকে না। অতএব দুইয়ের মধ্যে বিরোধভাব অবশ্যই থাকে। একই মন্ত্রে দুই প্রকার বিরোধ কিভাবে পরিহার হইতে পারে? এইরূপ শিষ্যের দ্বারা জিজ্ঞাসিত হইয়া শ্রীগুরুদেব সিদ্ধান্ত দ্বারা উত্তর দিতেছেন। প্রথমে সাধনভক্তিদ্বারা সংসার চ্ছেদনকারণা মুক্তি হয়। তাহার পর প্রেমলক্ষণা ভাগবতী ভক্তি হয়। এমন বলা হইয়াছে যে, বিনা ভক্তিযোগে ভবসাগর হইতে মুক্তি হয় না। মুক্তি বিনা কখনও প্রভুপদে প্রেমদা-ভক্তি হয় না। পরাবিদ্যা প্রভাবে মায়াবৃত্তি অবিদ্যা তথা তন্মূলক সুখ-দুঃখাদিময় সংসারের বিনাশ হইবার পর জীব প্রেমভক্তি পরায়ণ হয়। তখন তাহাকে জীবন্মুক্ত বলা হয়। অতএব উক্ত মহা-মন্ত্রের অবলম্বন দ্বারা প্রেমরূপ সাধ্য বস্তুতে সাধন তৎপর হওয়া সকলের অবশ্য কর্ত্তব্য ॥৫॥

এক্ষণে এই মন্ত্রের সাধন প্রণালী যথাবিধি ক্রমানুসারে বলিতেছি। এই মন্ত্রের ঋষি শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু, অনুষ্টুপ্ ছন্দ, পরমাত্মস্বরূপ শ্রীচৈতন্যদেব একমাত্র দেবতা, কৃষ্ণনাম বীজ, ভক্তি শক্তি, প্রেমরূপিণী আদ্যাশক্তি অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, এই সমস্তের বিনিয়োগ প্রেমসমুদ্র শ্রীমন্মহাপ্রভুজীউর শ্রীচরণকমলে প্রেমসিদ্ধির জন্য জানিতে হইবে। মন্ত্রবর্ণসমূহের বিভাগ করিয়া অঙ্গন্যাস করিবে। "হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ হৃদয়ায় নমঃ" "কৃষ্ণ কৃষ্ণ শিরসে স্বাহা" "হরে

---

* মুক্তি চারি প্রকার—সালোক্য, সারূপ্য, সামীপ্য, সার্ষ্টি। কেবলা-নিষ্কিঞ্চনা ভক্তি লক্ষ্য থাকিলে এই সকল মুক্তি কোন বাধা দিতে পারে না; কিন্তু পঞ্চম প্রকার সাযুজ্য মুক্তি আত্মধ্বংসকারী। চৈঃ চঃ আঃ ১।৯০ বলিয়াছেন—

'তার মধ্যে 'মোক্ষবাঞ্ছা' কৈতব প্রধান।
যাহা হেতে 'কৃষ্ণ ভক্তি' হয় অন্তর্দ্ধান ॥'

হরে শিখায়ৈ বৌষট্" "হরে রাম হরে রাম কবচায় হুম্" "রামরাম নেত্রাভ্যাং বৌষট্" "হরে হরে অস্ত্রায় ফট্"। ৬॥

অনন্তর মন্ত্র সাধক ষোড়শ দল কমলাকার এক যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়া তাহাকে মণ্ডলাকার রেখাত্রয় দ্বারা বেষ্টন করিবে তথা—তাহাতে দ্বার, তোরণের সংযোগ করিবে। পশ্চাৎ প্রত্যেক দলে দুই দুই অক্ষর পরিমাণে মন্ত্রোক্ত বর্ণ সমূহকে লিখিবে। অনন্তর উক্ত পদ্মের মধ্যস্থলের কর্ণিকায় বিধি অনুসারে এক সুন্দর ষট্কোণ মণ্ডলের অঙ্কন করিয়া ঐ ষট্কোণমণ্ডলের মধ্যদেশে প্রেমবীজ তথা প্রত্যেক কোণে কামবীজ লিখিবে। এই যন্ত্রে—পূর্ব্বোক্ত পীঠন্যাস ক্রমানুযায়ী আধার শক্তি প্রভৃতি পীঠ শক্তি পর্য্যন্ত ন্যাস করিবে, যথাবিধি যথাক্রমে বক্ষ্যমাণ প্রকার ভগবানের ধ্যান করিয়া যন্ত্র মধ্যে আবাহনাদি ক্রমের দ্বারা তাঁহাকে স্থাপন করিয়া ভক্তির সহিত পূজা করিবে। 'অর্চ্চন-পদ্ধতি' নামক গ্রন্থে বৈষ্ণবীয় অর্চ্চন-পূজা-ভোগ-রাগের বিষয়গুলি দীক্ষিত বৈষ্ণবগণ ভালভাবে জানিবেন।

ধ্যান এই প্রকার যথা—তপায়মান (তপ্ত) সুবর্ণের মত অতি মনোহর কান্তি যুক্ত; শুদ্ধ সত্বাত্মক অসাধারণ বিবিধ পরিচ্ছদধারী, নিজ পরম মধুর হরিনাম সংকীর্ত্তন প্রদান করিতে পরম দক্ষ, নিজ নিত্য পরিকরগণের দ্বারা পরিবেষ্টিত, দীনহীন পতিত জনগণের একমাত্র বন্ধু, দ্বিজশ্রেষ্ঠ, শ্রীনবদ্বীপচন্দ্র নিজ প্রেমামৃত বর্ষণের দ্বারা জগৎকে রক্ষা করুন ॥৭॥

পূর্ব্বোক্ত পদ্মাকার যন্ত্রের—অগ্নি-নৈঋত-বায়ু তথা ঈশান কোণে যথা স্থানে হৃদয়, শিরঃ, শিখা তথা কবচ এই অঙ্গ দেবতা চতুষ্টয়ের তথা অগ্রদেশে নেত্র আর পূর্ব্বাদি দিক্ সমূহে অস্ত্র-দেবতার পূজা করিবে। অনন্তর ষট্কোণ মণ্ডলের অগ্রভাগে শ্রীভগবানে প্রীতিসম্পন্ন শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু, শ্রীঅদ্বৈত প্রভু, শ্রীমুরারি, শ্রীনিবাস, কাশীশ্বর, মুকুন্দ এই ছয়জনের পূজা করিবে। তৎপরে কেশরের মধ্যমভাগে পরমপ্রিয় দ্বিজশ্রেষ্ঠ গদাধরাদি ষোলজন ভক্তের যথাবিধি পূজা করিবে। পুনরায় উহার বহির্ভাগে পত্রের মধ্যস্থলে দিক্-বিদিক্ ক্রমে গোপীনাথ প্রভৃতি আটজন পরম প্রীতি সম্পন্ন বৈষ্ণবের বিশুদ্ধ প্রেম-ভাবে পূজা

করা কর্ত্তব্য। এই সব প্রেমময় অশ্রুপুলকাদি অষ্টসাত্ত্বিক ভাবদ্বারা পরিব্যাপ্ত, হে গৌরঅঙ্গযুক্ত-গৌরাঙ্গ—হে প্রভো বিশ্বম্ভর! আপনার জয় হউক! আপনার জয় হউক!! এই প্রকার জপ কীর্ত্তনে নিরত, প্রেমভরে গদ্গদ্ স্বরে বিবিধ স্তুতি করিবার যোগ্য। পশ্চাৎ উঁহার বাহির পত্র অগ্রভাগে শ্রীযদুনন্দন আদি আট জন বৈষ্ণবের পূজা করিবে। ইঁহারা প্রত্যেকের করকমলে দিব্যমালাধারী, পরম সৌম্যাকৃতি তথা অশ্রু পুলকাদি ভাব সমূহে পরিবেষ্টিত। তৎপরে অন্ত আবরণ সকল অর্থাৎ ইন্দ্রাদি দিক্পালবৃন্দ তথা বজ্রাদি অস্ত্রসমূহের পূর্ব্বদর্শিত নিয়মানুযায়ী যথাস্থানে ধ্যানের সঙ্গে পূজা করিবে ॥৮॥

এক কোটী মন্ত্র জপ দ্বারা পুরশ্চরা সিদ্ধ হয়। তারপর দশাংশ হোম করিবে। অসমর্থ হইলে হোমাংশের দশাংশের চতুর্গুণ করিয়া যত্নের সহিত মন্ত্র জপ করিবে। এই পুরশ্চরণে কোনও কাল, সংখ্যার নির্দিষ্ট নাই। সাধক জপ-মালা কিম্বা কর রেখার দ্বারা জপের সাধন করিবে। ইহার বিধি তন্ত্রশাস্ত্রোক্ত বিধির অনুযায়ী জানিতে হইবে। ছয় দণ্ড দিনমানের বিভক্ত করিয়া এইমন্ত্র জপ করিবে। ইহাতে স্নানাদি ক্রিয়ার অপেক্ষা নাই। সাধক নিজ শক্তির অনুসারে ইহার অনুষ্ঠান করিবে ॥৯॥

ইতি ভক্তিচন্দ্রিকায় সপ্তম পটলের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত।

—০—

১০। শ্রীকৃষ্ণনামস্তোত্রম্—(শ্রীল রূপগোস্বামিপাদ বিরচিত)।

নিখিলশ্রুতিমৌলিরত্নমালা-, দ্যুতিনীরাজিত পাদপঙ্কজান্ত।
অয়িমুক্তকুলৈরুপাস্যমানং, পরিতস্ত্বাং হরিনাম সংশ্রয়ামি ॥১॥

নিখিল বেদের সারভাগ উপনিষদ-রত্নমালার প্রভানিকর দ্বারা তোমার পাদ-পদ্ম-নখের শেষ-সীমা নীরাজিত হইয়াছে এবং নিবৃত্ততৃষ্ণ মুক্তকুল নিরন্তর তোমার উপাসনা করিতেছেন, অতএব হে হরিনাম! আমি তোমাকে সর্ব্বতো-ভাবে আশ্রয় করিতেছি ॥১॥

জয় নামধেয় মুনিবৃন্দগেয়, জনরঞ্জনায় পরমক্ষরাকৃতে।

ত্বমনাদরাদপি মনাগুদীরিতং নিখিলোগ্রতাপপটলীং বিলুম্পসি ॥২॥

মুনিবৃন্দ সর্ব্বদা তোমাকে কীর্ত্তন করিয়া থাকেন, নিখিল লোক রঞ্জনের নিমিত্ত তুমি পরম অক্ষরাকার (অপ্রাকৃত শব্দব্রহ্মস্বরূপ) ধারণ করিয়াছ। সাঙ্কেত্য, পরিহাস, স্তোভ, হেলা—এই চারিপ্রকার নামাভাসের সহিতও যদি তোমাকে কেহ উচ্চারণ করেন, তাহা হইলেও তুমি তাঁহার যাবতীয় উৎকট তাপ, (এমন কি লিঙ্গদেহ পর্য্যন্ত) বিনষ্ট করিয়া থাক। অতএব হে নামধেয়! তুমি জয়-যুক্ত হও ॥২॥

যদাভাসোঽপ্যুদ্যন্ কবলিত-ভবধ্বান্তবিভবো

দৃশং তত্ত্বান্ধানামপি দিশতি ভক্তিপ্রণয়িনীম্।

জনস্তস্যোদাত্তং জগতি ভগবন্নামতরণে

কৃতী তে নির্বক্তুং ক ইহ মহিমানং প্রভবতী ॥৩॥

হে ভগবন্নাম সূর্য্য! তোমার ঈষৎ প্রকাশও (নামাভাসও) সংসার অন্ধ-কারনিমগ্ন ব্যক্তির অজ্ঞানতমঃ বিনষ্ট করে, অবার তত্ত্বদৃষ্টিহীন ব্যক্তিকে ভক্তি বিষয়িণী দৃষ্টিও প্রদান করিয়া থাকে। অতএব এই জগতে কোন বিদ্বান্ ব্যক্তিই বা তোমার মহিমা সম্যগ্রূপে কীর্ত্তন করিতে পারে? ॥৩॥

যদ্ব্রহ্মসাক্ষাৎকৃতিনিষ্ঠয়াপি, বিনাশমায়াতি বিনা ন ভোগৈঃ।

অপৈতি নামস্ফুরণেন তত্তে, প্রারব্ধকর্ম্মেতি বিরৌতি বেদঃ ॥৪॥

অবিচ্ছিন্ন তৈলধারার ন্যায় ব্রহ্মচিন্তা দ্বারা ব্রহ্মসাক্ষাৎকার লাভ করিয়াও যে প্রারব্ধ কর্ম্ম ভোগ ব্যতীত নষ্ট হয় না, কিন্তু হে নাম! জিহ্বাগ্রে তোমার স্ফূর্ত্তি মাত্রেই সেই কর্মবীজ ধ্বংস হইয়া যায়—বেদ ইহা তারস্বরে কীর্ত্তন করিতেছেন ॥৪॥

অঘদমন-যশোদানন্দনৌ নন্দসূনো

কমলনয়ন-গোপীচন্দ্র-বৃন্দাবনেন্দ্রাঃ।

প্রণতকরুণ-কৃষ্ণাবিত্যনেক স্বরূপে
ত্বয়ি মম রতিরুচ্চৈর্বর্দ্ধতাং নামধেয় ॥৫॥

হে অঘদমন! হে যশোদানন্দন! হে নন্দসূনো! হে কমলনয়ন! হে গোপীচন্দ্র! হে বৃন্দাবনেন্দ্র! হে প্রণত-করুণ! হে কৃষ্ণ!—ইত্যাদি বহু-স্বরূপে তুমি আবির্ভূত হইয়াছ। অতএব হে নামধেয়! তোমাতে আমার রতি প্রচুর পরিমাণে বর্দ্ধিত হউক ॥৫॥

বাচ্যং বাচকমিত্যুদেতি ভবতো নামস্বরূপদ্বয়ং
পূর্ব্বস্মাৎ পরমেব হন্ত করুণং তত্রাপি জানীমহে।
যস্তস্মিন্ বিহিতাপরাধনিবহঃ প্রাণী সমন্তাদ্ভবে
দাস্যেনেদমুপাস্য সোঽপি হি সদানন্দাম্বুধৌ মজ্জতি ॥৬॥

হে নাম! 'বাচ্য' অর্থাৎ বিভুচৈতন্য ও আনন্দময়-বিগ্রহ এবং 'বাচক' অর্থাৎ কৃষ্ণ, গোবিন্দ ইত্যাদি বর্ণাত্মক তোমার দুইটী স্বরূপ; কিন্তু আমরা ঐ বাচ্যস্বরূপ হইতে বাচকস্বরূপকে অধিক কৃপাময় বলিয়া মনে করি; কেননা, জীবসকল তোমার বাচ্যস্বরূপে কৃতাপরাধ (সেবাপরাধ) হইয়া বাচকস্বরূপ তোমার 'নাম' উচ্চারণ করিবামাত্রই (নিরপরাধ হইয়া) ভগবৎ প্রেমসুখে নিমজ্জিত হন ॥৬॥

সূদিতাশ্রিত-জনার্ত্তিরাশয়ে, রম্যচিদ্ঘন-সুখস্বরূপিণে।
নাম গোকুল-মহোৎসবায় তে, কৃষ্ণ পূর্ণবপুষে নমো নমঃ ॥৭॥

হে নাম! হে কৃষ্ণ! তুমি আশ্রিত জনগণের পীড়া (নামাপরাধ) সমূহ নাশ কর; তুমি—পরমসুন্দর চিদ্ঘন স্বরূপ এবং গোকুলবাসিগণের মূর্ত্তিমান্ আনন্দস্বরূপ। অতএব পরিপূর্ণ বৈকুণ্ঠ স্বরূপ তোমাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি ॥৭॥

নারদবীণোজ্জীবনসুধোর্ম্মিনির্য্যাস—মাধুরীপূর।
ত্বং কৃষ্ণনাম কামং স্ফুর মে রসনে রসেন সদা ॥৮॥

ইতি শ্রীরূপপাদকৃত-স্তবমালায়াং শ্রীকৃষ্ণনাম-স্তোত্রম্।

হে কৃষ্ণনাম ! তুমি নারদের বীণার সঞ্জীবনস্বরূপ এবং মাধুর্য্য প্রবাহরূপ অমৃত-তরঙ্গের সারাংশস্বরূপ। অতএব তুমি আমার জিহ্বাতে সর্ব্বদা অনুরাগের সহিত যথেষ্ট-রূপে স্ফূর্ত্তি লাভ কর ॥৮॥

ইতি শ্রীরূপপাদকৃত স্তবমালার শ্রীকৃষ্ণনামস্তোত্রের বঙ্গানুবাদ।

—•—

[ভগবান্ শ্রীমন্ মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ সুন্দরের শ্রীমুখ'বিগলিত]

১১। শিক্ষাষ্টক-ব্যাখ্যা—(শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামিকৃত)।

(শ্রীচৈঃ চঃ অঃ ২০ শ পরিচ্ছেদ)

প্রেমোদ্ভাবিতহর্ষের্ষো-দ্বেগদৈন্যার্ত্তিমিশ্রিতম্।
লপিতং গৌরচন্দ্রস্য ভাগ্যবদ্ভির্নিষেব্যতে ॥

বঙ্গার্থ :—শ্রীগৌরাঙ্গের হর্ষ, ঈর্ষ্যা, উদ্বেগ, দৈন্য ও আর্ত্তিমিশ্রিত (কিলকিঞ্চিতভাব সমন্বিতং লপিতম্ উক্তিঃ) প্রলাপ বাক্যকে ভাগ্যবান্ জনেরা শ্রবণ করেন। পয়ার,—

জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ। জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌর ভক্তবৃন্দ ॥
এই মত মহাপ্রভু বৈসে নীলাচলে। রজনী দিবসে কৃষ্ণবিরহে বিহ্বলে ॥
স্বরূপ রামানন্দ এই দুইজন সনে। রাত্রিদিনে রসগীত শ্লোক-আস্বাদনে ॥
নানাভাব উঠে প্রভুর হর্ষশোক রোষ। দৈন্য উদ্বেগ আর্ত্তি উৎকণ্ঠা সন্তোষ ॥
সেই সেই ভাবে নিজ শ্লোক পড়িয়া। শ্লোক অর্থ আস্বাদয়ে দুই বন্ধু লঞা ॥
কোন দিনে কোনভাবে শ্লোক পঠন। সেই শ্লোক আস্বাদিতে রাত্রি জাগরণ ॥
হর্ষে প্রভু কহে, শুন স্বরূপ রাম রায়। নাম-সংকীর্ত্তন কলৌ পরম উপায় ॥
সংকীর্ত্তন-যজ্ঞে করে কৃষ্ণ আরাধন। সেইত সুমেধা পায় কৃষ্ণের চরণ ॥

কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাঽকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্।
যজ্ঞৈঃ সংকীর্ত্তন প্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ ॥

—শ্রীভাঃ ১১ স্কঃ ৫ মঃ অঃ ৩০ শ্লোকঃ।

বঙ্গার্থ :—যিনি কৃষ্ণের বর্ণনা করেন অর্থাৎ সর্ব্বদা কৃষ্ণকথা বলেন (কলি-যুগে) সুবুদ্ধিগণ, অঙ্গ (নিত্যানন্দাদ্বৈত), উপাঙ্গ (গদাধর শ্রীবাসাদি), অস্ত্র (অর্থাৎ উদ্দেশ্য সাধনের উপায়) সংকীর্ত্তন যজ্ঞ-সমন্বিত সপার্ষদ সেই গৌরকান্তি-যুক্ত শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যকে নিশ্চিতরূপে আরাধনা করিয়া থাকেন। **পয়ার,—**

নাম সংকীর্ত্তন হৈতে সর্ব্বানর্থনাশ। সর্ব্ব শুভোদয় কৃষ্ণে প্রেমের উল্লাস ॥

চেতোদর্পণ মার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নিনির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূ জীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনম্ ॥ ১ ॥

—পদ্যাবলী দ্রষ্টব্য।

টীকা—শ্রীকৃষ্ণ সংকীর্ত্তনং কৃষ্ণ গোবিন্দেতি নামোচ্চারণং পরং সর্ব্বোৎ-কর্ষেণ বিজয়তে। কথম্ভুতং কীর্ত্তনং চেতোদর্পণমার্জ্জনং চিত্তরূপ-দর্পণস্য মলাপ-কর্ষণং পুনঃ কীদৃশং ভবমহাদাবাগ্নিনির্ব্বাপণং সংসাররূপ বনাগ্নিনাশনং পুনঃ কীদৃশং শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং মঙ্গল রূপকৌমুদী জ্যোৎস্না-বিস্তার শীলং পুনঃ কীদৃশং বিদ্যাবধূ জীবনং বিদ্যারূপাবধূঃ তস্যাঃ প্রাণং পুনঃ কীদৃশং আনন্দাম্বুধি-বর্দ্ধনম্ আনন্দরূপ সমুদ্রস্য বৃদ্ধি-কারণং পুনঃ কীদৃশং প্রতিপদং পদে পদে পূর্ণা-মৃতাস্বাদনং সকল রসাস্বাদকারণং পুনঃ কীদৃশং সর্ব্বাত্মস্নপনং মন-আদীন্দ্রিয়গণ তৃপ্তি-জননশীলম্।

বঙ্গার্থ :—যাহা চিত্তের বিবিধ দুর্ব্বাসনাসমূহকে বিনাশ করে, যাহা সংসার তাপসমূহ নির্ব্বাপণ করে, যাহা সর্ব্বপ্রকার মঙ্গল প্রদান করে, যাহা বিদ্যারূপ বধূর প্রাণস্বরূপ, যাহা আনন্দ-সমুদ্রকে বর্দ্ধিত করে, যাহা প্রতিপদেই সকল রসের আস্বাদন কারণ হয় ও যাহা সর্ব্বাত্মাকে তৃপ্তি প্রদান করে, এরূপ শ্রীকৃষ্ণ-নাম-সংকীর্ত্তন সর্ব্বোপরি জয়যুক্ত হইতেছেন। **পয়ার—**

সংকীর্ত্তন হৈতে পাপসংসারনাশন। চিত্তশুদ্ধি সর্ব্বভক্তি সাধন উদ্‌গম ॥

কৃষ্ণ প্রেমোদ্গম প্রেমামৃত আস্বাদন। কৃষ্ণ প্রাপ্তি সেবামৃত সমুদ্রে মজ্জন ॥
উঠিল বিষাদ দৈন্য পড়ে নিজ শ্লোক। যার অর্থ শুনি যায় সব দুঃখ-শোক ॥

নাম্নামকারি বহুধা নিজ সর্ব্বশক্তি-স্তত্রাপিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ।
এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্মমাপি, দুর্দ্দৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ ॥ ২ ॥
—পদ্যাবলী।

বঙ্গার্থ ঃ—শ্রীভগবান্ নিজ নামসমূহের অনেক প্রকার প্রচার করিয়াছেন, সেই নামে নিজশক্তি সকল অর্পণ করিয়াছেন, সেই নাম স্মরণে সময়ের নিয়ম করেন নাই। হে ভগবান্! এইরূপ তোমার কৃপা, কিন্তু আমার এরূপ দুর্দ্দৈব যে ঐ নামে অনুরাগ জন্মিল না। **পয়ার,—**

অনেক লোকের বাঞ্ছা অনেক প্রকার। কৃপাতে করিল অনেক নামের প্রচার ॥
খাইতে শুইতে যথাতথা নাম লয়। দেশকাল নিয়ম নাহি সর্ব্বসিদ্ধি হয় ॥
সর্ব্বশক্তি নামে দিল করিয়া বিভাগ। আমার দুর্দ্দৈব নামে নাহি অনুরাগ ॥
যেরূপে লইলে নাম প্রেম উপজয়। তাহার লক্ষণ শুন স্বরূপ রাম রায় ॥

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ ॥ ৩ ॥—পদ্যাবলী।

বঙ্গার্থ ঃ—তৃণ অপেক্ষা সুনীচ এবং তরু অপেক্ষা সহিষ্ণু হইয়া, স্বয়ং নিরভিমান হইয়া, অন্যকে যথাযথ সম্মান দিয়া শ্রীহরিকীর্ত্তন করিবে। **পয়ার,—**

উত্তম হঞা আপনাকে মানে তৃণাধম। দুই প্রকার সহিষ্ণুতা করে বৃক্ষসম ॥
বৃক্ষ যেন কাটিলেহ কিছু না বোলয়। শুকাইয়া মৈলে কারে পানি না মাগয় ॥
যেই যে মাগয়ে তারে দেয় আপন ধন। ঘর্ম বৃষ্টি সহে আনের করয়ে পোষণ ॥
উত্তম হঞা বৈষ্ণব হবে নিরভিমান। জীবে সম্মান দিবে জানি কৃষ্ণ অধিষ্ঠান ॥
এই মত হঞা যেই কৃষ্ণ নাম লয়। শ্রীকৃষ্ণ-চরণে তার প্রেম উপজয় ॥
কহিতে কহিতে প্রভুর দৈন্য বাড়িলা। শুদ্ধভক্তি কৃষ্ণ ঠাঞি মাগিতে লাগিলা ॥

…মের স্বভাব যাহা প্রেমের সম্বন্ধ। সেই মানে কৃষ্ণে মোর নাহি ভক্তি গন্ধ॥

ধনং ন জনং ন সুন্দরীং কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে।
ম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি॥ ৪ ॥—পদ্যাবলী।

বঙ্গার্থঃ—হে জগদীশ্বর! স্বর্ণ-রত্নাদি ধন, ভৃত্যাদি জন ও সুন্দরী স্ত্রী, …বা পাণ্ডিত্য প্রভৃতি কিছুই তোমার নিকট প্রার্থনা করি না; কিন্তু হে ঈশ্বর! …মাতে আমার জন্মে জন্মে ফলানুসন্ধান রহিত ভক্তি হউক এই প্রার্থনা …র। **পয়ার**,—

…ন জন নাহি মাগো কবিতা সুন্দরী। শুদ্ধভক্তি কৃষ্ণ মোরে দেহ কৃপা করি॥
…তি দৈন্যে পুনঃ মাগে দাস্য ভক্তি দান। আপনাকে করি সংসারী জীব অভিমান॥

…য়ি নন্দতনুজ কিঙ্করং পতিতং মাং বিষমে ভবাম্বুধৌ।
…পয়া তব পাদপঙ্কজস্থিত ধূলীসদৃশং বিচিন্তয়॥ ৫ ॥—পদ্যাবলী

বঙ্গার্থঃ—হে নন্দাত্মজ শ্রীকৃষ্ণ! বিষম সংসার-সমুদ্রে পতিত কিঙ্কর আমাকে কৃপা করিয়া তোমার পাদপদ্ম পরাগ তুল্য জান, অর্থাৎ তোমার শ্রীচরণের দাস্যে নিযুক্ত কর। **পয়ার**,—

…মার নিত্য দাস মুঞি তোমা পাশরিয়া। পড়িয়াছো ভবার্ণবে মায়া-বদ্ধ হঞা॥
…পা করি কর তুমি পদধূলী সম। তোমার সেবক করো তোমার সেবন॥
…নঃ অতি উৎকণ্ঠা দৈন্য হৈল উদ্গম। কৃষ্ণ ঠাঁঞি মাগে প্রেম-নাম-সংকীর্ত্তন॥

নয়নং গলদশ্রুধারয়া, বদনং গদ্গদরুদ্ধয়া গিরা।
পুলকৈর্নিচিতং বপুঃ কদা, তব নাম গ্রহণে ভবিষ্যতি॥ ৬॥—পদ্যাবলী।

বঙ্গার্থঃ—হে প্রভো শ্রীকৃষ্ণ! কখনও কি আমার এমন সৌভাগ্য হইবে যে, তোমার নাম গ্রহণ কালে আমার নয়ন দুটী অশ্রুধারায় ব্যপ্ত হইবে, মুখ গদ্গদস্বরে রুদ্ধ বাক্যে ব্যপ্ত হইবে ও দেহ পুলকে ব্যপ্ত হইবে! **পয়ার**,—

প্রেমধন বিনা ব্যর্থ দরিদ্র্য জীবন। দাস করি বেতন মোরে দেহ প্রেমধন॥

রসান্তরাবেশে হৈল বিয়োগ স্ফূরণ। উদ্বেগ বিষাদ দৈন্যে করে প্রলপন॥

যুগায়িতং নিমিষেণ চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতম্।
শূন্যায়িতং জগৎসর্ব্বং গোবিন্দ-বিরহেণ মে॥ ৭॥—পদ্যাবলী।

বঙ্গার্থ:—শ্রীকৃষ্ণ বিরহে আমার (মাদনাখ্য মহাভাববতী শ্রীরাধার) একমুহূর্ত্ত যুগের মতন হইয়াছে, চক্ষু বর্ষার মতন হইয়াছে এবং সমস্ত জগত শূন্য বোধ হইতেছে। **পয়ার,—**

উদ্বেগে দিবস না যায় ক্ষণ যুগ সম। বর্ষা মেঘ সম অশ্রু বর্ষে দ্বিনয়ন॥
গোবিন্দ বিরহে শূন্য হৈল ত্রিভুবন। তুষানলে পোড়ে যেন, না যায় জীবন॥
কৃষ্ণ উদাসীন হৈল করিতে পরীক্ষণ। সখী সব কহে কৃষ্ণে কর উপেক্ষণ॥
এতেক চিন্তিয়া রাধার নির্ম্মল হৃদয়। স্বাভাবিক প্রেমভাব করিল উদয়॥
হর্ষ উৎকণ্ঠা দৈন্য প্রৌঢ়ি বিনয়। এতভাব একঠাঞি করিল উদয়॥
এতভাবে রাধার মন অস্থির হইল। সখীগণ আগে প্রৌঢ়ি শ্লোক যে পড়িল॥
সেইভাবে প্রভু সেই শ্লোক উচ্চারিল। শ্লোক উচ্চারিতে তদ্রূপ আপনি হইল।

আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মা,-মদর্শনান্মর্ম্মহতাং করোতু বা।
যথাতথা বা বিদধাতুলম্পটো, মৎপ্রাণনাথস্তু স এব না পরঃ॥ ৮॥
—পদ্যাবলী।

বঙ্গার্থ:—সেই শ্রীকৃষ্ণ-চরণ সেবানিরতা কিঙ্করী আমাকে (শ্রীরাধাকে) আলিঙ্গন করিয়া আত্মসাৎ করুন, বা দর্শন না দিয়া আমাকে মনঃপীড়া দেন, অথবা কামুক তিনি যথেচ্ছা বিহার করুন, তথাপি তিনিই আমার প্রাণনাথ, অন্য কেহ নহে। **পয়ার,—**

এই শ্লোকে হয় অতি অর্থের বিস্তার।
সংক্ষেপে কহিয়ে তার নাহি পাই পার॥
আমি কৃষ্ণপদ দাসী, তিঁহো রস-সুখরাশি,
আলিঙ্গিয়া করে আত্মসাৎ।

কিবা না দেন দরশন, জারে আমার তনুমন,
তবু তিঁহো মোর প্রাণ নাথ ॥
সখি হে ! শুন মোর মনের নিশ্চয়।
কিবা অনুরাগ করে, কিবা দুঃখ দিয়া মোরে,
মোর প্রাণেশ কৃষ্ণ, অন্য নয় ॥
ছাড়ি অন্য নারীগণ, মোর বশ তনুমন,
মোর সৌভাগ্য প্রকট করিয়া।
তা সবারে দেন পীড়া, আমা সনে করে ক্রীড়া,
সেই নারীগণে দেখাইয়া ॥
কিবা তিঁহো লম্পট, শঠ ধৃষ্ট সুকপট,
অন্য নারীগণ করি সাথ।
মোরে দিতে মনঃ পীড়া, মোর আগে করে ক্রীড়া,
তবু তিঁহ মোর প্রাণনাথ ॥
না গণি আপন দুঃখ, সবে বাঞ্ছি তাঁর সুখ.
তাঁর সুখে আমার তাৎপর্য্য।
মোরে যদি দিলে দুঃখ, তাঁর হয় মহাসুখ,
সেই দুঃখ মোর সুখবর্য্য ॥
যে নারীকে বাঞ্ছে কৃষ্ণ, তাঁর রূপে সতৃষ্ণ,
তারে না পাইয়া হয় দুঃখী।
মুঞি তার পায় পড়ি, লঞা যাও হাতে ধরি,
ক্রীড়া করাইয়া করোঁ সুখী ॥
কান্তা কৃষ্ণে করে রোষ, কৃষ্ণ পায়েন সন্তোষ,
সুখ পায় তাড়ন ভৎর্সনে।

যথাযোগ্য করে মান, কৃষ্ণ তাতে সুখ পান,
ছাড়ে মান অল্প সাধনে ॥
সেই নারী জীয়ে কেনে, কৃষ্ণ মর্ম্ম নাহি জানে,
তবু কৃষ্ণে করে গাঢ় রোষ।
নিজ সুখে মানে কাজ, পড় তার মাথে বাজ,
কৃষ্ণে মাত্র চাহিয়ে সন্তোষ ॥
যে গোপী করে মোর দ্বেষে, কৃষ্ণের করে সন্তোষে,
কৃষ্ণ যারে করে অভিলাষ।
মুঞি তার ঘরে যাঞা, তাঁরে সেবোঁ দাসী হঞা,
তবে মোর সুখের উল্লাস ॥
কুষ্ঠী বিপ্রের রমণী, পতিব্রতা শিরোমণি,
পতি লাগি কৈল বেশ্যার সেবা।*

---

* কুষ্ঠ ব্যধিগ্রস্ত কোন ব্রাহ্মণ লক্ষহীরা নাম্নী বেশ্যাকে ইচ্ছা করিলে তাহার পতিব্রতা পত্নী ধন না থাকায় সেই বেশ্যাকে সেবায় সন্তুষ্ট করেন। বেশ্যা ঐ বিপ্রপত্নীর অভিপ্রায় শুনিয়া ঐ বিপ্র সঙ্গমে সম্মতা হইলে গতি শক্তিহীন ঐ বিপ্রকে তাহার পত্নী বহন করিয়া রজনীতে সেই বেশ্যালয়ে লইয়া যান। পথিমধ্যে শূলোপরি 'সমাধিস্থ মাণ্ডব্য মুনি ঐ বিপ্রস্পর্শে সমাধি ভঙ্গ হওয়াতে উহাকে এই শাপ দেন যে, রাত্রি প্রভাত হইলে উহার মৃত্যু হইবে। তাহা শ্রবণে ঐ বিপ্রপত্নী বলেন, 'তবে কি আমি বিধবা হইব? অতএব এ রাত্রিও আর প্রভাত হইবে না।' মুনি ও সতীর বিবাদে রাত্রি প্রভাত না হওয়াতে মহা অনর্থ উপস্থিত হইল। তখন ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর তথায় আসিয়া সতীকে বলিলেন, 'রাত্রি প্রভাত হউক তোমার পতিকে জীবিত করিব।' ইহাতে ঐ সতী সম্মতা হইলে রাত্রি প্রভাত হইল। ব্রহ্মাদি তিন দেবতা মৃত বিপ্রকে জীবিত করিলেন, ব্যাধি আরোগ্য করিয়া সুন্দরাঙ্গ করিলেন এবং ব্রহ্মাদির দর্শন প্রভাবে সেই বিপ্রের বেশ্যা প্রবৃত্তিও দূরীভূত হইল।

স্তম্ভিল সূর্য্যের গতি, জীয়াইল মৃত পতি,
তুষ্ট কৈল মুখ্য তিন দেবা॥†
কৃষ্ণ আমার জীবন, কৃষ্ণ মোর প্রাণধন,
কৃষ্ণ মোর প্রাণের পরাণ।
হৃদয় উপরে ধরোঁ, সেবা করি সুখী করোঁ,
এই মোর সদা রহে ধ্যান॥
মোর সুখ সেবনে, কৃষ্ণের সুখ সঙ্গমে,
অতএব দেহ দেও দান।
কৃষ্ণ মোরে কান্তা করি, কহে তুমি প্রাণেশ্বরী,
মোর হয় দাসী অভিমান॥
কান্তা সেবা সুখপুর, সঙ্গম হৈতে সমধুর,
তাতে সাক্ষী লক্ষ্মীঠাকুরাণী।
নারায়ণের হৃদে স্থিতি, তবু পাদসেবায় মতি,
সেবা করে দাসী অভিমানী॥
এই রাধার বচন, শুদ্ধ প্রেমের লক্ষণ,
আস্বাদয়ে শ্রীগৌরাঙ্গ রায়।
ভাবিতে মন অস্থির, সাত্ত্বিকে ব্যাপে শরীর,
মন দেহ ধারণ না যায়॥
ব্রজের বিশুদ্ধ প্রেম, যেন জাম্বূনদ হেম,
আত্ম-সুখের যাহে নাহি গন্ধ।

---

† তিন দেবতা—ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর।

সে প্রেম জানাতে লোকে, প্রভু কৈল এই শ্লোকে
পদে কৈল অর্থের নির্ব্বন্ধ ॥

এই মত মহাপ্রভু ভাবাবিষ্ট হঞা। প্রলাপ করিল কিছু শ্লোক পড়িয়া॥ পূর্ব্বে অষ্টশ্লোক করি লোক শিখাইল। সেই অষ্টশ্লোকের অর্থ আপনে আস্বাদিল॥ প্রভুর শিক্ষাষ্টক শ্লোক যেই পড়ে শুনে। কৃষ্ণে প্রেম-ভক্তি তার বাড়ে দিনে দিনে॥

—চৈ: চঃ অঃ ২০শ পরিচ্ছেদ।

—০—

শ্রীগৌরাঙ্গদেবের বঙ্গদেশে ভ্রমণকালে শ্রীতপন মিশ্রকে *

১২। শ্রীকৃষ্ণ-নাম-সংকীর্ত্তন উপদেশ

কতদিনে কৈল প্রভু বঙ্গেতে গমন। যাঁহা যায় তাঁহা লওয়ায় **নাম-সংকীর্ত্তন**॥
বিদ্যার প্রভাব দেখি চমৎকার চিত্তে। শত শত পড়ুয়া আসি লাগিলা পড়িতে॥
সেই দেশে বিপ্র নাম মিশ্র তপন। নিশ্চয় করিতে নারে সাধ্য-সাধন॥
বহু শাস্ত্রে বহু বাক্যে চিত্তে ভ্রম হয়। সাধ্য সাধন শ্রেষ্ঠের না হয় নিশ্চয়॥
স্বপ্নে এক বিপ্র কহে শুনহ তপন॥ নিমাই পণ্ডিত পাশে করহ গমন॥
তিঁহো তোমার সাধ্য-সাধন করিবে নিশ্চয়। সাক্ষাৎ ঈশ্বর তিঁহো নাহিক সংশয়॥

---

*বারানসী মধ্যে প্রভুর ভক্ত তিনজন। চন্দ্রশেখর বৈদ্য আর **মিশ্র তপন**॥
রঘুনাথ ভট্টাচার্য্য মিশ্রের নন্দন। প্রভু কাশী আইলা দেখি বৃন্দাবন॥
চন্দ্রশেখর গৃহে কৈল দুইমাস বাস। তপন মিশ্রের ঘরে ভিক্ষা দুইমাস॥
রঘুনাথ বাল্যে কৈল প্রভুর সেবন। উচ্ছিষ্ট মার্জ্জন আর পাদ সম্বাহন॥
বড় হৈলে গেলা নীলাচলে প্রভু স্থানে। অষ্টমাস রহিল ভিক্ষা দেন কোনদিনে॥
প্রভুর আজ্ঞা পাঞা বৃন্দাবনেতে আইলা। আসিয়া শ্রীরূপ গোসাঞির নিকটে রহিলা॥
তার স্থানে রূপ গোসাঞি শুনেন ভাগবত। প্রভুর কৃপায় তেহোঁ কৃষ্ণ প্রেমে মত্ত॥

কোন ব্যবহার থাকিত না ; এমন কি তাহার হাতে জল পর্য্যন্তও গ্রহণ করেন নাই। এইজন্য সকলকেই অন্ততঃ একলক্ষ শ্রীহরিনাম জপ করিতেই হইত। এখনও শ্রীমন্মহাপ্রভুজীউর ভক্ত সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণ ঐ উপদেশ পালন করিয়া আসিতেছেন। অধিকাংশ বৈষ্ণব-ভক্ত নিজ নিজ শক্তি অনুযায়ী একলক্ষ হইতে তিন লক্ষ পর্য্যন্ত অবশ্য জপ করেন। এইজন্য এই মহামন্ত্রের মহিমা-প্রচারে সমগ্র জগৎ পরিপূর্ণ হইয়াছে। 'পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম। সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম ॥' সর্ব্বশক্তিমান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের এই কৃপা-আশীর্ব্বাদে জগৎ ধন্য হইয়াছে, হইতেছে, চিরকাল হইতে থাকিবে।

'কলিযুগের ধর্ম্ম হয় নাম সংকীর্ত্তন। এতদর্থে অবতীর্ণ শ্রীশচীনন্দন ॥'

'নাম ভজ, নাম চিন্ত, নাম কর সার। কলিযুগে নাম বিনা গতি নাহি আর ॥

কি শয়নে, কি ভোজনে, কিবা জাগরণে। অহর্নিশ চিন্ত কৃষ্ণ বলহ বদনে ॥'

'যেই নাম, সেই কৃষ্ণ ভজ নিষ্ঠা করি। নামের সহিত আছেন, আপনি শ্রীহরি ॥'

'কলিকালে নাম রূপে কৃষ্ণ অবতার। নাম হৈতে হয় সর্ব্ব জগৎ নিস্তার ॥

নাম বিনা কলিকালে নাহি আর ধর্ম্ম। সর্ব্ব মন্ত্র সার নাম এই শাস্ত্র মর্ম্ম ॥'

—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

কেহ কেহ বলেন,—কলিসন্তরণ উপনিষদ্ কথিত 'হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে। হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে ॥' এই নাম মালার শ্রীমন্ মহাপ্রভুজীউ ব্যুৎক্রম আকারে অর্থাৎ উল্টা করিয়া 'হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥' এই প্রকারে মহামন্ত্র নাম বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। এই প্রকার ধারণার কোন অর্থ হয় না। বেদের বেদত্ব তাহার আনুপূর্ব্বী বর্ণমালার উপর নির্ভর করে। কিন্তু বিধেয়ক মন্ত্রের তথা স্তুতি বাক্যের বিভক্তি পরিবর্ত্তন ব্যাকরণ মহাভাষ্যে পতঞ্জলী উল্লেখ করিয়াছেন। বেদের অভিপ্রায় জানিতে হইলে, বেদাঙ্গ (১) শিক্ষা, (২) কল্প, (৩) নিরুক্ত, (৪) ব্যাকরণ, (৫) ছন্দ, (৬) জ্যোতিষ এইপ্রকার ছয়টি বিষয়ের জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। অতএব শ্রীভগবন্নামে ভেদ না হইবার

কারণে কলিসন্তরণ উপনিষদের মন্ত্রও ভিন্ন নহে। এই মহামন্ত্র জপের সময় পুনঃ পুনঃ আবৃত্তিকালে পূর্ব্বাপর একাকার হইয়া যায়। কার্য্যতঃ বেদপাঠের নিয়মানুযায়ী হ্রস্ব, দীর্ঘ, লঘু, গুরু, উদাত্ত, অনুদাত্ত স্বর উচ্চারণের অধিকারী বিশেষেই উহার মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া যথাযথ জপ-কীর্ত্তনাদি করিতে সক্ষম। কিন্তু ষোল নাম বত্রিশাক্ষর মহামন্ত্রে পূর্ব্বে 'হরে কৃষ্ণ' কিম্বা পূর্ব্বে 'হরে রাম' পুনঃ পুনঃ বলায় ইহার কোনপ্রকার বন্ধন থাকা সম্ভব হয় না। বিশেষতঃ নামে অর্থবাদ কল্পনা এক মহা অপরাধ বলিয়া শাস্ত্র জানাইয়াছেন। এখানে আর একটি বিষয় বিবেচনীয় এই যে,—কলিসন্তরণ উপনিষদে এই ষোড়শ নামাত্মক মন্ত্রকে 'নাম' বলিয়া বলা হইয়াছে। এইটি 'মন্ত্র' কিম্বা দীক্ষাদির অন্তর্গত বলিয়া কোন উল্লেখ নাই। ইহাও একটি সিদ্ধান্তের বিষয় জানিতে হইবে।

প্রায়শঃ কলিকালে ব্রাহ্মণগণ শূদ্রাধমের মত অশুচি-পরায়ণ হইতেছেন। আগম (তন্ত্র) উক্ত বিধির দ্বারা উহাদের শুদ্ধি হইতে পারে ; কিন্তু বৈদিক বিধান দ্বারা শুদ্ধি অসম্ভব হইয়া উঠে। বিষ্ণু যামলে বলিতেছেন,—

'অশুদ্ধা শূদ্রকল্পাহি ব্রাহ্মণঃ কলিসম্ভবাঃ।
তেষামাগমমার্গেণ শুদ্ধি র্ন শ্রৌতবর্ত্মনা॥'

এইজন্য কলিকালে ধর্ম্ম-কর্ম্ম-সাধনের জন্য আগম অর্থাৎ তন্ত্রোক্ত বিধান প্রধান্য রূপে সূচিত হইয়াছে।

'কৃতে শ্রুত্যুক্ত মার্গঃ স্যাৎ ত্রেতায়াং স্মৃতি ভাবিতঃ।
দ্বাপরে তু পুরাণোক্তং কলাবাগমসম্ভবঃ॥'

শ্রীমদ্ভাগবতে—'ইতিদ্বাপর উর্ব্বীশ স্তুবন্তি জগদীশ্বরম্।
নানাতন্ত্রবিধানেন কলাবপি তথা শৃণু॥'

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীধর স্বামিপাদের বচন যথা,—

'নানাতন্ত্রবিধানেনেতি কলৌ তন্ত্রমার্গস্য প্রাধান্যং দর্শয়তি'।

আগমোক্ত (তন্ত্রোক্ত) মার্গে সকলের অধিকার আছে ; কিন্তু (বেদোক্ত) নিগমোক্ত মার্গে শূদ্রের অধিকার নাই। যেমন বেদে শূদ্রাদির অনধিকার

জানিয়া শ্রীবেদব্যাসজী সর্ব্বসাধারণের জন্য পুরাণ সমূহের রচনা করিয়াছেন। ঠিক্ ঐ প্রকার কলিকালে শ্রীমন্ মহাপ্রভুজীউ বেদোক্ত 'হরে রাম' নামে শূদ্রদের অনধিকার দেখিয়া সর্ব্বসাধারণের হিতের জন্য তন্ত্রোক্ত 'হরে কৃষ্ণ' মহামন্ত্রের গ্রহণ করিয়া তাহার প্রচার করিয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গে 'হরে কৃষ্ণ' মহামন্ত্রের দ্বারা নিজ পরম গুপ্তধন প্রেমরত্নকে প্রাণিমাত্রকে প্রদান করিয়া নিজের অন্তরঙ্গ পরিকরে পরিণত করিয়া ধন্যাতিধন্য করিয়াছেন। নিজ পরম অন্তরঙ্গ হ্লাদিনী-শক্তিরূপিণী শ্রীরাধিকার প্রেমের আস্বাদনার্থ শ্রীনন্দনন্দনই শ্রীগোরা-রূপে অবতীর্ণ।*

> 'রাধাকৃষ্ণ-প্রণয়বিকৃতিহ্লাদিনীশক্তিরস্মা-
> দেকাত্মানাবপি ভুবি পুরা দেহভেদং গতৌ তৌ।
> চৈতন্যাখ্যং প্রকটমধুনা তদ্দ্বয়ং চৈক্যমাপ্তং,
> রাধাভাবদ্যুতি-সুবলিতং নৌমি কৃষ্ণস্বরূপম্ ॥'
> 'শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা কীদৃশো বানয়ৈবা-
> স্বাদ্যো যেনাদ্ভুত-মধুরিমা কীদৃশো বা মদীয়ঃ।
> সৌখ্যাঞ্চাস্যা মদনুভবতঃ কীদৃশং বেতি লোভা-
> ত্তদ্ভাবাঢ্যঃ সমজনি শচীগর্ভসিন্ধৌ হরীন্দুঃ ॥'

—শ্রীস্বরূপদামোদর গোস্বামির কড়চা।

---

*গোলোকে শ্রীগোবিন্দ শ্রীরাধা-প্রেম আস্বাদন লালসায় যখন শ্রীরাধার ভাবকান্তি-সুবলিত-স্বরূপে কৃষ্ণ এক অভিনব রূপ ধারণ করেন, তখন তাঁহার নিত্য-পরিকরগণ স্বরূপানুযায়ী গোবিন্দ নামের আদি অক্ষর 'গো' আর রাধা নামের আদি অক্ষর 'রা' = এই দুই আদি অক্ষর সংযোগে 'গোরা' বলিয়া নামকরণে মহানন্দ করেন। শ্রীমদ্ভাঃ ১০ম স্কন্ধ 'ন পারয়েঽহং নিরবদ্য সংযুজাং' শ্লোক ও তাহার ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

নিজে ঐ রাধাভাবের সরস আস্বাদন করিয়াছেন তথা প্রাণিমাত্রের জন্য যৎকিঞ্চিৎ প্রদান করিয়াছেন। অন্য কোন অবতারে এরূপ করুণার কথা পাওয়া যায় না। এই জন্য এই অবতারকে মহাবদান্য প্রেমদাতা 'শ্রীমহাপ্রভু' বলিয়া সকলেই বলেন। কলিযুগের ধর্ম্ম শ্রীশ্রীনামসংকীর্ত্তন। উহা স্বয়ং আচরণ করিয়া জগৎকে শিক্ষা দিয়াছেন। শ্রীনাম-সংকীর্ত্তনকে অগ্রণী করিয়াই তাঁহার আবির্ভাব হইয়াছে। চৈঃ ভাগবত, চৈঃ চরিতামৃত দ্রষ্টব্য।

'কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাঽকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্।
যজ্ঞৈঃ সংকীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ॥'—ভাঃ ১১।৫।৩২।

যাঁহার মুখে সর্ব্বদা 'কৃষ্ণ' এই দুইটী বর্ণ, যাঁহার কান্তি অকৃষ্ণ অর্থাৎ গৌর —সেই অঙ্গ, উপাঙ্গ, অস্ত্র ও পার্ষদ পরিবেষ্টিত মহাপুরুষকে সুবুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ সংকীর্ত্তনপ্রায় যজ্ঞদ্বারা যজন করিয়া থাকেন।

['কৃষ্ণ'—এই দুই বর্ণ সদা যার মুখে। অথবা কৃষ্ণকে তিঁহো বর্ণে নিজ সুখে॥ দেহ কান্ত্যে হয় তিঁহো অকৃষ্ণ বরণ। 'অকৃষ্ণ' বরণে কহে, পীত-বরণ॥]—শ্রীচৈঃ চঃ আঃ ৩।৫৩ ও ৫৬ পয়ার দ্রষ্টব্য।

'আসন্ বর্ণাস্ত্রয়োহ্যস্য গৃহ্নতোঽনুযুগং তনুঃ।
শুক্লোরক্তস্তথাপীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ।'—ভাঃ ১০।৮।১৩ শ্লোক।

শ্রীকৃষ্ণনাম-করণ সময়ে গর্গবাক্য—'তোমার এই বালক শুক্ল, রক্ত ও পীতবর্ণ অন্য তিন যুগে ধারণ করেন। অধুনা দ্বাপরে কৃষ্ণবর্ণ প্রাপ্ত হইয়াছেন।'

'শুক্ল, রক্ত, কৃষ্ণ, পীত—ক্রমে চারিবর্ণ। চারিবর্ণ ধরি' 'কৃষ্ণ' করেন যুগধর্ম্ম॥'
—শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ২০।৩৩০ পয়ার।

অনেক লোক জগতে শ্রীনাম-সংকীর্ত্তনের যাজন করেন; কিন্তু তাঁহারা নাম-সংকীর্ত্তনের পরম পিতা শ্রীমন্ মহাপ্রভুজীউর সহিত অপরিচিত থাকায় সকলেই বস্তুতঃ প্রেমধন হইতে বঞ্চিত থাকেন।

'আজানুলম্বিতভুজৌ কনকাবদাতৌ, সংকীর্ত্তনৈকপিতরৌ কমলায়তাক্ষৌ।
বিশ্বম্ভরৌ দ্বিজবরৌ যুগধর্ম্মপালৌ, বন্দে জগৎ-প্রিয়করৌ করুণাবতারৌ॥'

যাঁহাদের বাহু-যুগল আজানুলম্বিত, অঙ্গ-কান্তি সুবর্ণের ন্যায় উজ্জ্বল ও মনোহর, নয়নযুগল কমল দলের ন্যায় বিস্তৃত, যাঁহারা শ্রীহরিনাম-সঙ্কীর্ত্তনের একমাত্র পিতা অর্থাৎ সৃষ্টিকর্ত্তা বা প্রবর্ত্তক, যাঁহারা বিশ্বসংসারের ভরণ-পোষণকর্ত্তা, যুগধর্মপালনকারী ও সমগ্র জগতের পরম হিতকারী, সেই দ্বিজকুল-চূড়ামণি করুণা-অবতার দুইজনকে অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু ও শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুকে আমি বন্দনা করি।—শ্রীচৈঃ ভাঃ আঃ ১।১ শ্লোক।

নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণ-প্রেমপ্রদায়তে। কৃষ্ণায়, কৃষ্ণচৈতন্যনাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ॥'

—মহাবদান্যায় কৃষ্ণ-প্রেমপ্রদাতা, কৃষ্ণস্বরূপ, কৃষ্ণচৈতন্যনামা, গৌরাঙ্গরূপধারী প্রভুকে নমস্কার। (এই শ্লোকে সংক্ষেপে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর নাম, রূপ, গুণ, লীলাদি বর্ণিত হইয়াছে অর্থাৎ তাঁহার নাম—শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য, রূপ—গৌরবর্ণ, গুণ—মহাবদান্যতা এবং তাঁহার লীলা—শ্রীকৃষ্ণপ্রেম-প্রদান।)—শ্রীচৈঃ চঃ।

সংকীর্ত্তন-প্রবর্ত্তক শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। সংকীর্ত্তন-যজ্ঞে তাঁ'রে ভজে সেই ধন্য॥
সেই ত' সুমেধা আর কুবুদ্ধি সংসার। সর্ব্ব-যজ্ঞ হইতে কৃষ্ণনাম-যজ্ঞ সার॥'

—শ্রীচৈঃ চঃ আঃ ৩।৭৬-৭৭

উছলিল প্রেমবন্যা চৌদিকে বেড়ায়। স্ত্রী-বৃদ্ধ-বালক-যুবা সকলি ডুবায়॥
সজ্জন, দুর্জ্জন, পঙ্গু, জড়, অন্ধগণ। প্রেমবন্যায় ডুবাইল জগতের জন॥
পাত্রাপাত্র বিচার নাহি, নাহি স্থানাস্থান। যেই যাঁহা পায়, তাঁহা করে প্রেম দান॥
লুটিয়া খাইয়া দিয়া ভাণ্ডার উজাড়ে। আশ্চর্য্য ভাণ্ডার প্রেম শতগুণ বাড়ে॥'

—শ্রীচৈঃ চঃ আঃ ৭; ২৩-২৪-২৫-২৬।

শ্রীমন্ মহাপ্রভুজীউ সংকীর্ত্তনের পিতা, সংকীর্ত্তন তাঁহার সন্তান। 'গোযথা বৎসলা' গাভীর যেমন বৎসের প্রতি স্বাভাবিক আকর্ষণ; তেমনই সংকীর্ত্তন-রূপ সন্তানের প্রতি মহাপ্রভুর স্বাভাবিক গতি। 'মদ্ভক্ত যত্র গায়ন্তী তত্র তিষ্ঠামি নারদ।'

—অতএব সকলেরই এই কর্ত্তব্য যে—'হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্রের আদি উপদেশক,

শ্রীনাম-সংকীর্ত্তনের জন্মদাতা, প্রেমাবতার শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুজীউর আশ্রয় লইয়া প্রেমধনে ধনী হইবেন। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-মহাপ্রভুজীউতো প্রাণীমাত্রেরই একমাত্র উপাস্য। তাঁহার উপাসনা ব্যতীরেকে প্রেমধন মিলিতে পারেনা, মিলে না। এ-প্রেমধন তো কোন এক সম্প্রদায়ের বস্তু নহে, এ ধন তো সকলেরই প্রাপ্য।

মহামন্ত্র সম্বন্ধে আগম (তন্ত্র) পুরাণের বচন,—জ্ঞানামৃত সারে।

'শিষ্যস্যোদ্ভ মুখস্বস্ত হরের্নামানি ষোড়শ।
সংশ্রাব্যৈব ততো দদ্যাম্মন্ত্রং ত্রৈলোক্য মঙ্গলম্ ॥'

ব্রহ্মযামলে—

'হরিং বিনা নাস্তি কিঞ্চিৎ পাপনিস্তারকং কলৌ। তস্মাল্লোকোদ্ধারণার্থ হরিনাম প্রকাশয়েৎ ॥ সর্ব্বত্র মুচ্যতে লোকো মহাপাপাৎ কলৌ যুগে। হরেকৃষ্ণ-পদদ্বন্দ্বং কৃষ্ণেতি চ পদদ্বয়ম্। তথা হরে পদদ্বন্দ্বং হরেরাম ইতি দ্বয়ম্। তদন্তে চ মহাদেবি! রামরাম দ্বয়ং বদেৎ! হরে হরে ততো ক্রয়াদ্ধরিনাম সমুদ্ধরেৎ। মহামন্ত্রঞ্চ কৃষ্ণস্য সর্ব্বপাপপ্রণাশকমিতি ॥'

শ্রীরাধাতন্ত্রে বাসুদেব উবাচ—

শৃণু মাতঃ মহামায়ে বিশ্ববীজ-স্বরূপিণী। হরিনাম্নো মহামায়ে ক্রমং পদং সুরেশ্বরি!

শ্রীদেব্যবাচ—

হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ কৃষ্ণকৃষ্ণ হরেহরে। হরেরাম হরেরাম রামরাম হরেহরে ॥

দ্বাত্রিংশদক্ষরাণ্যেব কলৌ নামানি সর্ব্বদম্।
শৃণুচ্ছন্দঃ সুতশ্রেষ্ঠ হরিনাম্নঃ সদৈব হি ॥
ছন্দোহি পরমং গুহ্যং মহৎপদমনব্যয়ম্।
সর্ব্বশক্তিময়ং মন্ত্রং হরিনাম্নঃ তপোধন ॥
হরিনাম্নোঽস্য মন্ত্রস্য বাসুদেব ঋষিঃ স্মৃতঃ।
গায়ত্রী ছন্দ ইত্যুক্তং ত্রিপুরা দেবতা মতা ॥

মহাবিদ্যা সুসিদ্ধ্যর্থ বিনিয়োগঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
এতন্মন্ত্রং সুত শ্রেষ্ঠ! প্রথমে শৃণুয়ান্নরঃ॥
শ্রুত্বা গুরুমুখাৎ পুত্র দক্ষকর্ণো তপোধন।
আদৌ চ্ছন্দস্ততো মন্ত্রং শ্রুত্বা শুদ্ধো ভবেন্নরঃ॥
দ্বাদশাভ্যন্তরে শ্রুত্বা কর্ণশুদ্ধিমবাপ্নুয়াৎ।
কর্ণশুদ্ধিং বিনা পুত্র মহাবিদ্যামুপাস্য চ।
নারী বা পুরুষো বাপি তৎক্ষণান্নারকী ভবেৎ॥

তত্রৈব ত্রিপুরাবাক্যম্—

হরিনাম্না বিনা পুত্র দীক্ষা চ বিফলা ভবেৎ।
গুরুদেবমুখাচ্ছ্রুত্বা হরিনাম পরাক্ষরম্।
ব্রাহ্মণ-ক্ষত্র-বিট্-শূদ্রাঃ শ্রুত্বা নাম পরাক্ষরম্।
দীক্ষাং কুর্য্যুঃ সুতশ্রেষ্ঠ মহাবিদ্যাসু সুন্দর॥

তথাহি ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে রাধাহৃদয়খণ্ডে দ্বৈপায়নং প্রতি লোমহর্ষণবাক্যম্—

যত্ত্বয়া কীর্ত্তিতং নাথ! হরিনামেতি সংজ্ঞিতম্।
মন্ত্রং ব্রহ্মপদং সিদ্ধিকরং তদ্বদ নো বিভো!॥

দ্বৈপায়ন উবাচ—

গ্রহণাদ্ যস্য মন্ত্রস্য দেহী ব্রহ্মময়ো ভবেৎ।
সদ্যঃ পূতঃ সুরাপোঽপি সর্ব্বসিদ্ধিযুতো ভবেৎ॥
তদহং তেঽভিধাস্যামি মহাভাগবতো হ্যসি।
হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ কৃষ্ণকৃষ্ণ হরেহরে।
হরেরাম হরেরাম রামরাম হরেহরে॥
ইত্যষ্টং শতকং নাম্নাং ত্রিকালকল্মষাপহম্।
নাতঃ পরতরোপায়ঃ সর্ব্ববেদেষু বিদ্যতে॥

তত্রৈব বৃষভানুং প্রতি দেব্যা আদেশ :—

গৃহাণ হরিনামানি যথাক্রমমনিন্দিতম্ ।
পুলিনে বিরজা নদ্যা পুণ্যে দেবর্ষি সেবিতে ॥
ক্রতুর্নাম মুনিঃ শ্রীমাংস্তপতে তপতাম্বরঃ ।
তত্র গত্বা মহাবাহো ! হরিন্নামানি সংশৃণু ॥
ইতি মন্ত্রং প্রদায়ৈব তদা স ভগবান্ ক্রতুঃ ।
ইদমাহ বচঃ পথ্যং ভূয়ো হরিমনুস্মরন্ ।
অতঃ পরং মহাবাহো জপ নিত্যং সমাহিতঃ ॥ ইতি ॥

অনন্তসংহিতায়াম্—

"হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ কৃষ্ণকৃষ্ণ হরেহরে ।
হরেরাম হরেরাম রামরাম হরেহরে ॥
ষোড়শৈতানি নামানি দ্বাত্রিংশদ্বর্ণকানিহি ।
কলৌযুগে মহামন্ত্রো সম্মতো জীবতারণে ॥"
'উৎসৃজ্যৈতন্মহামন্ত্রং যে ত্বন্যৎকল্পিতং পদম্ ।
মহানামেতি গায়ন্তি তে শাস্ত্রগুরু লঙ্ঘিনঃ ॥

—•—

মহামন্ত্র সম্বন্ধে বৈদিক প্রমাণ,—

তথাহি কলিসন্তরণ-উপনিষদি । নারদঃ পুনঃ পপ্রচ্ছতন্নাম কিমিতি ? সহোবাচ হিরণ্যগর্ভ :—

'হরেরাম হরেরাম রামরাম হরেহরে ।
হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ কৃষ্ণকৃষ্ণ হরে হরে ॥'—(নির্ণয়সাগর প্রকরণ) ।

ইতি ষোড়শনাম্নাং কলিকল্মষনাশনং নাতঃ পরতরোপায়ঃ সর্ব্ববেদেষু বিদ্যতে ॥

'তথাহি অথর্ব্ববেদে পিপ্পলাদশাখায়াম্—

স্বানন্দাৎ মূলমন্ত্রেণ সর্ব্বং হ্লাদয়তে বিভুঃ।
দ্বে শক্তৌ পরমে তস্য হ্লাদিনী সম্বিদেব চেতি॥

স বা এতং মূলমন্ত্রং জপতি হরিরিতি কৃষ্ণঃ ইতি রাম ইতি চ।

অত্র শ্লোকো ভবতি—

মন্ত্রো গুহ্যঃ পরমো ভক্তিবেদ্যো নামান্যষ্টাবষ্ট চ শোভনানি। 'হরেকৃষ্ণ' মহামন্ত্রের উপদেশক শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গৌরাঙ্গদেব। ইহার কিছু প্রমাণ উল্লেখিত হইতেছে। শ্রীপাদ রূপ গোস্বামিপাদ নিজের 'স্তবমালা' নামক গ্রন্থে বলিতেছেন,—

'হরেকৃষ্ণেত্যুচ্চৈঃ স্ফুরিত রসনো নাম গণনা-
কৃত গ্রন্থিশ্রেণী-সুভগকটি সূত্রোজ্জ্বল করঃ।
বিশালাক্ষো দীর্ঘার্গল-যুগল-খেলাঞ্চিত ভুজঃ॥
স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্যাস্যতি পদম্॥'

শ্রীপাদ প্রবোধানন্দ সরস্বতীজী ও 'শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত' নামক নিজ প্রসিদ্ধ গ্রন্থে এরূপ বলিয়াছেন,—

বধ্নন্ প্রেমভর প্রকম্পিত করো গ্রন্থীন্ কটীডোরকৈঃ
সংখ্যাতুং নিজলোক মঙ্গল-হরেকৃষ্ণেতি নাম্নাং জপন্।
অশ্রুস্নাতমুখঃ স্বমেব হি জগন্নাথং দিদৃক্ষুর্গতো-
যাতৈর্গৌরতনু বিলোচন মুদং তন্বন্ হরিঃ পাতু বঃ॥

ইহার রসিকাস্বাদনী টীকায়—'হরিনাম-মহামন্ত্রঃ সংখ্যয়া জপ্য ইতি শিক্ষয়তো' শ্রীপাদ রঘুনাথ দাস গোস্বামিজী 'স্তবাবলী' নামক গ্রন্থে বলিয়াছেন,—

নিজত্বে গৌড়ীয়ান্ জগতি পরিগৃহ্য প্রভুরিমান্
হরেকৃষ্ণেত্যুচ্চৈ র্গণন বিধিনা কীর্ত্তয়ত ভোঃ।
ইতি প্রায়াং শিক্ষাং জনক ইব তেভ্যঃ পরিদিশন্
শচীসূনুঃ কিং মে নয়ন সরণীং যাস্যতি পুনঃ॥

'শ্রীচৈতন্য-ভাগবত' গ্রন্থে শ্রীচৈতন্যলীলার আদিব্যাস শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর মধ্যখণ্ড ২৩ অধ্যায়ে নাগরিক জনগণের প্রতি শ্রীমন্মহাপ্রভু জীউর উপদেশ বলিয়া নিম্নরূপ বর্ণন করিয়াছেন,—

আপনে সভারে প্রভু করেন উপদেশে। 'কৃষ্ণনাম-মহামন্ত্র শুনহ হরিষে' ॥* "হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ কৃষ্ণকৃষ্ণ হরেহরে। হরেরাম হরেরাম রামরাম হরেহরে ॥" প্রভু বলে 'কহিলাম এই মহামন্ত্র। ইহা জপ গিয়া সবে করিয়া নির্ব্বন্ধ ॥ ইহা হৈতে সর্ব্বসিদ্ধি হইবে সবার। সর্ব্বক্ষণ বল, ইথে বিধি নাহি আর ॥†

'শ্রীচৈতন্যশতকে' শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের বচন,—

'বিষণ্ণচিত্তান্ কলিঘোরভীতান্ সংবীক্ষ গৌরো হরিনামমন্ত্রম্।
স্বয়ং দদৌ ভক্তজনান্ সমাদিশৎ কুরুধ্ব সংকীর্ত্তননৃত্যবাদ্যৈঃ ॥'

'অন্ত ব্রহ্মাণ্ডয়োর্মধ্যে চৈতন্যেন সমাহৃতাম্।
হরেকৃষ্ণ রামনামমালাং ভক্তিপরায়ণাঃ ॥'
'হরের্নাম প্রসাদেন নিস্তরেৎ পাতকীজনঃ।
উপদেষ্টা স্বয়ং কৃষ্ণচৈতন্যো জগদীশ্বরঃ ॥
কৃষ্ণচৈতন্যদেবেন হরিনাম প্রকাশিতম্।
যেন কেনাপি তৎপ্রাপ্তঃ ধন্যোঽসৌ লোক পাবন ॥'

শ্রীচৈতন্যচরিতমহাকাব্যে আনন্দ-বৃন্দাবন-চম্পূকারশ্রীকবিকর্ণপূর গোস্বামিমহোদয় বলিয়াছেন,—

'ততঃ শ্রীগৌরাঙ্গঃ সমবদদতীব প্রমুদিতো।
হরে-কৃষ্ণেত্যুচ্চৈ র্বদ মুহুরিতি শ্রীময়তনুঃ ॥'

---

* পাঠান্তর—'শুনহ হরিষে' স্থানে 'অশেষ বিশেষ' পাঠও পাওয়া যায়।

† এই উপদেশে ষোলনাম বত্রিশ অক্ষর 'হরেকৃষ্ণ' মহামন্ত্র জপ্য ও সংখ্যাত এবং অসংখ্যাত কীর্ত্তনের অভিপ্রায়ও পাওয়া যায়।

শ্রীগোবিন্দদাসের কড়চায়,—

'বাহু পসারিয়া প্রভু ব্রাহ্মণে তুলিলা।
তারপরে ভক্তিভরে গান আরম্ভিলা॥
ব্রাহ্মণের ঘর যেন হৈল বৃন্দাবন।
হরিনাম শুনিবারে আইল গ্রাম্যজন॥
হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ কৃষ্ণকৃষ্ণ হরেহরে।
হরেরাম হরেরাম রামরাম হরেহরে॥'

কতিপয় মহাজনপদ—

'মথিয়া সকলতন্ত্র হরিনাম মহামন্ত্র,
করে ধরি জীবেরে বুঝায়॥'

'হরিনাম মঙ্গল' নামক গ্রন্থে সংগৃহীত মহজ্জনের পদ—

'হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র উপদেশ করাইয়া,
তুমি আমার আমি তোমার বলে।'
'হরি ভজন পহু করিল উদ্ধারে।
অতএব সে মহামন্ত্র যাচিল সভারে॥'
'আচণ্ডাল পতিত জীবের ঘরে ঘরে যাইয়া।
হরিনাম মহামন্ত্র দিচ্ছে বিলাইয়া॥'

শ্রীলোচনদাস ঠাকুর কৃত 'শ্রীচৈতন্য মঙ্গলে,'—

'হরে কৃষ্ণ নাম সেই বলে নিরন্তর।'
'প্রসন্ন শ্রীমুখে হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি।
বিজয় হৈলা গৌরচন্দ্র কুতুহলী॥'
'হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ বলি প্রেম সুখে।
প্রত্যক্ষ হৈলা আসি অদ্বৈত সম্মুখে॥'

———

১৪। শ্রীশ্রীহরিনামার্থ দীপিকা—(শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী পাদকৃত মূলানুবাদ)—

গোবিন্দ মোহিনী রাধা ভানুর নন্দিনী। গোবিন্দ বিরহে অতি হঞা উন্মাদিনী।
কামনা কুঞ্জেতে বসি এক মন করি। গোবিন্দ লাগিয়া সদা বলে হরি হরি ॥
মুখে হরি হৃদে হরি নিকুঞ্জেতে হরি। সর্ব্বস্থান হরিময় দেখেন সুন্দরী ।।
হে সখে গোবিন্দ কোথা করিলে গমন। তোমার বিরহে আর না রহে জীবন ।।
কি দোষ পাইয়া কৃষ্ণ অধিনী রাধায়। এ বিপিনে পরিহরি গেলে শ্যামরায় ॥
হানাথ হানাথ হরি এস দয়া করি। নতুবা এখনি মরে তব সহচরী ॥
এইমত খেদ করি রাধিকা সুন্দরী। গোবিন্দ-লাভের তরে মহা চিন্তা করি ॥
অবশেষে শ্রীরাধিকা করেন নিশ্চয়। কৃষ্ণ প্রাপ্ত্যুপায় হরিনাম জপ হয় ॥
অতএব দৃঢ়রূপে শ্রীরাস রঙ্গিণী। তথা হরিনাম জপে হ'য়ে কাঙ্গালিনী ॥

(মাদনাখ্যমহাভাববতী, অখণ্ড রসবল্লভা, শ্রীরাসরাসেশ্বরী শ্রীমতী প্রেমময়ী)

১৪(ক)। শ্রীশ্রীরাধিকা উবাচ

'হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥'

হরে—হে হরে হে হরে কৃষ্ণ শ্রীনন্দনন্দন। স্বমাধুর্য্য গুণে মন করেছ হরণ ॥
পহিলে রাধার প্রতি কর এ আচার। এহেতু হইল নাথ হরিনাম সার ।।
হৃদয় হরিতে তুমি পটু বিলক্ষণ। এজন্য তোমারে হরি বলি অনুক্ষণ ।।
যেই জন একবার তব নাম করে। তখনি মাধুর্য্যে তার মন-প্রাণ হরে ।।
আর গৃহ-কর্ম্ম-ধর্ম্ম করয়ে হরণ। এই ত গোবিন্দ হরে নামের ধরম ।।
কৃষ্ণ—হে কৃষ্ণ হে কৃষ্ণ রাম যশোদানন্দন। নিত্য পরানন্দময় স্বরূপ মদন ॥
সেই পরানন্দে আর স্বরূপের রূপে। ডুবায়ে রেখেছে সদা প্রেমরসকূপে ।।
বিশেষ রূপেতে মম স্পৃহা বৃদ্ধি করি। নিকুঞ্জে করিলে ক্রীড়া নিকুঞ্জ বিহারী ॥
অখণ্ড আনন্দদাতা তুমি মাত্র জানি। এজন্য শ্রীকৃষ্ণ নাম তোমার বাখানি ॥
বারেক যে জন কৃষ্ণ করে তব নাম। তখনি অন্তরে বৃদ্ধি হয় তার কাম ।।

সেই কাম তব প্রতি হঞা বলবান্। দর্শন-স্পৃহায় তারে করয়ে অজ্ঞান ॥
অজ্ঞান হইয়া সেই অত্যদ্ভুত মনে। তোমারে সুখদ ভাবে করে আলিঙ্গনে ॥
পরম সুখে অন্য সুখ করে তুচ্ছ সম। এই ত শ্রীকৃষ্ণ তব নামের ধরম ॥
হরে—হে হরে হে হরে কৃষ্ণ গোপিকার প্রাণ। তোমার বিরহে হৈল অস্থির জীবন ॥
ধৈর্য্য লজ্জা গুরুভয় নারীর ধরম। অবহেলে তুমি মোর করেছ হরণ ॥
এহেতু গোবিন্দ তব জানি হরে নাম। সত্য কিনা কহ আসি গোপিকার প্রাণ ॥
যেই জন দৃঢ় রূপে করে তব নাম। সেই জনের ধৈর্য্য লজ্জা হরয়ে হে রাম ॥
আপন ভজনে সদা কর অনুরাগী। সত্য কিনা দেখ দেখি কহিল অভাগী ॥
এই ত' কহিনু হরে নামের যে গুণ। কিন্তু এবে মম ভাগ্যে হয়েছে বিগুণ ॥
কৃষ্ণ—হে কৃষ্ণ হে কৃষ্ণ হরে মানস রঞ্জন। তব অদর্শনে আমি কান্দি অনুক্ষণ ॥
গৃহ হৈতে তুমি মোরে করি আকর্ষণ। বৃন্দাবন কুঞ্জ মাঝে কৈলা আনয়ন ॥
এবে অনায়াসে ত্যাগ করিয়ে আমায়। কোথা রহি বিলসিছ ওহে শ্যামরায় ॥
আকর্ষণ মহামন্ত্রে গৃহ ছাড়া কর। একারণ নাথ তুমি কৃষ্ণ নাম ধর ॥
যেই জন কৃষ্ণ নাম বলয়ে বদনে। সেই জন গৃহবাস দেয় বিসর্জ্জনে ॥
তোমার চরণ পদ্ম করিলে আশ্রয়। কৃষ্ণ নাম গুণনাথ এতাদৃশ হয় ॥
কৃষ্ণ—হে কৃষ্ণ হে কৃষ্ণ নাথ মদন মোহন। বৃন্দাবন-লতাকুঞ্জে করি আনয়ন ॥
[illegible]ন্ স্থানে রহি তুমি করিছ বিরাজ। কেন বা এমন কর রাস-রসরাজ ॥
[illegible]ব নামে প্রাণ আদি সর্ব্ব আকর্ষয়। তাহাতেই কৃষ্ণ নাম তোমার নিশ্চয় ॥
এ কি হে করম কৃষ্ণ একি হে করম। অবলা আকর্ষণ করা নামের ধরম ॥
[illegible]তামার বিরহে হরি যাইছে জীবন। কৃপা করি এ দাসীকে দাও দরশন ॥
বংশীনাদে এ দাসীরে কবল করিয়া। কি সুখ হইল তব নিকুঞ্জে আনিয়া ॥
যে তোমার নাম করে করি যড় আশ। তারে বনচারী কর ছাড়ায়ে আবাস ॥
আপনা হইতে তার পাইনু প্রমাণ। যাহা হউক বেশীক্ষণ না রহিবে প্রাণ ॥
কৃষ্ণ—হে কৃষ্ণ হে কৃষ্ণ কৃষ্ণ আভীরী-জীবন। মম চক্র-বাকেদ্বয় করি আকর্ষণ ॥
মত্তভাবে [illegible] বার করি সম্বাহন। দশ-নখচন্দ্র-অঙ্ক করিলে স্থাপন ॥

সেই সুখ-অঙ্ক এবে করি দরশন। মনপ্রাণ হইতেছে বড় উচাটন॥
তাহাতে বিরহ-অগ্নি হঞা তীব্রতর। দগ্ধ করিতেছে কৃষ্ণ এই কলেবর॥
অসহ্য যন্ত্রণা আর সহ্য নাহি হয়। কি করি উপায় নাথ কি করি উপায়॥
যেই জন কৃষ্ণ নাম সতত করয়। সেজন বিরহ-ব্যথা কেমনে সহয়॥
তোমার বিরহ যার হইল উদয়। আসন্ন সময় তার হইল নিশ্চয়॥
হরে—হে হরে হে হরে হরে পরাণ-রঞ্জন। পঞ্চ পুষ্পশরে মোরে করেছ বিদ্ধন॥
শরে বেধা মৃগী করি অরণ্য ফেলায়ে। কৃষ্ণ-ব্যাধ কোথা তুমি রয়েছ লুকায়ে॥
ব্যাধ ত' হরিণী বিঁধি সঙ্গে লয়ে যায়। তব নিষাদের কেন বিপরীত তায়॥
এথায় মরিলে দেহ শৃগালে খাইবে। তখন আসিয়া ব্যাধ কি আর হইবে।
আমি প্রাণে মরি হরি তাহে দুখ নাই। উত্তম হরণ কিন্তু দেখালে কানাই॥
যেই জন তব নাম করে অনুক্ষণ। সে কেমনে রহে শরে হইয়া বিদ্ধন॥
ধন্য ধন্য সেই জন যে তোমার নাম। মম দশাপন্ন হঞা করে অবিশ্রাম॥
হরে—হে হরে হে হরে কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্র নন্দন। মম উত্তরীয় বস্ত্র করেছ হরণ॥
চক্রবাক আচ্ছাদিত কঞ্চুলিকা যেহ। সিংহ সম বল ধরি হরিয়াছ সেহ॥
বক্ষদেশ আবরিতে কিছু নাহি আর। এবে কর দিয়া বক্ষে কাঁদি অনিবার॥
হে হরে এমন হরে বল কোন্ জন। তথাপি প্রসন্ন নহে নিরদয় মন॥
এমন হরণ বঁধু শিখিলে কোথায়। বারেক আসিয়া কৃষ্ণ বল ত আমায়॥
এহেন নামের গুণ দেখি নাই আর। বিশেষে রাধায় আজি করে ছারখার॥
হরে—হে হরে হে হরে কৃষ্ণ যশোদা কুমার। দর্পে অন্তরীয় বস্ত্র হরেছ আমার॥
অন্তরীয় বস্ত্র হরি বিবিধ প্রকারে। বিলাস করিয়া সুখী করেছ আমারে॥
তাহাতে সকল ব্যাধি দূরে গিয়াছিল। পুনর্ব্বার কিসে নাথ এমন ঘটিল।
এই হেতু হরে নাম নিশ্চয় তোমার। সত্য সত্য এই কথা জেনো রাধিকার॥
রাম—হে রাম হে রাম কৃষ্ণ গোবিন্দ সুন্দর। স্বচ্ছন্দে বিলাস মোরে করিলে নাগর॥
বৃন্দাবন-কুঞ্জ মাঝে লইয়া আমায়। বহুবিধ ক্রীড়া করিয়াছ শ্যামরায়॥

রাসরঙ্গ কালে মম বাড়াইতে মান। সবা মধ্যে মোরে লঞা হৈলা অন্তর্ধান ॥
ওহে প্রিয় সেই কালে পুষ্প বন মাঝ। অদ্ভুত রমিলে মোরে তুমি রসরাজ ॥
কিন্তু তার পরে মোরে দিলে যেই দুঃখ। অদ্যাপি মনেতে হৈলে ফেটে যায় বুক ॥
তোমার ধৃষ্টতা কৃষ্ণ বার বার জানি। তথাপি মাধুর্য্য গুণে কিছুই না মানি ॥
যাহা হউক কতকাল আশ্রয়ি কানন। তব নাম জপি রাধা করিবে রোদন ॥
হে নাথ রমণ কৃষ্ণ অচিরাতে আসি। পূর্ব্বমত কথা কহ মৃদু মৃদু হাসি ॥
বিধিমতে কৃষ্ণ তুমি ধ্বংস কর কাম। একারণ বলি নাথ তব রাম নাম ॥
হরে—হে হরে হে হরে কৃষ্ণ জীবন রঞ্জন। ভুজ যুগ দ্বারা মোরে করি আলিঙ্গন ॥
মুহুর্মুহুঃ ভাল গণ্ড করিয়া চুম্বন। এককালে হরিয়াছ মানস রতন ॥
বংশীভুক্ত অবশেষ শ্রীঅধরামৃত। তাও দানে করিয়াছ অতি আপ্যায়িত ॥
বহুমতে হরিলে হে মানস রাধার। অতএব জানি হরে নামের প্রচার ॥
যেইজন ভক্তিভরে কৃষ্ণ নাম গান। সেই অত্যদ্ভুতামৃত সদা করে পান ॥
আর তার মন প্রাণ সকলি যে হরে। এপ্রাদেশগুণ কৃষ্ণ তব নাম ধরে ॥
রাম—হে রাম হে রাম কৃষ্ণ শ্রীমধুসূদন। সর্ব্ব পুরুষের শ্রেষ্ঠ পুরুষ-ভূষণ ॥
নিরন্তর মম চিত্তে করিছ রমণ। তবে কেন নাথ নাহি পাই দরশন ॥
কলযুক্ত বেণুনাদ প্রবেশি শ্রবণে। কুহরে করিছে ক্রীড়া আনন্দিত মনে ॥
ওহে শ্রেষ্ঠ নানামতে রমিলে আমায়। একারণ কৃষ্ণ তব রাম নাম হয় ॥
এবে নিরদয় হঞা রয়েছ কোথায়। ঝটিতি আসিয়া দেখা দাও হে আমায় ॥
কি পুরুষ কিবা নারী যে তোমারে ভজে। সবাই পাইয়া সুখ তব প্রেমে মজে ॥
এমন মজানে আর দুটি হেরি নাই। সত্য কিনা কহ আসি প্রাণের কানাই ॥
রাম—হে রাম হে রাম হরে পরাণ-পুতলী। দেখে শুনে মনে হয় একেবারে ভুলি ॥
কিন্তু রমণীয়-চূড়ামণি তব রূপ। দেহায়ে রেখেছ যথা প্রেমরস কূপ ॥
দেহীর দেহেতে কৃষ্ণ দুই মন রয়। সু,কু বলি দুয়ের অভিধান হয় ॥
কু-চেষ্টা করয়ে বঁধু ভুলাতে তোমায়। সু-স্বজোর করি বড় নিবারয়ে তায় ॥
তব রমণীয় গুণে রাজার নন্দিনী। কুঞ্জে বসি কাঁদিতেছে হঞা কাঙ্গালিনী ॥

নয়নের অভিরাম তুমি হে কানাই। তোমা বিনা রাধিকার অন্য গতি নাই॥
হে দেব হে দয়িত হে ভুবনের বন্ধু। হে কৃষ্ণ হে চপল হে করুণার সিন্ধু॥
হে পালক হে রমণ নয়নাভিরাম। কি দোষে আমার প্রতি হৈলে হে বাম॥
হায় হায় কোন্ কালে চরণ তোমর। নয়ন গোচর হবে অভাগী রাধার॥
রাম—হে রাম হে রাম কৃষ্ণ গোপিকাবল্লভ। তুমি যে হয়েছ নাথ জগত-দুর্ল্লভ॥
কেবল রমণরূপ তুমি নাথ হও। রমণের কর্ত্তা শুদ্ধ তাহাও ত' নও॥
রমণের প্রয়োজন-কর্ত্তা মাত্র জানি। ভাব বর্ণস্বর-মূর্ত্তে হরেছ পরাণি॥
পঁহিলে তোমার ভাবে হইনু ভাবিনী। দ্বিতীয়ে হেরিয়া বর্ণ হইনু উন্মাদিনী॥
তৃতীয়ে মূর্ত্তিতে বঁধু কাম করিলাম। চতুর্থে তোমার করে প্রাণ সঁপিলাম॥
পঞ্চমেতে একেবারে হৈনু অচেতন। তাহাতেই মম এই হৈছে বিড়ম্বন॥
১মাধবী ২মল্লিকা আর ৩অশোক ৪বকুল। ৫আম্রের মুকুল সহ এই পঞ্চ ফুল॥
ইহাদের আকর্ষণ গুণ অনুসারে। বিলাস করিলে কৃষ্ণ তুমি যে আমারে॥
আর মাদনাদি হয় যাহার কারণ। তাহাও ত দেখাএছ বৃন্দাবন ধন॥
এহেতু হৈল রাম-নামের প্রচার। সত্য কিনা আসি হরি বল একবার॥
যেই জন প্রেমভাবে তোমারে ভজয়। মম সম পঞ্চাবস্থা তাহার ঘটয়॥
হরে—হে হরে হে হরে রাম শ্রীরাখালরাজ। মোরে হরি আনিয়াছ বৃন্দাবন মাঝ॥
অমূল্য চেতনা-মৃগী করিয়া হরণ। এত কি আনন্দ হৈল নয়ন রঞ্জন॥
প্রথমে আনন্দ যত করি মোরে দান। স্বাধীন-ভর্ত্তৃকাভাবে বাড়াইলে মান॥
জ্ঞানাদি হরণে তব আনন্দাতিশয়। এজন্য তোমার 'হরে' অভিধা নিশ্চয়॥
সেইজন ভব মাঝে হরে নাম করে। তাহার সে নাম বলে জ্ঞানগম্য হরে॥
এহেন নামের গুণ নাহি হেরি আর। বিশেষে রাধায় আজি কৈল ছারখার॥
হরে—হে হরে হে হরে কৃষ্ণ শ্রীরাস-বিহারী। শ্রীগোবিন্দ গোপীনাথ নারী-মনোহারী॥
সিংহ সম বলে মোরে হরিয়া আনিয়া। মহা প্রাবল্যেতে ক্রীড়া প্রকট করিয়া॥
শেষে লতা কুঞ্জ মাঝে করিয়া বর্জ্জন। অবহেলে রহিলে হে হইয়া গোপন॥

হাতে জানিয়ে তুয়া হরে নাম সার। ওহে কৃষ্ণ প্রাণে কষ্ট সহে নাক আর ॥
তোমার বিরহ-ক্ষণ কল্প-কোটী হয়। অতএব বিরহ রাই সহিতে নারয় ॥
প্রেমের বিচ্ছেদ হেতু যেই ব্যাধি হয়। অরসিক শঠ কৃষ্ণ তাহা না জানয় ॥

কি আশ্চর্য হায় হায় প্রেম যথা তথা যায়
পাত্রাপাত্র না করে বিচার।
তাই সে অশেষ জ্বালা পাইতেছে রাজবালা
বিজন বিপিন করি সার ॥

ইতি শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠকুর বিরচিত মূলানুগতা
শ্রীহরিনামার্থ দীপিকা সমাপ্তা।

———

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীহরিনাম-মহামন্ত্রার্থ :—

দিব্যোন্মাদবতী শ্রীমতীরাধিকা উবাচ,—

হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ কৃষ্ণকৃষ্ণ হরেহরে।
হরেরাম হরেরাম রামরাম হরেহরে ॥

হে হরে! মাধুর্য্যগুণে, হরিলে যে নেত্র মনে,
মোহন মুরতি দরশাই।
হে কৃষ্ণ! আনন্দধাম, মহা আকর্ষণ-ঠাম,
তুয়া বিনে দেখিতে না পাই ॥
হে হরে! ধৈরজ হরি, গুরু-ভয় আদি করি,
কুলের ধরম কৈলা চুর।
হে কৃষ্ণ! বংশীর স্বরে, আকর্ষিয়া আনি বলে,
দেহ-গেহ-স্মৃতি কৈলা দূর ॥

হে কৃষ্ণ! কর্ষিতা আমি, কঞ্চুলি কর্ষহ তুমি,
তা দেখি চমক মোহে লাগে।
হে কৃষ্ণ! বিবিধ ছলে, উরজ কর্ষহ বলে,
থির নহ অতি অনুরাগে॥
হে হরে! আমারে হরি, লৈয়া পুষ্প তল্পোপরি,
বিলাসের লালসে কাকুতি।
হে হরে! গোপত বস্ত্র, হরিয়া সে ক্ষণমাত্র,
ব্যক্ত কর মনের আকুতি॥
হে হরে! বসন হর, তাহাতে যেমন কর,
অন্তরের হর যত বাধা।
হে রাম! রমণ অঙ্গ, নানা বৈদগধি রঙ্গ,
প্রকাশি পুরহ নিজ সাধা॥
হে হরে! হরিতে বলী, নাহি হেন কুতুহলী,
সবার সে বাম্য না রাখিলা।
হে রাম! রমণ-ব্রত, তাহাতে প্রকটিয়া কত,
কিনা রস-আবেশে ভাসাইলা॥
হে রাম! রমণ প্রেষ্ঠ, মন-রমণীয় শ্রেষ্ঠ,
তুয়া সুখে আপনা না জানি।
হে রাম! রমণ ভাগে, ভাবিতে মরমে জাগে,
সে রস-মুরতি তনুখানি॥
হে হরে! হরণ তোর, তাহার নাহিক ওর,
চেতনা হরিয়া কর ভোর।
হে হরে! আমার বক্ষ, হর সিংহ-প্রায় দক্ষ,
তোমা বিনে কেহ নাহি মোর॥

তুমি সে আমার প্রাণ, তোমা বিনে নাহি আন,
ক্ষণেকে কলপ-শত যায়।
সে তুমি অনত গিয়া, রহ উদাসীন হৈয়া,
কহ দেখি কি করি উপায় ॥
ওহে নবঘনশ্যাম, কেবল রসের ধাম,
কৈছে রহ—করি মন ঝুরে।
চৈতন্য বোলয়ে—যায়, হেন অনুরাগ পায়,
তবে বন্ধু মিলয়ে অদূরে ॥

ইতি শ্রীসাধনভক্তি-চন্দ্রিকায়াং মন্ত্রার্থদীপিকানাম তৃতীয়ঃ প্রকাশঃ।

—•—

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবকবি **সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর** বিরচিত
[শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-শিক্ষাষ্টকের পদাবলী]
(পদ-ঝাঁকিলোফা)

পীতবরণ কলি পাবন গোরা। গাওয়ই ঐছন ভাব বিভোরা ॥
চিত্তদর্পণ পরিমার্জ্জনকারী। কৃষ্ণ-কীর্ত্তন জয় চিত্তবিহারী ॥
হেলাভবদাব নির্ব্বাপন বৃত্তি। কৃষ্ণ-কীর্ত্তন জয় ক্লেশ-নিবৃত্তি ॥
শ্রেয়কুমুদবিধু জ্যোৎস্নাপ্রকাশ। কৃষ্ণ-কীর্ত্তন জয় ভক্তিবিলাস ॥
বিশুদ্ধ বিদ্যাবধূ জীবন রূপ। কৃষ্ণ-কীর্ত্তন জয় সিদ্ধ-স্বরূপ ॥
আনন্দ পয়োনিধি বর্দ্ধন-কীর্ত্তি। কৃষ্ণ-কীর্ত্তন জয় প্লাবন-মূর্ত্তি ॥
পদে পদে পীযুষ স্বাদ প্রদাতা। কৃষ্ণ-কীর্ত্তন জয় প্রেমবিধাতা ॥
ভক্তিবিনোদ স্বাত্মস্নপন বিধান। কৃষ্ণ-কীর্ত্তন জয় প্রেম-নিদান ॥১॥

(লোফা)

তুহুঁ দয়াসাগর তারয়িতে প্রাণী। নাম অনেক তুয়া শিখায়লি আনি॥
সকল শকতি দেই নামে তোহারা। গ্রহণে রাখলি নাহি কাল বিচারা॥
শ্রীনামচিন্তামণি তোহারি সমানা। বিশ্বে বিলায়লি করুণা নিদানা॥
তুয়া দয়া ঐছন পরম উদারা। অতিশয় মন্দ নাথ ভাগ হামারা॥
নাহি জনমল নামে অনুরাগ মোর। ভকতিবিনোদ চিত্ত দুঃখে বিভোর॥২॥

(একতালা)

শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তনে যদি মানস তোহার। পরম যতনে তঁহি লভ অধিকার॥
তৃণাধিক হীন দীন অকিঞ্চন ছার। আপনে মানবি সদা ছাড়ি অহংকার॥
বৃক্ষসম ক্ষমাগুণ করবি সাধন। প্রতিহিংসা ত্যজি অন্যে করবি পালন॥
জীবন নির্ব্বাহে আনে উদ্বেগ না দিবে। পর-উপকারে নিজ সুখ পাশরিবে॥
হইলেও সর্বগুণে গুণী মহাশয়। প্রতিষ্ঠাশা ছাড়ি কর অমানী হৃদয়॥
কৃষ্ণ অধিষ্ঠান সর্বজীবে জানি সদা। করবি সম্মান সবে আদরে সর্বদা॥
দৈন্য, দয়া, অন্যে মান প্রতিষ্ঠা বর্জ্জন। চারিগুণে গুণী হই করহ কীর্ত্তন॥
ভকতিবিনোদ কাঁদি বলে প্রভু পায়। হেন অধিকার কবে দিবে হে
আমায়॥৩॥

(ঝাঁকি লোফা)

প্রভু তব পদযুগে মোর নিবেদন। নাহি মাগি দেহসুখ বিদ্যা-ধন-জন॥
নাহি মাগি স্বর্গ আর মোক্ষ নাহি মাগি। না করি প্রার্থনা কোন বিভূতির লাগি॥
নিজ কর্ম্ম গুণ-দোষে যে যে জন্ম পাই। জন্মে জন্মে যেন তব নাম-গুণ গাই॥
এই মাত্র আশা মম তোমার চরণে। অহৈতুকী ভক্তি হৃদে জাগে অনুক্ষণে॥
বিষয়ে যে প্রীতি এবে আছয়ে আমার। সেই মত প্রীতি হউক চরণে তোমার॥
বিপদে সম্পদে তাহা থাকু সমভাবে। দিনে দিনে বৃদ্ধি হোউ নামের প্রভাবে॥
পশু-পক্ষী হ'য়ে থাকি স্বর্গে বা নিরয়ে। তব ভক্তি রহু ভক্তিবিনোদ হৃদয়ে॥৪॥

(লোফা ও ছোট দশকুশী)

অনাদি করম ফলে, পড়ি ভবার্ণব জলে,
তরিবারে না দেখি উপায়।
এ বিষয় হলাহলে, দিবানিশি হিয়া জলে,
মন কভু সুখ নাহি পায়॥
আশাপাশ শত শত, ক্লেশ দেয় অবিরত,
প্রবৃত্তি উর্ম্মির তাহে খেলা।
কাম-ক্রোধ আদি ছয়, বাটপাড়ে দেয় ভয়,
অবসান হৈল আসি বেলা॥
জ্ঞান-কর্ম ঠগ দুই, মোরে প্রতারিয়া লই,
অবশেষে ফেলে সিন্ধু জলে।
এহেন সময়ে বন্ধু, তুমি কৃষ্ণ কৃপা সিন্ধু,
কৃপা করি তোল মোরে বলে॥
পতিত কিঙ্করে ধরি, পাদ পদ্ম ধূলি করি,
দেহ ভক্তি বিনোদে আশ্রয়।
আমি তব নিত্যদাস, ভুলিয়া মায়ার পাশ,
বদ্ধ হয়ে আছি দয়াময়॥
অপরাধ ফলে মম, চিত্ত ভেল বজ্র সম,
তুয়া নামে না লভে বিকার।
হতাশ হইয়ে হরি, তব নাম উচ্চ করি,
বড় দুঃখে ডাকি বার বার॥৫॥

দীন দয়াময় করুণা নিদান। ভাব বিন্দু দেই রাখহ পরাণ॥ কব তুয়া নাম উচ্চারণে মোর। নয়নে ঝরব দর দর লোর॥ গদগদ স্বর কণ্ঠে উপজব। মুখে বোল আধ আধ বাহিরাব॥ পুলকে ভরব শরীর হামার। স্বেদ-কম্প-স্তম্ভ হ'বে বার বার॥ বিবর্ণ শরীরে হারায়ব জ্ঞান। নাম সমাশ্রয়ে ধরবু পরাণ॥ মিলব হামার কিয়ে ঐছ দিন। রোওয়ে ভক্তিবিনোদ মতি হীন॥

(ঝাঁকি লোফা)

গাহিতে গাহিতে নাম কি দশা হইল। কৃষ্ণ নিত্যদাস মুই হৃদয়ে স্ফুরি
জানিলাম মায়াপাশে এ জড় জগতে। গোবিন্দ বিরহে দুঃখ পাই নানা ম
আর যে সংসার মোর নাহি লাগে ভাল। কাঁহা যাই কৃষ্ণ হেরি এ চিন্তা বিশ
কাঁদিতে কাঁদিতে মোর আঁখি বরিষয়। বর্ষাধারা হেন চক্ষে হইল উ
নিমেষ হইল মোর শতযুগ সম। গোবিন্দ বিরহ আর সহিতে অক্ষম॥

(দশকুশী)

শূন্য ধরাতল, চৌদিকে দেখিয়া,
পরাণ উদাশ হয়।
কি করি কি করি, স্থির নাহি হয়,
জীবন নাহিক রয়॥
ব্রজবাসীগণ, মোর প্রাণ রাখ,
দেখাও শ্রীরাধানাথে।
ভকতিবিনোদে, মিনতি মানিয়া,
লওহে তাঁহার সাথে॥

অধিকার ভেদে—

(একতালা)

শ্রীকৃষ্ণ বিরহ আর সহিতে না পারি।
পরাণ ছাড়িতে আর দিন দুই চারি॥
গাইতে গোবিন্দ নাম, উপজিল ভাবগ্রাম,
দেখিলাম যমুনার কূলে।
বৃষভানু সুতা সঙ্গে, শ্যাম নটবর রঙ্গে,
বাঁশরী বাজায় নীপমূলে॥

দেখিয়া যুগল ধন, অস্থির হইল মন,

জ্ঞান হারা হইনু তখন।

কতক্ষণ নাহি জানি, জ্ঞান লাভ হৈল মানি,

আর নাহি ভেল দরশন ॥

(ঝাঁকি লোফা)

সখী গো কেমতে ধরিব পরাণ।

নিমেষ হইল যুগের সমান ॥

শ্রাবণের ধারা, আঁখি বরিষয়,

শূন্যভেল ধরাতল।

গোবিন্দ বিরহে, প্রাণ নাহি রহে,

কেমনে বাঁচিব বল ॥

ভকতি বিনোদ, অস্থির হইয়া,

পুনঃ নামাশ্রয় করি।

ডাকে রাধানাথ, দিয়া দরশন,

প্রাণ রাখ নহে মরি ॥

(দশকুশী)

বন্ধুগণ! শুনহ বচন মোর ॥

ভাবেতে বিভোর, থাকিয়ে যখন,

দেখা দিয়া চিত্ত চোর ॥

বিচক্ষণ করি, দেখিতে চাহিলে,

হয় আঁখি অগোচর।

পুনঃ নাহি দেখি, কাঁদয়ে পরাণ,

দুঃখের না থাকে ওর ॥

জগতের বন্ধু সেই কভু মোরে লয় সাথ।
যথা তথা রাখু মোরে আমার সে প্রাণনাথ॥
দর্শন আনন্দ দানে, সুখ দেয় মোর প্রাণে,
বলে মোরে প্রণয় বচন।
পুনঃ অদর্শন দিয়া, দগ্ধ করে মোর হিয়া,
প্রাণে মারে প্রাণধন॥

(লোকা)

যাহে তার সুখ হয় সেই সুখ মম।
নিজ সুখে দুঃখে মোর সর্বদাই সম॥
ভকতি বিনোদ, সংযোগে বিয়োগে,
তাহে জানে প্রাণেশ্বর।
তার সুখে সুখী, সেই প্রাণনাথ,
সে কভু না হয় পর॥

অধিকার ভেদে—

যোগপীঠোপরিস্থিত, অষ্ট সখী সুবেষ্টিত,
বৃন্দারণ্যে কদম্ব কাননে।
রাধা সহ বংশীধারী, বিশ্বজন চিত্ত হারী,
প্রাণ মোর তাঁহার চরণে॥
সখী আজ্ঞামত করি দোঁহের সেবন।
পাল্য দাসী সদা ভাবি দোঁহার চরণ॥
কভু কৃপা করি, মম হস্ত ধরি,
মধুর বচন বলে।
তাম্বুল লইয়া, খায় দুই জনে,
মালা লয় কুতুহলে॥

অদর্শন হয় কখন কি ছলে।
না দেখিয়া দোঁহে হিয়া মোর জ্বলে ॥
যেখানে সেখানে, থাকুক দুজনে,
আমি ত চরণ দাসী।
মিলনে আনন্দ, বিরহে যাতনা,
সকল সমান বাসী ॥
রাধাকৃষ্ণ প্রাণ মোর জীবনে মরণে।
মোরে রাখি মারি সুখে থাকুক দুজনে ॥
ভকতি বিনোদ, আন নাহি জানে,
পড়ি নিজ সখী পায়।
রাধিকার গণে, থাকিয়া সতত,
যুগল চরণ চায় ॥

বিদ্বদ্বরেণ্য, রসিক ধন্য, কৃপাপাত্র শ্রীচৈতন্য—শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ রচিত কীর্ত্তন বলিয়া প্রবাদিত,—

'এমন সুধা মাখা হরিনাম, নিমাই কোথা হোতে ঐ এনেছে।
ঐনাম একবার শুনে, আমার হৃদয় বীণে আপনি বেজে উঠেছে ॥
আরো তো কতদিন শুনেছি ঐ নাম,
কখনও এমন করেনি পরাণ।
কি যেন এক নব ভাবোদয় আমার হৃদয় মাঝারে হোতেছে।
ভেঙ্গে গেছে বিষ নয়নের ঘোর,
গলে গেছে পাষাণ হৃদয় মোর।
কি যেন এক উজ্জল জগতে,
নিমাই আমারে ল'য়ে চলেছে ॥

কে যেন কহিছে মোর কানে কানে,

তোর পারের উপায় বুঝি হোল এতদিনে

ঐ দেখ প্রেমের পসরা ল'য়ে নিজ মাথে,

প্রেমের ঠাকুর ঐ এসেছে।

আজ হ'তে নিমাই তোমার সঙ্গে রব,

জ্ঞানের গরিমা কভু না করিব।

সব ছেড়ে দিয়ে কেবল হরি হরি বোলে,

নাচিতে বাসনা হ'তেছে॥'

শ্রীশ্রীরাধামদনগোপালৌ বিজয়েতাম্

শ্রীবৃন্দাবনস্থ কুম্ভযোগে লিখিত ব্যবস্থা পত্রিকায়াঃ প্রতিলিপিরেষা

যদ্যপি বিষয়মিমমধিকৃত্য প্রাগেব শ্রীবৃন্দাবনাদিধামস্থৈঃ সদ্বৈষ্ণবৈ র্মহামন্ত্র কীর্ত্তনীয়ত্বেন নির্ণীতা তথৈব ব্যবস্থা পত্রী লিখিতা, তথাপ্যস্মিন্ ১৮৫৯ শকাব্দে বৃন্দাবনস্থকুম্ভযোগে বিরুদ্ধমতাবলম্বিভিঃ কৈশ্চিৎ সঙ্কীর্ত্তনে প্রতিবাদ সমুপস্থাপিতঃ, অতঃ পুনরস্মাভিরত্র ব্যবস্থা পত্রীয়ং বিলিখিতা।

হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরেরাম হরেরাম রাম রাম হরে হরে॥

শ্রীহরেকৃষ্ণেত্যাদিনামাত্মকমহামন্ত্রোঽয়ং বহুলাগ্রহৈঃ সংখ্যাতো জপে বহুভির্মিলিত্বা বাদ্যযন্ত্রাদিভিরসংখ্যাতঃ কীর্ত্তনীয়শ্চ। মন্ত্রত্বেনাস্যজপ্যত্বং তথা নামত্বেনাস্য কীর্ত্তনীয়ত্বঞ্চেত্যস্মিন্ সর্ব্বসম্প্রদায়ান্তর্ব্বর্ত্তিনাং সদ্বৈষ্ণবানাং নকিঞ্চিন্মাত্রং বৈমত্যমস্তি। কিঞ্চ বীজাদিসম্বলিতমন্ত্রাণাং তাদৃশবাদ্যযন্ত্রাদিনোচ্চৈঃ কীর্ত্তনং শাস্ত্রনিষিদ্ধং। দ্বাত্রিংশদক্ষরাত্মকহরেকৃষ্ণেত্যাদি মন্ত্রস্য তু তদসম্পুটিতং মন্ত্রত্বং ভাক্তং॥ মহামন্ত্রোঽয়ং উচ্চৈঃ কীর্ত্তনীয়ঃ (কীর্ত্তিতঃস্যাৎবা) ইত

বৈষ্ণবশাস্ত্রানুমতিশ্চিরন্তনসদ্বৈষ্ণবাচারপ্রসিদ্ধিশ্চাস্তি। শ্রীমহামন্ত্রোঽয়ং শ্রীবৃন্দাবনাদি সর্ব্বত্র ধামসু সর্ব্বত্র দেশেষুচ যথা জপ্যতে তথা বহুজনৈ র্যন্ত্রতালমানাদিভির-সংখ্যাতঃ কীর্ত্ত্যতেচ। দৃশ্যতে চ প্রত্যহং চিরন্তনী তীর্থে গয়ায়াং শ্রীবিষ্ণু-পাদপদ্মারত্রিক মঙ্গলকর্ম্মণঃ পশ্চাৎ সর্ব্বতঃ সমবেতদর্শকপূজকভক্তবৃন্দৈঃ উচ্চৈঃ হস্ততালবাদনং কীর্ত্ত্যতে হরেকৃষ্ণেতিমহামন্ত্রোঽয়ং। ইত্যতোঽস্মিন্ বিষয়ে সর্ব্বসদ্বৈষ্ণবানাং বিপ্রতিপত্তি বিরহিতা সম্মতিরস্তীতি।

ইহার তাৎপর্য্যার্থ—

এই শ্রীহরেকৃষ্ণ ইত্যাদি নামাত্মক মহামন্ত্র বিশেষ আগ্রহের সহিত সংখ্যা-পূর্ব্বক জপ্য এবং বহুজন মিলিত হইয়া বাদ্য যন্ত্রাদির সহিত অসংখ্যাতভাবে সঙ্কীর্ত্তনীয়। এই বিষয়ে সর্ব্বসম্প্রদায়ী সদ্বৈষ্ণবগণ মধ্যে কিছুমাত্র মতভেদ নাই। ইহার নামত্ব ও মহামন্ত্রত্ব প্রসিদ্ধ সুতরাং জপ্য এবং কীর্ত্তনীয়। বিশেষতঃ হরেকৃষ্ণ ইত্যাদি বত্রিশ অক্ষরাত্মক শ্রীহরিনামে বীজাদি অসম্বলিত বলিয়া মন্ত্রত্বভাক্ অর্থাৎ গৌণ। বীজাদি সম্বলিত মন্ত্রের উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন প্রায় শাস্ত্র নিষিদ্ধ। এই মহামন্ত্র উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন করিবার ব্যবস্থা শাস্ত্র প্রসিদ্ধ। ইহার কীর্ত্তন যে নিষিদ্ধ এরূপ বচন কোথাও নাই। ইহা বৈষ্ণব শাস্ত্রানুমোদিত এবং চিরন্তন সদ্বৈষ্ণবাচার প্রসিদ্ধ। এই শ্রীমহামন্ত্র শ্রীবৃন্দাবনাদি সর্ব্বধামেই এবং সর্ব্বদেশেই জপ ও বহুজন মিলিত হইয়া যন্ত্রাদির সহিত অসংখ্যাত ভাবে সঙ্কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন। শ্রীশ্রীগয়াধামে শ্রীশ্রীবিষ্ণুপাদপদ্মে মঙ্গল আরতির পরেই চারিদিকে সমবেত ভক্তবৃন্দ হাতে তালি দিয়া উচ্চৈঃস্বরে এই শ্রীহরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র সঙ্কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। ইহা চিরন্তন প্রথা। এ বিষয়ে সকল সদ্বৈষ্ণববৃন্দেরই বিপ্রতিপত্তি-শূন্য সম্মতি—

শ্রী মহান্ত ভারতদাসজী চার সম্প্রদায় খালসা। শ্রী মহান্ত রাসবিহারীদাসজী মাধ্বগৌড়েশ্বর চতুঃসম্প্রদায়। শ্রী মহান্ত বিহারীদাসজী ডাকোর খালসা। শ্রী মহান্ত রামরতনদাসজী বারভাই দাণ্ডিয়া খালসা। শ্রী মহান্ত গঙ্গাদাসজী

শ্রীমহারাজ শ্রীরমদাসজী কা খালসা। শ্রী মহান্ত অর্জ্জুনদাসজী তেরভাই ত্যাগী খালসা। শ্রী সীতারামদাসজী তেরভাই ত্যাগী খালসা। মহান্ত শ্রীনিত্যানন্দদাসজী চার সম্প্রদায় খালসা। মহান্ত শ্রীরাধাকৃষ্ণদাস গোস্বামী রাধাকান্তমঠ পুরী। মহান্ত শ্রীগোকুলদাসজী লোচাপড়া। মহান্ত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দাসজী রাধাকুণ্ড। মহান্ত শ্রীসনাতনদাসজী চৌরাশীক্রোশ ব্রজমণ্ডল। শ্রীদয়ানিধিদাসজী অধিকারী শ্রীগোপালগুরুর মন্দির। মহান্ত শ্রীবৈষ্ণবচরণদাসজী কেশীঘাট। মহান্ত শ্রীবলরামদাসজী কাঙ্গালীমহাপ্রভুর মন্দির। মহান্ত শ্রীঘনশ্যামদাসজী শ্রীগোপালজী মন্দির পাথরপুরা। মহান্ত শ্রীযুগলদাসজী উপরমন্দির। মহান্ত শ্রীকিশোরদাসজী অদ্বৈতবট। মহান্ত শ্রীপরমানন্দদাসজী সনাতন গোস্বামী সমাজ। মহান্ত শ্রীভগবানদাসজী শ্রীশ্রীগোবিন্দের পুরাতন মন্দির। মহান্ত শ্রীসুদর্শনদাসজী ছোটগোপালগুরু। মহান্ত শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্রদাস প্রপন্ন সিদ্ধ শ্রীতোতারাম দাস ঠৌর। মহান্ত শ্রীনরসিংহদাসজী গোবিন্দকুণ্ড। মুখিয়া শ্রীহরিগোবিন্দদাসজী শ্রীমদনমোহন ঠৌর। মুখিয়া শ্রীনিমাইচরণদাসজী শ্রীগোবিন্দজীর ঠৌর। মুখিয়া শ্রীচরণদাসজী শ্রীগোপীনাথজীর ঠৌর। মুখিয়া শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদাসজী লোটন কুঞ্জ। মুখিয়া পণ্ডিত শ্রীবলরামদাসজী শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর সমাজ। শ্রীশ্যামসুন্দরদাসজী শ্রীগদাধরচৈতন্য মন্দির। শ্রীবৈষ্ণবচরণদাসজী শ্রীভট্টগোস্বামী সমাজ। শ্রীকিশোরীমোহনদাসজী শ্রীচৌষট্টি মহান্ত সমাজ। প্রভুপাদ শ্রীপ্রাণগোপাল গোস্বামী শ্রীধাম নবদ্বীপ। প্রভুপাদ শ্রীদেবকীনন্দন গোস্বামী শৃঙ্গারবট। প্রভুপাদ শ্রীগোপেন্দ্রনন্দন গোস্বামী শৃঙ্গারবট। প্রভুপাদ শ্রীবিনোদবিহারী গোস্বামী কাব্যব্যাকরণ সাংখ্যপুরাণতীর্থ, বেদান্তরত্ন, ভাগবতরত্ন, কালিদহ। প্রভুপাদ শ্রীরঘুনন্দন গোস্বামী পুরাতন সহর। প্রভুপাদ শ্রীরাধারমণ গোস্বামী পুরোহিতপাড়া। প্রভুপাদ শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র গোস্বামী কেশীঘাট। সচ্চা গুরু ফলাহারী মহান্ত শ্রীলছমনদাস নীরবাণী আখাড়া, শ্রীজানকীদাসজী খাকী আখাড়া। মহান্ত শ্রীজগন্নাথদাসজী নীরমোহী আখাড়া। মহান্ত শ্রীরামকৃষ্ণ-

দাসজী দীগম্বর আখাড়া। মহান্ত শ্রীমদনমোহনদাসজী বলভদ্রী আখাড়া। মহান্ত শ্রীরামশরণদাসজী নীরবাণী আখাড়া।

সাত দেবালয়।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কামদার মন্দির শ্রীরাধাগোবিন্দজী। শ্রীশচীন্দ্রনাথ সরকার কামদার মন্দির শ্রীরাধাগোপীনাথজী। শ্রীনীলাম্বর প্রসাদ মুখার্জী কামদার মন্দির শ্রীমদনমোহনজী। আচার্য্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গোস্বামী শ্রীরাধারমণ মন্দির। আচার্য্য শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী শ্রীরাধারমণ মন্দির। আচার্য্য শ্রীমদনমোহন গোস্বামী শ্রীরাধারমণ মন্দির। শ্রীশ্রীধরচন্দ্রদাস শাস্ত্রী অধিকারী শ্রীরাধাশ্যামসুন্দরজী মন্দির। শ্রীসতীশচন্দ্র প্রামানিক কামদার শ্রীরাধাদামোদর মন্দির। শ্রীবিনোদবিহারী গোস্বামী শ্রীরাধাগোকুলানন্দ মন্দির। শ্রীগদাধরদাস ব্রজমণ্ডলের প্রসিদ্ধ গায়ক। পণ্ডিত শ্রীনরহরিদাস ভাগবতভূষণ কাব্যবৈষ্ণবদর্শনতীর্থ কালিদহ। পণ্ডিত শ্রীবনমালীদাস। শ্রীশুকদেবদাসজী কপাটিয়াঘেরা। শ্রীগোবিন্দচরণদাসজী সেবাকুঞ্জ। শ্রীগৌরগোবিন্দদাসজী উপরমন্দির। শ্রীবৃন্দাবনদাসজী নিধুবন শ্রীগৌরগোপাল মন্দির। প্রকাশক, শ্রীশ্যামসুন্দর দাস ব্যাকরণতীর্থঃ।

উপরি লিখিত যহ নামাত্মক মহামন্ত্র পরম আগ্রহ কে সাথ সংখ্যা পূর্বক জপনা ভী চাহিয়ে। ঔর যহ সম্মিলিত রূপসে বহুজনোঁ দ্বারা বাদ্যাদি কে সহিত বিনা সংখ্যা কিয়ে সংকীর্তনীয় ভী হৈ। ইস বিষয় মেঁ সর্ব সম্প্রদায়ী সদ্গুরুওঁ মেঁ কুছ ভী মত ভেদ নহীঁ হৈ। ক্যোঁকি ইসকা নাম ঔর মন্ত্রত্ব সুপ্রসিদ্ধ হৈ। ইসলিয়ে যহ জপ্য ভী হৈ ঔর কীর্তনীয় ভী হৈ। বিশেষতঃ হরি কৃষ্ণাদি বত্তীস অক্ষর বালে ইস হরি নাম মেঁ বীজ আদি নহীঁ হোনে কে কারণ ইসকা মন্ত্রত্ব তো ভাণ মাত্র অর্থাৎ গৌণ হৈঁ। বস্তুতঃ বীজ আদি যুক্ত মন্ত্রোঁ কা উচ্চ স্বর

से कीर्तन ही प्राय शास्त्र निषिद्ध। इस महा मंत्र के उच्च स्वर से कीर्तन की व्यवस्था तो शास्त्र प्रसिद्ध है ही। इस महा मंत्र का कीर्तन नहीं करना चाहिए ऐसा वचन तो कहीं भी नहीं मिला है। यह सिद्धान्त वैष्णव शास्त्रानुमोदित है और सनातन सद्वैष्णवाचार्यों में विख्यात है। यह श्रीमहामंत्र श्रीवृन्दावन आदि सब धामों और सब देशों में जपा जाता है और बहु जनों द्वारा खोल-करतालादि वाद्य यन्त्रों के साथ उच्च भाव से संकीर्तन भी होता आरहा है। श्रीगया धाम में श्री श्री विष्णु पद के मन्दिर में मङ्गलारती के बाद ही धारा और एकत्रित भक्तवृन्द करताली बजाकर उच्च स्वर से इसी हरे कृष्ण आदि महामंत्र का गान किया करते हैं। यह प्रथा बहुत पुराने काल से प्रचलित है। सुतरां इस विषय में सभी सद्वैष्णवों की निर्विरोध सम्मति है। एतद्विषयेऽस्मतिरस्ति प्र० श्रीमोलकरामशास्त्रिण-स्तर्कतीर्थस्य।

স্বারসিকী লীলা-স্মরণ-বিবরণ (শ্রীগোবিন্দলীলামৃত গ্রন্থানুযায়ী)।

নিম্নে অপ্রাকৃত, অলৌকিক, অচিন্ত্য, চিন্ময় স্বারসিকী শ্রীশ্রীগৌর-গোবিন্দের—অষ্টকালীয়-লীলা-স্মরণের ক্রমানুযায়ী সংক্ষেপে সূচীপত্র দেওয়া হইল। ইহা দেখিয়া যদি কোন মহাভাগ্যবানের লীলা-প্রেমরস আস্বাদনের রুচির বা লোভের উদয় হয় তবে তিনি যেন কৃপা পূর্ব্বক কলিযুগ পাবনাবতার শ্রীগৌরহরির নিত্য-পরিকর শ্রীশ্রীরূপানুগ শ্রীগুরুবৈষ্ণবের একান্ত আনুগত্যে শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামি-কৃত 'শ্রীগোবিন্দ-লীলামৃত', শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী পাদকৃত 'শ্রীকৃষ্ণ-ভাবনামৃত'(শ্রীসঙ্কল্প-কল্প-দ্রুম), শ্রীযদুনন্দনদাস ঠাকুর-কৃত পয়ারছন্দে 'শ্রীগোবিন্দ-লীলামৃতরস', শ্রীগোবর্দ্ধন তটবাসী সিদ্ধবাবা শ্রীকৃষ্ণদাস বাবাজী মহারাজের 'ভাবনা সার সংগ্রহ,' 'গুটীকা' দর্শন করিলে যথাক্রমে রস-তত্ত্ব ও ভাব-তথ্য

প্রাপ্ত হইয়া প্রেমানন্দে স্বভজনে নিমগ্ন হইতে পারিবেন। উপরিউক্ত শ্রীগ্রন্থসমূহে শ্রীপরিকরসহ শ্রীশ্রীরাধা-কৃষ্ণের একদিনের লীলামাত্র বর্ণিত হইয়াছেন। (শ্রীরূপগোস্বামিপাদকৃত 'স্মরণমঙ্গলস্তোত্র', কবিকর্ণপুরকৃত 'কৃষ্ণাহ্নিক-কৌমুদী' এবং ঠাকুর শ্রীনরোত্তম-কৃত 'স্মরন মঙ্গল' সংক্ষেপ গ্রন্থেও এই অষ্ট-যামলীলা-বর্ণনানুসারেও এই প্রকারই প্রাপ্ত হওয়া যায়)।

বিষয় বিবরণ—নিশান্তলীলা, (শেষ ছয় দণ্ড রাত্রে) শ্রীগোবিন্দলীলামৃতের ক্রম। উপরোক্ত গ্রন্থসমূহেও একই ক্রম পাওয়া যায়।

১ম সর্গ—শ্রীগোবিন্দের বন্দনা মঙ্গলাচরণ, শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের বন্দনা মঙ্গলাচরণ, নৈত্যিকি নিত্য লীলার বন্দনা, প্রাপ্ত্যপায় ও মানসী-সেবা, কোন্ সময়ে কোন্ নিত্য-লীলা হয়। গ্রন্থকারের দৈন্য; শ্রীগুরুবন্দনাদি,—সখিগণের সেবা—শ্লোঃ নং ১-৯; ১০-১২ মূল গ্রন্থধৃত শ্রীরূপগোস্বামিকৃত শ্লোকে দিক্‌দর্শন,—

'রাত্র্যন্তে ত্রস্তবৃন্দেরিত বহু-বি-রবৈর্বোধিতো, কীরশারী পদ্যৈর্হৃদ্যৈরহৃদ্যৈরপি সুখ-শয়নাদুত্থিতৌ, তৌ সখীভিঃ। দৃষ্টৌ-হৃষ্টৌ তদাত্বোদিতরতি ললিতৌ, কক্খটিগীঃ সশঙ্কৌ রাধাকৃষ্ণৌসতৃষ্ণাবপি নিজনিজধাম্ন্যাপ্তুতল্পৌ স্মরামি।' বনচর পক্ষিগণের রাধাশ্যাম জাগানের জন্য শব্দাদিকরণ—১৩-২০। রাধাকৃষ্ণের কপট নিদ্রা ও গৃহ শারিকার মনুষ্যবৎ বাক্যে জাগানো—২১-২৬। গৃহপালিত শুকের তদ্‌বৎ উক্তি ও চেষ্টা—২৭-৩২। বৃন্দার দ্বারা শিক্ষিত কলবাক্-সূক্ষ্মধী নামক শারীর তদ্‌বৎ উক্তি ও চেষ্টা— ৩৩-৩৭। শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের শয়নের ছবি—৩৮-৪০। লক্ষ শুকের অধ্যাপক দক্ষনামক শুকপক্ষির উক্তি—৪১-৪৪ শ্লোক। শ্রীকৃষ্ণের জাগরণ—৪৫। সখিগণের যুগল মাধুরী দর্শন—৪৬। ময়ূর-ময়ূরী ও হরিণ-হরিণীর তদ্দর্শন প্রকার ও প্রেম—৪৭-৫০। শ্রীকৃষ্ণের রাধা-মাধুর্য্যাস্বাদ বর্ণন—৫১-৫২। শ্রীকৃষ্ণের শ্রীরাধাকে কোলে ধারণের ছবি—৫৩-৫৫। শ্রীরাধার কৃষ্ণমুখ দর্শন মাধুরী বর্ণন—৫৬-৫৯। সখীগণের কুঞ্জ প্রবেশ রঙ্গ—৬০-৬১। যুগলের রূপ—৬২-৬৩। কেলি শয্যার শোভাবর্ণন—৬৪-৬৫। শ্রীকৃষ্ণের বক্রোক্তিতে শ্রীরাধার কিলকিঞ্চিত—৬৬-৭১ শ্লোক। শুভাখ্যা

শারীর বক্তৃতা—৭২-৭৮। কুঞ্জ হইতে নির্গমন—৭৯-৮৮ শ্লোক। যুগলের বস্ত্র পরিবর্ত্তন দৃষ্টে সখীগণের রঙ্গ ও রাধাশ্যামের ভাবোচ্ছ্বাসাদি—৮৮-৯১। ললিতার অরুণ নিন্দন কবিত্ব—৯১-৯৩। অরুণের প্রতি শ্রীরাধার রাগ ও পরিহাস—৯৪-৯৫। প্রভাত শোভা ও বস্ত্র চরিত্র বর্ণন ছলে শ্রীকৃষ্ণের প্রেমোচ্ছ্বাস প্রকটন ও তৎশ্রবণে যুগলের ও সখ্যাদির গৃহ গমন-বিস্মৃতি—৯৬-১০৬। বৃন্দেঙ্গিতে কক্খটী বানরীর ছলোচ্চারিত জটিলা শব্দ শ্রবণমাত্র ভীত হইয়া দিকে দিকে সকলের পলায়ন ও গৃহগমণের প্রকারাদি বর্ণনা—১০৭-১১৬ শ্লোক। "উপসংহার শ্লোক—'শ্রীচৈতন্য পদারবিন্দ মধুপ শ্রীরূপ সেবাফলে' ইত্যাদি ১১৭।"

২য় সর্গ—(প্রাতঃ ৬ দণ্ডের জাগরণাদি লীলা)।

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের স্নানাদি লীলার বন্দনা—১ শ্লোক। নন্দালয়ের প্রাভাতিক শোভা ও দেবী পৌর্ণমাসীর আগমনাদি—২-৭। সখাগণের আগমন—৮। মধুমঙ্গলের জাগরণ ও কৃষ্ণ প্রবোধন রঙ্গ—৯-১১। শ্রীকৃষ্ণের জাগরণ ও তদঙ্গের নিশি-বিলাসের চিহ্নাদিকে সখা সঙ্গে মল্ল ক্রীড়োদ্ভব ভাবিয়া মা যশোদার ভ্রান্তি ও তদর্থক আক্ষেপাদি—১২-১৭। মধুমঙ্গলের ব্যর্থবাক্যে তৎসমর্থন—১৮-১৯। শ্রীকৃষ্ণের বাল্যভাব প্রদর্শনাদি—২০-২৩। শ্রীকৃষ্ণের শয্যোত্থান মাধুর্য্য—২৪-২৭। অঙ্গনে সমাগত সখাগণের শ্রীকৃষ্ণকে পাইয়া নানা আনন্দ ব্যবহার, তদনন্তর গোশালায় গমন—২৮-৩০। পথে পরিহাস রসে আদিত্য কৈবর্ত্তের জাল বিস্তার, চাঁদের মৃগকোলে লইয়া পলায়ন, আকাশ রমণীর চন্দ্র প্রসবাদি প্রসঙ্গে বর্ণন ও প্রদর্শন দ্বারা মধুমঙ্গলের শ্রীকৃষ্ণকে ভিন্ন ভিন্ন দিকস্থা গোপীবদন দেখানো—৩১-৩৫। গোশালায় প্রবেশের দৃশ্য ও গাভীগণের নাম ধরিয়া শ্রীকৃষ্ণের আহ্বানাদি—৩৬-৪০। শ্রীকৃষ্ণের গোদোহন দৃশ্য—৪২। যাবটে শ্রীরাধার গৃহে মুখরার গমন ও জটিলার সহিত কথাবার্ত্তা—৪২-৪৬। জটিলার বধূ জাগানো—৪৭ শ্লোক। শ্রীরাধার জাগরণ মাধুরী—৪৮-৫১। মঞ্জরীগণের আগমন ও সেবা—৫২। শ্রীরাধাঙ্গে পীতবাস দর্শনে মুখরার ত্রাস ও বিশাখার তদ্বঞ্চন চাতুরী—৫৩-৫৬। সখীগণের আগমন ও রসোদ্গার—৫৭। শ্রীরাধার

স্নান প্রকার—৫৮-৬৯। শ্রীরাধার নানা প্রকার বেশভূষা ও আভরণাদির গ্রহণ-মাধুর্য্য বর্ণন—৭০-১০৫। উপসংহার শ্লোক—১০৬।

তৃতীয় সর্গ—(প্রাতঃ ৬ দণ্ডের রন্ধন-ভোজনাদি লীলা)।

যশোদা মাতার পরিজনগণকে রন্ধন কার্য্যে নিযুক্তির জন্য ব্যগ্রতা ও দ্রব্যাদির নাম—১-১২ শ্লোক। রন্ধনার্থে শ্রীরাধাকে আনিবার জন্য যাবটে শ্রীকুন্দলতাকে প্রেরণ ও প্রেমোপদেশ—১৩-১৬। কুন্দলতার যাবটে গমন ও জটিলাকে প্রবোধ দান—১৭-২২। শ্রীরাধার গমনে বামা প্রদর্শন ও জটিলার বিশেষ অনুরোধ—২৩-২৮। পথে পথে শ্রীরাধার সহিত কুন্দলতার পরিহাস রস-বর্ণন—২৯-৩৫। শ্রীরাধার নন্দালয়ে গমন এবং শ্রীরাধা ও তৎসখীগণের প্রতি মা যশোদার স্নেহ ও রন্ধন বিষয়ে উপদেশ—৩৬-৫১। দাসীগণের প্রত্যেকের প্রতি ব্রজেশ্বরীর কর্ত্তব্যোপদেশ ৫২-৬০। শ্রীরাধাকে মা যশোদার নববধূবৎ-লালন ও তাঁহার রন্ধনালয়ে গমন—৬১-৬২। দাসাদির প্রতি শ্রীকৃষ্ণের স্নান দ্রব্য ও বেশ দ্রব্য প্রস্তুতার্থ বস্তুর নামোল্লেখে আজ্ঞা—৬৩-৭৭। পানের বিড়া (খিলি) প্রস্তুতের প্রকারাদি বিষয়ে উপদেশ—৭৮-৮০। শ্রীকৃষ্ণের আগমন-বিলম্বে মায়ের উৎকণ্ঠা ও লোক প্রেরণ—৮১-৮৩॥ রন্ধন-গৃহে গিয়া একে একে সমস্ত প্রস্তুত দ্রব্য পরিদর্শন—৮৪-১১৩। (এই সর্গের বর্ণনা হইতে সাধকের স্মরণীয় ও শিক্ষণীয়ের নির্দেশ)। উপসংহার শ্লোক—১১৪।

চতুর্থ সর্গ—(পূর্ব্বাহ্নলীলা—শ্রীকৃষ্ণের স্নান, ভোজন ও বনগমন)। শ্রীকৃষ্ণের গোশালা গোষ্ঠ হইতে নিজ গৃহাগমন ও মায়ের লালনাদি—১-৭ শ্লোক। শ্রীকৃষ্ণের স্নান ও ভূষণ পরিধানাদির প্রকার বর্ণনা—৮-২০। ভোজন রঙ্গ, মধুমঙ্গলাদির পরিহাস রস বর্ণন—২১-৬০। ভোজনান্তে শ্রীকৃষ্ণের কিঞ্চিৎ বিশ্রাম ও দাসগণের সেবা—৬১-৬৩ শ্লোক। শ্রীরাধার বিশ্রাম, ভোজন, ভোজনান্তে-নববধূচিত বস্ত্রালঙ্কার প্রাপ্তি—৬৪-৭১। পরিবর্ত্তিত বসনের প্রদান, গুণামিলন—৭২। শ্রীকৃষ্ণের বনগমনযোগ্য বেশধারণ—৭৩-৭৭ শ্লোক। উপসংহার শ্লোক—৭৮।

পঞ্চম সর্গ—(পূর্ব্বাহ্ন ৬ দণ্ডের লীলা)।

গোশালার দৃশ্য—১-৯ শ্লোক। গো-পালসমন্বিত শ্রীকৃষ্ণের শোভা বর্ণন—১০-১২। ব্রজভূমির কৃষ্ণ সেবানন্দ, ব্রজজনের আগমন প্রকারাদি—১৩-১৭। ব্রজের তাৎকালিক নিরানন্দাবস্থার দৃশ্য, শ্রীকৃষ্ণের স্থগিত গতি ও প্রেয়সীগণের মুখ দর্শনাদি—১৮-২২ শ্লোক, সখীগণের মাতৃবর্গের কৃষ্ণস্নেহের প্রকর্ষ, ব্রজেশ্বরীর লালন ও আক্ষেপ, এই আক্ষেপের উত্তরে মধুমঙ্গলের কথিত বনমাধুরী ও সুখোৎকর্ষ—২৩-২৭। গোচারণের নীতি ও ধর্ম্ম কথনদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের মাতৃ প্রবোধ—২৮-২৯। বলদেবাদির হস্তে যশোদার কৃষ্ণার্পণ ও নৃসিংহমন্ত্রে রক্ষা-বন্ধনাদি—৩০-৩৪। আশীর্ব্বাদ ও লালনাদি—৩৫-৩৭। তরুণীগণের প্রতি কৃষ্ণের প্রেমকটাক্ষ আস্বাদন ও অনুমতি গ্রহণ—৩৮-৪৩। বাল ভাষণে পিতৃ-মাতৃ প্রবোধ ও স্থির হইয়া গৃহে আহারাদির অনুরোধ—৪৪-৫০ শ্লোক। কান্তাগণের প্রতি প্রেম কটাক্ষ পূর্ব্বক বন-প্রবেশ ও ব্রজজনের আক্ষেপ ৫১-৫৯। জটিলার নিকট কুন্দলতার রাই সমর্পণ ও বক্তৃতা—৬০-৬৩। বধূর সূর্য্য পূজার্থে কুন্দলতাকে জটিলার অনুরোধ, শ্রীরাধাকে পূজার সজ্জের আজ্ঞা—৬৩-৭৩। শ্রীরাধার বিশ্রাম, সখীগণের সেবা। তৎপর স্বয়ং বৈজয়ন্তীমালা ও বীটিকা নির্ম্মাণ পূর্ব্বক তৎসহ কস্তুরী ও তুলসীকে শ্রীকৃষ্ণের নিকট প্রেরণ—৭৪-৭৮। পক্কান্ন ও অমৃতকেলি লড্ডুকাদি বিরচনান্তে শ্রীরাধার উৎকণ্ঠা—৭৯-৮০। উপসংহার—৮১ শ্লোক।

ষষ্ঠ সর্গ—(পূর্ব্বাহ্নলীলা—সখাসঙ্গে ক্রীড়া ও শ্রীরাধাসহ মিলনোৎকণ্ঠা)।

শ্রীকৃষ্ণের বন-প্রবেশ ও সখাগণের নৃত্যগীত হাস্য, শ্রীকৃষ্ণের ও গোপীদের ব্যবহারানুকরণাদি হাস্য কৌতুক—১-৮ শ্লোক। সানন্দে বৃন্দাদেবীর অটবী-উদ্‌বোধন ও পশুপক্ষ্যাদির প্রতি উপদেশ—৯-১১। শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনিতে স্থিরচরের সাত্ত্বিক ভাবোদয় ও ধর্ম্ম বিপর্য্যয়—১২-১৫ শ্লোক। বনের ও বনচরের মাধুরীতে ও ব্যবহারে শ্রীকৃষ্ণের মনময় শ্রীরাধা দর্শনাবেশাদি—১৬-১৮। দর্শনানন্দবিহ্বল বৃক্ষলতামৃগ-পক্ষ্যাদির কুশলাদি জিজ্ঞাসা—১৯-২৮। চিত্তস্থিরার্থ সখীসহ গোবর্দ্ধনতট শ্রীকৃষ্ণের নানাখেলা—২৯-৩০। নানা খাদ্য লইয়া ধনিষ্ঠার

আগমন তৎসহ পিতামাতার বার্ত্তা জিজ্ঞাসা—৩১-৩৪। ধেনুগণকে জলপান করাইয়া, জলক্রীড়া, তদন্তর মিষ্টান্নাদি ভোজন, তদন্তর বনবিহরণছলে রাই মিলনে গমন, চম্পকপুষ্প ধারণে সাত্ত্বিকোদয়—৩৫-৪২। কুসুম সরোবর তীরে বসিয়া মিলনের যুক্তি পরামর্শ—৪৩-৪৯। পানবীড়া বৈজয়ন্তীসহ তুলসীর আগমন ও শ্রীকৃষ্ণের জিজ্ঞাসায়, শ্রীরাধার বিরহোন্মাদে জলঘট মন্থনদৃষ্টে জটিলা কর্ত্তৃক অবরোধাদি ছলকথা—৫০-৫৭। তাহাতে শ্রীকৃষ্ণের উৎকট দুঃখ দর্শনে তুলসীর প্রকৃত সংবাদ দান—৫৮-৬৬ শ্লোক। শৈব্যা শ্রীকৃষ্ণান্বেষণে আসিয়া অবস্থাদৃষ্টে মান বাড়াইবার জন্য শ্রীরাধার সাক্ষাৎকারার্থে আসিবার কল্পিত উক্তি করণ এবং তৎপরে তুলসী কর্ত্তৃক তদনুরূপ রসময় কল্পিত প্রত্যুত্তর প্রদান পূর্ব্বক বৃন্দাসহ গমনাদিলীলা—৬৭-৭৪। শৈব্যার সহিত শ্রীকৃষ্ণের কপট আলাপ ও তাহাকে চন্দ্রাবলীসহ সুদূর গৌরী তীর্থে গমনের পরামর্শ দান ও কংসপ্রেরীত গো-চোরের কল্পিত প্রসঙ্গে তৎ প্রতারণা—৭৫-৮৬ শ্লোক। উপসংহার—৮৭ শ্লোক।

সপ্তম সর্গ—(পূর্ব্বাহ্ন-লীলা, শ্রীকৃষ্ণের শ্রীরাধাকুণ্ডদর্শন)।

শ্রীরাধাকুণ্ডের ঘাট চতুষ্টয় ও তদুপরিস্থ মণ্ডপ ও হিন্দোলা—১-৫ শ্লোক। রত্নসেতুর বর্ণনা, তীরস্থ বৃক্ষ ও তন্নিম্নের কুট্টিমা—৬-৯। চতুষ্কোণের চতুঃশালা তীরবর্ত্তী পুষ্প কুঞ্জশ্রেণী, তদবহিস্থ কদলীবলয়, পুষ্পবন, উপবন, জলমধ্যস্থ মন্দির, তীরস্থ সেবাসম্ভার গৃহ-কথন—১০-১৪। বৃন্দাদেবীকৃত সাজ-সজ্জার ও কেলি উপকরণের বর্ণনা—১৫-১৭ শ্লোক। জলস্থলবর্ত্তী বৃক্ষ-পক্ষাদির ধ্বনিমাধুরী ও পুষ্পাদির শোভা, অষ্টকুঞ্জ শিল্পশালা, পথ, ভিত ও দ্বারের সাধারণ শোভাবর্ণন—১৮-৩০। ললিতানন্দদাখ্য উত্তরদিকের কুঞ্জ বর্ণন, কর্ণিকার—৩১-৪০। বায়ুকোণ-দলের শাখাকুঞ্জ—৪১-৪৩। নৈঋতদলস্থ পদ্মমন্দির—৪৪-৫৪ শ্লোক। অগ্নিকোণস্থ হিন্দোল কুট্টিমা—৫৫-৬৪। ঈশানদলস্থশাখাকুঞ্জ—৬৫। উত্তরদলের, পূর্ব্বদলের, পশ্চিমদলের, শাখাকুঞ্জ মিলিত অদ্ভুত কুঞ্জের বর্ণন—৬৬-৭১। কুণ্ডের ঈশান কোণবর্ত্তী বিশাখার মদন সুখদাকুঞ্জ—৭২-৭৮ শ্লোক। পূর্ব্বদিগস্থ চিত্রানন্দদ চিত্রকুঞ্জ—৭৯-৮০। অগ্নিকোণস্থ ইন্দুলেখা সুখদ পূর্ণেন্দুকুঞ্জ—৮১-৮৪। দক্ষিণ দিক-

বর্ত্তী চম্পকলতার হেমকুঞ্জ—৮৫-৯২। নৈঋতবর্ত্তী রঙ্গদেবীর শ্যামকুঞ্জ—৯৩-৯৫। তুঙ্গবিদ্যার অরুণকুঞ্জ—৯৬-৯৭। বায়ুকোণস্থ সুদেবীর হরিৎকুঞ্জ—৯৮-৯৯। কুণ্ডমধ্যস্থ অনঙ্গমঞ্জরীর পদ্মকুঞ্জ বর্ণন—১০০-১০১ শ্লোক। শ্রীরাধাকুণ্ডমহিমা—১০২ শ্লোক। নাগরের সর্ব্বত্র শ্রীরাধাঙ্গশোভা ও তল্লীলা দর্শন—১০৩-১১০ শ্লোক। শ্রীশ্যামকুণ্ডের সাধারণ কথা—১১১—১১৩। তদ্বায়ুকোণস্থ সুবলানন্দাখ্য শ্রীরাধার কুঞ্জ ও মানস পাবনঘাট—১১৪-১১৫। উত্তরের মধুমঙ্গলানন্দ ললিতা কুঞ্জ—১১৬। ঈশানস্থ উজ্জ্বলানন্দ বিশাখা কুঞ্জ—১১৭। গোঘাট বর্ণন—১১৮। এসকলের দর্শনাধিকারী কাহারা?—১১৯। মদন সুখদাকুঞ্জে কৃষ্ণের আগমন মিলনোৎকণ্ঠা ও তদ্বন্দোবস্ত—১২০-১৩২ শ্লোক। উপসংহার—১৩৩ শ্লোক।

অষ্টম সর্গ—(মধ্যাহ্নলীলা, শ্রীরাধার উৎকণ্ঠা অভিসার ও মিলন)।

শ্রীরাধার উৎকণ্ঠা প্রকটন—১-৯ শ্লোক। তুলসীর প্রত্যাগমনানন্দ—১০-১৬। ললিতার বাক্যে শ্রীমতীর পুনরুৎকণ্ঠা ও বিধিনিন্দন ও আক্ষেপ—১৭-১৯। ধনিষ্ঠার আগমন, তৎসহ প্রথমে শিষ্টবাক্যে পরে খোলা সংলাপ—২০-৩৭। অভিসার যাত্রা—৩৮-৪৫। শ্রীমতীর কাননে কৃষ্ণ সাম্যাবেশ—৪৬-৪৮ সখীগণের কাননে রাই সাম্য মনন—৪৯-৫১। অন্যান্য যুথেশ্বরীর সহিত শ্রীকৃষ্ণে সঙ্গাশঙ্কা এবং তমালে হেমযূথী দর্শনে ঈর্ষা, ধনিষ্ঠাকে ভর্ৎসনা, সখীগণের হাস্যে জ্ঞানোদয় ও লজ্জা—৫২-৬৫। সূর্য্য মন্দিরে গমন ও দ্রব্যাদি রাখিয়া সূর্য্যে প্রণাম করিয়া যাত্রা—৬৬-৭২। কৃষ্ণ প্রেরীত বৃন্দার সহিত কুঞ্জেরায় সাক্ষাৎকা ও কৌতুকালাপ—৭৩-৮১। কুন্দলতার কপট প্রাপলত্য কথার প্রত্যুত্তরে বৃন্দা চাতুর্য্যবাণী, রসময় প্রার্থর্য্যে বৃন্দার প্রতি ললিতার কৃষ্ণতাড়নাজ্ঞা লইয়া না পরিহাস—৮২-৯২। অসাময়িক হাস্য কথায় সখীগণের বিলজ্জোৎপাদ শ্রীমতীর বিমর্ষভাব দৃষ্টে ব্রজোপদেশ বাক্যে বৃন্দা, সখীগণকে শীঘ্র যুগলমিলনে জন্য উত্তেজনা করণান্তর নিজ সেবা সমাধান—৯৩-১০৫। শ্রীরাধাশ্যামে পরস্পর দর্শনে স্ফূর্ত্তি ভ্রম বর্ণনা—১০৬-১০৮। শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়দর্শনোত্থ ভ্রান্তি প্রকার ও বিচার বর্ণন—১০৯-১১০। শ্রীরাধার তদ্বচিত্ত প্রেমভ্রান্তি ও বি

ব্যবহার—১১১-১১২। সখীগণের দ্বারা শ্রীমতীর বিস্ময় ভঞ্জন ও যুগলের অদ্ভুভাবাদি—১১৩-১১৫ শ্লোক। উপসংহার—১১৬ শ্লোক।

নবম সর্গ—(মধ্যাহ্নলীলা, রাধাশ্যামের ভাব বিকার, কুসুমনর্ম্ম, গ্রহপূজা, পঞ্চদেব পূজা, ও দিক্‌পালপূজনরঙ্গ)।

শ্রী শ্রীরাধাকৃষ্ণের অঙ্গোদিত ভাববিকার বর্ণন ও ২২ ভাবালঙ্কার কি কি?—১-১০ শ্লোক। শ্রীরাধার বিলাসাখ্যভাব, যুগপৎ লজ্জা, বাম্য, উৎসুক্য, ললিতালঙ্কার মাধুরী, শ্রীকৃষ্ণের অগ্রগতিদৃষ্টে, বাম্যেও স্পর্শোৎসুক্যে পুষ্পচয়ন ছলে পার্শ্বে অপসরণ ও শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক বর্ত্মরোধে কিলকিঞ্চিতোদ্‌গম ও পুষ্পচয়নাদি—১১-২১। কুসুমনর্শ্মোরসকন্দল, তৎপরে শ্রীমতীর বিব্বাক্ মৌনতা—২২। শ্রীমতীর নির্ব্বাকতা ঘটাইবার জন্য শ্রীকৃষ্ণের বহু খণ্ড বক্তৃতা—২৩-৩৮। তৎশ্রবণে শ্রীমতীর ভাব ব্যবহার—৩৯-৪৩। শ্রীমতীর প্রত্যুত্তর—৪৪-৫৭। অবজ্ঞা দেখাইয়া শ্রীমতীর গমনাভিনয়ে শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক রাধাদানে নানারস—৫৮-৬৭। শ্রীরাধাঙ্গে কৃষ্ণের পঞ্চদেব* পূজনরঙ্গাদি—৬৮-৭৯। শ্রীরাধার নয়খানি অঙ্গ চুম্বন ছলে নবগ্রহ † পূজারঙ্গ—৮০-৯৩। দিক্‌পাল‡ পূজনব্যপদেশে সখীগণের সহিত রসলীলা—৯৪-১০৬ শ্লোক। উপসংহার—১০৭ শ্লোক।

---

*পঞ্চদেব পূজা—(১) বিঘ্নবিনাশক গণেশের পূজা—'ওঁগণেশায় নম' বলিয়া কৃষ্ণের দক্ষিণহস্ত শ্রীরাধার বাম স্তনে; (২) শিবের পূজা—'ওঁ শিবায় নমঃ' বলিয়া কৃষ্ণের বাম হস্ত রাধার দক্ষিণ স্তনে; (৩) চণ্ডিকার পূজা—'হ্রীং চণ্ডিকায়ৈ নমঃ' বলিয়া রাধার মস্তকে কৃষ্ণের হস্তপদ্ম অর্পণ; (৪) শ্রীবিষ্ণুর পূজা—'তস্মৈ বিষ্ণবে নমঃ' বলিয়া শ্রীরাধাবদন কমলে শ্রীকৃষ্ণ বদন কমল স্থাপন; (৫) সূর্য্যের পূজা—'ওঁ সূর্য্যায় নমঃ' বলিয়া শ্রীরাধার অধরে শ্রীকৃষ্ণাধর স্থাপন।† **শ্রীনবগ্রহ পূজা**—শ্রীরাধার অধর ১, নেত্রযুগল ২, গণ্ডযুগল ২, কুচযুগল ২, মুখপদ্ম ১, বদনচন্দ্র ১=৯ স্থানে শ্রীকৃষ্ণেরও ঐ রূপ নবস্থান স্থাপন।

‡**দশদিক্‌পালপূজা**—১ ঈশানে শঙ্করী মূর্ত্তি বিশাখা, ২ পূর্ব্বে ইন্দ্রশক্তি

দশম সর্গ—(মধ্যাহ্ন লীলা, রাহুলীলায় রসরঙ্গ ও বংশী হরণ নিকুঞ্জ-বিলাসাদি)।

হরগৌরী লীলার চেষ্টায় নানা রঙ্গ—১-৭ শ্লোক। শ্রীরাধাবদনে ভ্রমর আগমন তাহাতে চকিতভাবে কৃষ্ণ আলিঙ্গনাদি—৮-১১। তাহাতে সখীগণের হৃদয়ে ও অঙ্গে আনন্দবিকারোদয়ে সখীর প্রেম বর্ণন—১২-১৯। শ্রীরাধার বাম্য ও ললিতাকে ভৎর্সনা রঙ্গ—২০-২২। ললিতার বক্রোক্তি ও বৃন্দ সজ্জায় আনন্দে কৃষ্ণ হস্ত হইতে বংশীচ্যুত—২৩-৩২। শ্রীকৃষ্ণের রাহুলীলা শ্রীরাধা ও সখীগণকে ধারণাদি রঙ্গ—৩৩-৫১। বংশীহরণ ও অন্বেষণ উপলক্ষে নানা কৌতুক—৫২-১২৮। বংশীর সন্ধান দানের উৎকোচরূপ চুম্বনাদি দানার্থ, শ্রীকৃষ্ণের বিশাখাকে আক্রমণ, সখীদের ছুড়াছুড়ি, শ্রীরাধার লুক্কায়ন ও তদুপলক্ষ্য

ললিতা, ৩ অগ্নিতে অগ্নিমূর্ত্তি সুদেবী, ৪ দক্ষিণে দণ্ডধারী (যম) তুঙ্গবিদ্যা, ৫ নৈঋতে নৈশাচরী-মূর্ত্তি-চিত্রা, ৬ পশ্চিমে বারুণী মূর্ত্তি রঙ্গদেবী, ৭ বায়ুতে বায়ুমূর্ত্তি, ইন্দুরেখা, ৮ উত্তরে কুবের মূর্ত্তি চম্পকলতা, ৯ অগ্রে ব্রহ্মার মূর্ত্তি রূপমঞ্জরী, ১০ পশ্চাদভাগে অনন্তের মূর্ত্তি অনঙ্গমঞ্জরী। **বিশেষ কথা,**—

'যামল' গ্রন্থানুযায়ী। শ্রীরাধাকুণ্ডের তীরে ললিতাদির অষ্টকুঞ্জের অবস্থান,—উত্তরের দলে ললিতা, ঈশানের দলে বিশাখা, পূর্ব্বদলে চিত্রা, অগ্নিকোণে ইন্দুলেখা, দক্ষিণদিকে চম্পকলতা, নৈঋতে রঙ্গদেবী, পশ্চিমে তুঙ্গবিদ্যা এবং বায়ুকোণে সুদেবীর অবস্থান। প্রাতে ও পূর্ব্বাহ্নে সখীগণের যোগপীঠে অবস্থান ও বনভ্রমণ কালে মাধ্যাহ্নিক স্থিতি যে স্বতন্ত্ররীতিযুক্ত, তাহা স্পষ্টতই জানা যাইতেছে। উপরোক্ত সচ্চিদানন্দময়ী শ্রীমতী রাধাকে পঞ্চদেবতা নবগ্রহ, দিক্‌পাল ইত্যাদি পূজা সচ্চিদানন্দময় শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক ইহা মনে রাখিয়া অপ্রাকৃত, অলৌকিক, অচিন্ত্য, চিন্ময়লীলা স্মরণ করিতে পারিলেই পরম মঙ্গল 'দেবী কৃষ্ণময়ী প্রোক্তা রাধিকা চ পর দেবতা। সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী সর্ব্বকান্তি সম্মোহিনীপরা॥'

বিশাখা, কুন্দলতা, চিত্রাদির পরস্পরেও কৃষ্ণ সহ পরিহাস—১২৯-১৪৩। নিকুঞ্জ বিলাস—১৪৪-১৪৯ শ্লোক। (দুই কৃষ্ণ ও দুই রাধার প্রসঙ্গ)। উপসংহার—১৫০ শ্লোক।

একাদশ সর্গ—মধ্যাহ্ন লীলা,—শ্রীরাধার নখচিহ্নাঙ্কিত অঙ্গ শোভা দর্শনে হাস-পরিহাস ও কৃষ্ণাগ্রহে রাধাঙ্গ বর্ণন)।

বৃন্দা ও নান্দীমুখীর আগমন, শ্রীরাধাকৃষ্ণের পরস্পর বেশ রচনা, কৃষ্ণের পদ্মপত্রে পত্র রচনা; কুঞ্জ হইতে বহির্গমনাদি—১-৭ শ্লোক। শ্রীরাধা অঙ্গে নখ ক্ষতাদি দর্শনে সখীগণের হাস্য, শ্রীমতীর তদুত্তরে কারণান্তর কথন, তাহা লইয়া সখীগণের নানা কৌতুক—৮-১৭ শ্লোক। শ্রীকৃষ্ণাগ্রহে সখীগণের নানা-ভঙ্গীতে রাধাঙ্গ বর্ণন—১৮-১৪৬। উপসংহার—১৪৭ শ্লোক।

দ্বাদশ সর্গ—(মধ্যাহ্ন লীলা)।

ছয় ঋতুর শোভা ও বৃন্দাবন দর্শনার্থ বৃন্দাদেবীর নিবেদন—১-৪ শ্লোক। শ্রীরাধার নিজাঙ্গদ্বারা বৃন্দাবনের শোভা হরণ বিষয়ে বটুর নালিশ—৫-৬। নান্দীমুখী কর্তৃক পৌর্ণমাসীর শাস্তি আজ্ঞা তদভাবে বিচারাজ্ঞা জ্ঞাপনাদি—৭-১১। অনঙ্গ রাজা কি বিচার করিলেন? কুন্দলতার জিজ্ঞাসা ও কৃষ্ণসহ উত্তর প্রত্যুত্তর—১২-১৮। সালিসী বিচারার্থ রাজার আজ্ঞাপত্র বংশী চুরি ও বৃন্দাবনাধিকার বিষয়ে ললিতার জবাব তদনন্তর সকলের বন দর্শন—১৯-২৭। শ্রীরাধার অঙ্গচ্ছটায় বনের ঔজ্জ্বল্য বিষয়ে শ্রীকৃষ্ণের জবাব—২৮-৩০। বটু শ্রীকৃষ্ণকে অগ্রবর্ত্তী করায় শ্রীরাধাকৃষ্ণের মিলিত কান্তিতে বনের মরকত বর্ণ ধারণ—৩১-৩৩। বৃন্দার হস্তস্থিত বংশী বায়ুবেগে শব্দিত হওয়ায় তাহাকে দোষী করা ও তাহার উত্তর—৩৪-৩৮। শ্রীকৃষ্ণের সানন্দে বংশীবাদন ও তাহাতে স্থির চরের ধর্ম্ম বিপর্য্যয়—৩৯-৪২। যুগপৎ ছয় ঋতু বিরাজিত বন ভাগের শোভাদি বর্ণন—৪৩-৫০ শ্লোক। বৃন্দাবনে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ-পূজা—৫১-৬৭। বসন্ত ঋতুর বর্ণন—৬৮-৭৮ শ্লোক। গ্রীষ্ম ঋতুর বন দর্শন—৭৯-৯১। বর্ষা ঋতুর বন দর্শন—৯২-১০৫ শ্লোক। উপসংহার—১০৬ শ্লোক।

ত্রয়োদশ সর্গ—(মধ্যাহ্ন লীলায় বন-ভ্রমণ)।

শরদ-বর্ষার সীমান্ত বনের বর্ণনাদি—১-৫ শ্লোক। শরৎ সুখদ বনদর্শন—৬-১১। শুকসারীর কন্দোল—১২-৪৪। হেমন্ত সুখদ বনদর্শন—৪৫-৪৭ হিমঋতুর বন বর্ণন—৪৮-৬৬। বৃন্দাদত্ত কুন্দমালায় শ্রীকৃষ্ণের হস্তে মালা বং ধারণ তদুপলক্ষে সখীগণের কুন্দলতাকে পরিহাস ইত্যাদি—৬৭-৭১। রাধা কৃষ্ণের কথা কাটাকাটিতে হাস্য-রস ও সখী-চরিত্র বর্ণন—৭২-১১৪। উপসংহা —১১৫ শ্লোক।

চতুর্দশ সর্গ—(প্রেম বৈচিত্ত্য, বসন্তলীলা মধুপানাদি মধ্যাহ্ন লীলা)।

শ্রীমধুসূদন চলিয়া গিয়াছে এই বাক্যে শ্রীরাধার প্রেমবৈচিত্ত্য জা বিরহ—১-২৬ শ্লোক। শ্রীকুণ্ডের তীরে বসন্তলীলা—২৭-৪৮ শ্লোক। ফুল ও মধুপান—৪৯-৭৬ শ্লোক। পরমানন্দময়লীলা—৭৭-১১২ শ্লোক। উপসংহা —১১৩ শ্লোক।

পঞ্চদশ সর্গ—(মধ্যাহ্নলীলা ; বিলাস, জলকেলী ও জলযোগ)।

সরোজ কুঞ্জে নিদ্রিতা শ্রীরাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণের বিহার চেষ্টাদি—১-২ শ্লোক। শ্রীরাধাঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের বেশ বিরচন ও বিভ্রমভরে শ্রীমতীর অনিচ্ছা- ২৫-২৯। দাসীগণের কালোচিত সেবা, শ্রীরাধার আজ্ঞায় কুঞ্জে নিদ্রি সখীগণের সহিত যুগপৎ শ্রীকৃষ্ণের বিলাস ও তাহাদের বেশ বিরচনাদি- ৩০-৩৮। বিলাসান্তে সমাগতা সখীগণের সহিত শ্রীমতীর কৌতুক—৩৯-৪ঃ শ্রীরাধাকুণ্ডে জলকেলী—৪৩-৯১। বেশ রচনা—৯২-১১০। শ্রীপদ্মমন্দি জলযোগ এবং শয়নাদি নানা লীলা—১১১-১৪৬। উপসংহার—১৪৭ শ্লোক।

ষোড়শ সর্গ—(মধ্যাহ্ন-লীলা ; সারীশুকের কৃষ্ণাঙ্গ বর্ণন)।

সারীশুক সহ শ্রীবৃন্দাদেবীর আগমন ও তাহার আজ্ঞায় কৃষ্ণাঙ্গ বর্ণন ১-১১০ শ্লোক। (চতুর্থ শ্লোক হইতে অষ্টাদশ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচরণযুগে লক্ষণ ও মহিমা বর্ণিত হইয়াছেন)। উপসংহার—১১১ শ্লোক।

সপ্তদশ সর্গ—(মধ্যাহ্নলীলা ; সারী-শুক কর্তৃক শ্রীরাধাকৃষ্ণের গুণ বর্ণন

শুকের শ্রীকৃষ্ণগুণ বর্ণন (শ্রীরাধার সঙ্গ, সেবা সৌভাগ্যই তার মধ্যে প্রধান) -১-৪৯ শ্লোক। শুকের কৃষ্ণাষ্টক পাঠ—৫০-৫৮ শ্লোক। সারীর শ্রীরাধাষ্টক ঠ—৫৯-৬৮ শ্লোক। উপসংহার—৬৯ শ্লোক।

অষ্টাদশ সর্গ—(মধ্যাহ্নলীলা ; রাধাকৃষ্ণের শুকসারী পঠন, পাশা খেলা ও র্য্য-পূজা)।

শ্রীরাধার শুককে পাঠ শিখানো—১-৭ শ্লোক। শ্রীকৃষ্ণের সারীকে পাঠ খানো—৮-১৪। শ্রীরাধার সারী পড়ানো—১৫-১৯ শ্লোক। শ্রীকৃষ্ণের শুক ড়ানো—২০-২৪। পাশা খেলা—২৫-৫৩ শ্লোক। সূর্য্য পূজার্থে গমন, জটিলা ৎনা ও সূর্য্য পূজন বিলম্বের কারণ—৫৪-৬৪। পুরোহিত সাজিয়া শ্রীকৃষ্ণের রাধার দ্বারা সূর্য্য পূজা করানো—৬৫-৭৩। দক্ষিণা গ্রহণে শ্রীকৃষ্ণের অসম্মতি শ্রীমতীর হাত দেখিয়া শুভাশুভ বলা—৭৪-৮৩। সখাগণের নিকটে শ্রীকৃষ্ণের নিজ গৃহে শ্রীরাধার গমনাদি—৮৪-৯৮ শ্লোক। উপসংহার—৯৯ শ্লোক।

নবিংশ সর্গ—(অপরাহ্নলীলা ; সখাগণের রঙ্গ ও গৃহাগমন চেষ্টা)।

সখা সঙ্গে নানা আনন্দ ও মধুমঙ্গলের বস্ত্রে বাঁধা নৈবেদ্য সখাদের লুণ্ঠন—১- শ্লোক। সখাগণ ও ধেনুগণ সহ শ্রীকৃষ্ণের গৃহাভিমুখে যাত্রা—২১-৩৭। গণের কৃষ্ণ স্তুতি ও তদ্দর্শনে সখাগণের হাস্য কৌতুক—৩৮-৪৮। শ্রীরাধার কৃষ্ণের নিমিত্ত খাদ্য প্রস্তুত, তৎ প্রেরণ চেষ্টা ও বেশ-ভূষা পরিধান—৪৯-৬৩। নন্দালয়ে রন্ধনোদ্যোগে ও সকলের কৃষ্ণ দর্শনের আকুলতাময়ি চেষ্টা—৬৪-৭৫। কৃষ্ণের গো-গণনা ও তৎসহ গৃহগমণের শোভাদি বর্ণনা—৭৬-৮৩। সকলের ভিন্ন প্রেম প্রচেষ্টা এবং কৃষ্ণ দর্শনের বিভিন্ন প্রকার পরিপাটির বর্ণন—৮৪-১০৯ াক। উপসংহার—১১০ শ্লোক।

ংশ সর্গ—(সায়ং লীলা ; গো-দোহন, ভোজনাদিলীলা)।

শ্রীমতীর নিকট হইতে খাদ্যানয়ন, শ্রীকৃষ্ণের স্নান ও জলযোগ—১-২২। কৃষ্ণের গোশালায় গমন ও গো-দোহনাদি—২৩-৩৫। শ্রীশালগ্রামের আরতি- ন ও রাত্রি ভোজনের পরিপাটী—৩৬-৫৪। নিজ নিজ অট্টালিকা হইতে

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের পরস্পর দর্শন। শ্রীরাধাকে মা যশোদায় অন্নাদি প্রেরণ ও তদ্ভোজনাদিলীলা বর্ণন—৫৫-৭৭ শ্লোক। উপসংহার—৭৮ শ্লোক।

একবিংশ সর্গ—(প্রদোষ লীলা ; গুণীগণের কলা দর্শন ও অভিসারাদি)।

নন্দালয়ের রঙ্গালয়ে গুণীগণের গীতবাদ্য নৃত্য কলাদি দর্শন—১-১৬ শ্লোক। শ্রীকৃষ্ণের শয়ন—১৭-২১। শ্রীরাধার অভিসার—২২-২৭। গোবিন্দ স্থলীর বহির্ভাগের শোভা ও সংস্থান বর্ণনা—২৮-৬৮। শ্রীগোবিন্দ স্থলীর ভিতর ভাগস্থ মণিমন্দির ও কুঞ্জাদির বর্ণনা—৬৯-৯৩। রত্ন মন্দিরে শ্রীরাধার দশা—৯৪-১০১। শ্রীকৃষ্ণাভিসার—১০২-১০৬। শ্রীমতীর পরম প্রেম চেষ্টা—১০৭-১০৮। সখী-গণের রঙ্গ ও যুগল মিলন—১০৯-১২৭ শ্লোক। উপসংহার—১২৮ শ্লোক।

দ্বাবিংশ সর্গ—(নক্ত বা নৈশ রাসাদিলীলা)।

কাঞ্চন বেদীতে উপবেশন, রসের অঙ্গ কথন ও বন ভ্রমণ লীলাদি—১-৩০ শ্লোক। গানে শ্রীকৃষ্ণের লতাদি বর্ণনা ও সেই গানেই সখীগণের শ্রীশ্রীরাধা-কৃষ্ণ বর্ণন—৩১-৪৫। বংশী বটতলে উপবেশন ও যমুনায় সজীব ভাব দর্শনাদি ৪৬-৫৩। পুলিনে চক্রোপরি রাস-নৃত্য—৫৪-৬৭। চক্র হইতে নামিয়া ভূমে রাস—৬৮-৭৬। গানের, স্বরের, গ্রামের, শ্রুতির ও তান মূর্চ্ছনা, রাগ-রাগিনীর লক্ষণ ও নামাদি কথন—৭৭-৮৭। বাদ্যের ও যন্ত্রের নাম প্রকারাদি ভেদ বর্ণন—৮৮-৯০। হস্তকের নাম ও প্রকার—৯১-৯২। তাল ও মানসকলের নামাদি—৯৩-১০১ শ্লোক। উপসংহার—১০২ শ্লোক।

ত্রয়োবিংশ সর্গ—(রাস বা রস-লীলার অবশিষ্টঅঙ্গ)।

আচরিত গীত নৃত্যের প্রকার প্রণালী ও অলৌকিক কলার কথা—১-৩৮ শ্রান্তি ও সেবায় প্রেমাচার—৩৯-৪৮। মধুপান লীলা—৪৯-৫১। রতিলীল ও শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক কান্তাগণের বেশ রচনা—৫২-৫৫। পরিহাস কৌতুক—৫৬-৬২ যমুনায় জলকেলী—৬৩-৭৪। স্বর্ণমণ্ডপে সকলের বেশ করণ—৭৫-৮২। জলযো ও কেলীমন্দিরে শয়নাদি শেষ পর্য্যন্ত—৮৩-৯১ শ্লোক। উপসংহারে গ্রন্থকার শ্রী কবিরাজ গোস্বামির দৈন্যোক্তি বর্ণন—৯২-৯৬ শ্লোক। উপসংহার—৯৭ শ্লোক

প্রতিসর্গেরই উপসংহারে (শেষে) শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামিপাদ নিম্নোক্ত শ্লোক দ্বারা বন্দনা করিয়াছেন,—

শ্রীচৈতন্য-পদারবিন্দমধুপ-শ্রীরূপ সেবাফলে
দিষ্টে শ্রীরঘুনাথ-দাসকৃতিনা শ্রীজীব সঙ্গোদ্‌গতে।
কাব্যে শ্রীরঘুনাথ-ভট্টবরজে-গোবিন্দলীলামৃতে

★ ★ ★ ★॥

বঙ্গার্থ—শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য-মহাপ্রভুর পদারবিন্দের মধুপায়ি ভ্রমর স্বরূপ শ্রীরূপ গোস্বামির সেবার ফল শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামি-কর্তৃক প্রেরীত; শ্রীমজ্জীব গোস্বামির সঙ্গহেতু সমুদ্ভূত এবং শ্রীরঘুনাথ ভট্ট গোস্বামির বর প্রভাবে প্রাদুর্ভূত শ্রী গোবিন্দলীলামৃতকাব্যে...।

(প্রতি সর্গে বর্ণিত লীলার পরিচয়াত্মক কালাদি সহ শেষপংক্তিতে বর্ণনা দিয়াছেন)।

পদ্মপুরাণের পাতাল খণ্ডে বৃন্দাবন মাহাত্ম্যের ৫২ বাহান্নতম অধ্যায়ে দৈনন্দিন লীলার চমৎকারিতাপূর্ণ এক বর্ণনও পাওয়া যায়।

—•—

দণ্ডাত্মিকা মোট ঘণ্টার নির্ণয়,—

নিশান্ত অরুণোদয় পূর্ব্বে ২ ঘণ্টা ২৪ মিনিট হইতে ভোর ৬টা (অর্থাৎ সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্ব) পর্য্যন্ত **নিশান্ত কাল** (৬ দণ্ড)। ৬টা হইতে ৮টা ২৪ মিনিট পর্য্যন্ত **প্রাতঃ কাল** (৬ দণ্ড)। ৮টা ২৪ মিনিট হইতে ১০টা ৪৮ মিনিট পর্য্যন্ত **পূর্ব্বাহ্ণ কাল** (৬ দণ্ড)। ১০টা ৪৮ মিনিট হইতে ৩টা ৩৬ মিনিট পর্য্যন্ত **মধ্যাহ্ন কাল** (১২ দণ্ড)। ৩টা ৩৬ মিঃ হইতে সন্ধ্যা ৬টা পর্য্যন্ত (অর্থাৎ সূর্য্যাস্তকাল পর্য্যন্ত) **অপরাহ্ণ কাল** (৬ দণ্ড)। ৬টা হইতে ৮টা ২৪ মিঃ পর্য্যন্ত **সায়াহ্ন কাল** (৬ দণ্ড)। ৮টা ২৪ মিনিট হইতে ১০টা ৪৮ মিনিট

পর্য্যন্ত প্রদোষ কাল (৬ দণ্ড)। ১০টা ৪৮ মিনিট হইতে ৩টা ৩৬ মিনিট পর্য্যন্ত (রাত্রিকাল) নক্তকাল (১২ দণ্ড)। মোট ২৪ ঘণ্টা সমান = ৬০ দণ্ডকাল। ৭½ দণ্ডে এক প্রহর × ৮ প্রহরে এক দিবারাত্রি = ৬০ দণ্ড। ৬০ দণ্ড বা ২৪ ঘণ্টায় = ১ দিন ১ রাত্রি। তিন ঘণ্টায় ১ প্রহর। ৮ প্রহরে × ৩ = ২৪ ঘণ্টা। এইরূপ ঘণ্টা, দণ্ড ও প্রহর ধরিয়া যথাযথ লীলা স্মরণকেই—অষ্টকালীয় লীলা-স্মরণ বলা হয়। শ্রীকৃষ্ণমন্ত্রে ও শ্রীগৌরমন্ত্রে দীক্ষিত লীলা স্মরণকারীর উপযুক্ত শিক্ষা-দীক্ষা প্রদানকারী শ্রীশ্রীরূপানুগ ধারানুযায়ী শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণবের একমাত্র কৃপায় নিত্য সেবায় এই লীলাস্মরণের কিঞ্চিৎ অধিকার লাভ হইয়া থাকে। সাধকগণ! এইরূপ দাস্য, সখ্য, বৎসল্য ও মধুর এই চারি রসেরই চমৎকারিতা-পূর্ণ লীলা বর্ত্তমান। এসম্বন্ধে কলিযুগ পাবনাবতার শ্রীগৌরহরির উক্তি—'চারি-ভাব ভক্তি দিয়া নাচাইমু ভুবন। যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তাইমু নাম সংকীর্ত্তন॥' শ্রীচৈঃ চঃ। মূলতঃ 'শ্রীকৃষ্ণ' নাম আশ্রয় হইতেই লীলা স্মরণের যোগ্যতা ক্রমে লাভ হয়।

বেদে শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি নববিধা ভক্তির কথা।

১। শ্রবণ—'সে তু শ্রবোভির্যুজ্যং চিদভ্যসৎ'—পরমাত্মা শ্রীবিষ্ণুর যশঃ কথা কর্ণ দ্বারা পুনঃ পুনঃ শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে পাওয়ার অভ্যাস করুক। ঋক্‌-বেদ—১।৫৬।২। 'আবৃত্তিরসকৃদুপদেশাৎ'—ব্রহ্মসূত্র ৪।৪।১।

২। কীর্ত্তন—'বিষ্ণোর্নু কং বীর্য্যানি প্রবোচন্'—আমি এখন শ্রীবিষ্ণু (লীলাদি) কীর্ত্তন করিতেছি। 'তত্তদিদস্য পৌংস্যং গৃণীমসীনস্য ত্রাতুরবৃকং মীলহুষঃ'—ত্রিভুনেশ্বর, জগদ্রক্ষক, কৃপালু, সর্ব্বেচ্ছাপরিপূরক, ভগবান্ বিষ্ণু চরিত্র কীর্ত্তন করিতেছি। ওঁ আঽস্য জানন্তো নাম চিদ্ বিবক্তন্ মহস্তে বিষ্ণে সুমতিং ভজামহে'—হে বিষ্ণো! তোমার নাম চিৎস্বরূপ, স্বপ্রকাশরূপ; তব এই নামের সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ মাত্র জানিয়াও কেবলমাত্র নামের অক্ষর মাত্রে

উচ্চারণের প্রভাবেও তোমাবিষয়িণী ভক্তিলাভ করিতে পারিব। 'বর্দ্ধন্তু ত্বা সুষ্টুতয়ো গিরো মে'—হে বিষ্ণো! তোমার স্তুতিবাচক আমার বাক্য তুমি সুষ্ঠুরূপে বর্দ্ধিত কর।—ঋগ্বেদ ১।১৫৪।১, ১।১৫৫।৪, ১।১৫৬।৩, ৭।৯৯।৭।

৩। **স্মরণ**—'প্রবিষ্ণবে শুষমেতু মন্ম গিরিক্ষিত উরগায়ায় বৃষ্ণে'—উরগায় ভগবানে আমার স্মরণ বলবৎ হউক।—ঋগ্বেদ ১।১৫৪।৩।

৪। **পাদসেবন**—'যস্য ত্রীপূর্ণা মধুনা পদান্যক্ষীয়মানা স্বধয়া মদন্তি'—যে ভগবানের মাধুর্য্য মণ্ডিত এবং অক্ষয় তিন চরণ (চরণের তিন বিন্যাস) ভক্তকে আনন্দিত করে। ঋগ্বেদ—১।১৫৪।৪।

৫। **অর্চ্চন**—'প্র বঃ পান্তমন্ধসো ধিয়ায়তে মহে শূরায় বিষ্ণবে চার্চত'—তোমরা সকলে মহান্ এবং শূর (বীর) বিষ্ণুর অর্চ্চনা কর। ঋক্ বেদ ১।৫৫।১।

৬। **বন্দন**—'নমো রুচায় ব্রাহ্ময়ে'—পরমসুন্দর ব্রহ্মবিগ্রহকে আমি নমস্কার করি।—যজুর্বেদ ৩১।২০।

৭। **দাস্য**—'তে বিষ্ণো সুমতিং ভজামহে'—হে বিষ্ণো! আমি তোমার সুমতির (কৃপার) ভজন করি।—ঋগ্বেদ ১।১৫৬।৩।

৮। **সখ্য**—'উরুক্রমস্য স হি বন্ধু রিথা বিষ্ণোঃ' তিনি উরুক্রম বিষ্ণুর বন্ধু বা সখা।—ঋগ্বেদ ১।১৫৪।৫।

৯। **আত্মনিবেদন**—'য পূর্ব্ব্যায় বেধসে নবীয়সে সুমজ্জানয়ে বিষ্ণবে দদাশতি'—যিনি অনাদি, জগৎ-স্রষ্টা, নিত্যনবায়মান ভগবান্‌কে আত্মনিবেদন করিয়া থাকেন।—ঋগ্বেদ ১।১৫৬।২।

সম্পাদক—

শ্রীমনোরঞ্জন দাস

শ্রীশ্রীহরিকথা প্রচারিণী সমিতি

শ্রীপাট গোপীবল্লভপুর হইতে প্রাপ্ত পত্র।

• শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ জীউ •

নং ১৯

শ্রীশ্রীকৃষ্ণভক্তি পরমশুভাশীর্ব্বাদ বিশেষ—

পরন্তু আপনার প্রেরিত পত্রে হরিনাম মহামন্ত্র সম্বন্ধে লিখিত বিবরণ পাঠ করিয়া সমস্ত বিসয় অবগত হইলাম, এবং তৎপর বিজ্ঞাপন ও ব্যবস্থাপত্র পাইলাম। অত্র শ্রীপাটে পূর্ব্ব হইতেই শ্রীহরিনাম মহামন্ত্র সঙ্কীর্ত্তন যোগে উচ্চারিত হইয়া থাকেন। অষ্টম-প্রহর প্রভৃতিতেও পূর্ব্ব হইতে এখানে সময় সময় শ্রীহরিনাম মহামন্ত্রের সংকীর্ত্তন হইবার বিধি আছে। অতএব কেন যে শ্রীগোপীদাস বাবাজী প্রভৃতি অত্র শ্রীপাঠে শ্রীহরিনাম মহামন্ত্র সংকীর্ত্তন হন না বলিয়া নজির দিয়াছেন তাহা জানি না। অতএব চতুঃসম্প্রদায় ও সাত দেবালয় প্রভৃতির স্বাক্ষরযুক্ত যে বিজ্ঞাপন বাহির হইয়াছে তাহা এখানকার মতের সহিত মিল হইতেছে। ইতি ১৩৪৫ সাল ১১ই জ্যৈষ্ঠ।

॥ শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ ॥

স্বাঃ শ্রীশ্রীমহান্ত গোবিন্দগোপালানন্দদেব গোস্বামী।

প্রকাশক —

পণ্ডিত শ্রীশ্যামসুন্দরদাস ব্যাকরণতীর্থ।